पैगम्बर (ﷺ) को संक्षिप्त जीवनी

الموجز في السيرة النبوية

النسخة النيبالية

लेखक:

डाक्टर खालिद बिन हामिद बिन मुबारक अल-हाज़मी

(भू.पु. प्रोफेसर इस्लामिक विश्वविद्यालय, मदिना मुनव्वरह)

अनुवादक:

मोहम्मद युसुफ

(इस्लामिक विश्वविद्यालय, मदिना मुनव्वरह)

হে সত্যবাদী ইউসুফ!

সূরা ইউসুফ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও উপকারিতা

প্রফেসর ড. খালেদ বিন হামেদ আল-হাযেমী

সাবেক প্রফেসর: হায়ার এডুকেশন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারা।

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নিজেদের নফসের ক্ষতি ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই; তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর, আল-কুরআনুল কারীম হল সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, জীবনবিধান, উপদেশ, অন্তরের আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা এ মহাগ্রন্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেন। এতে অতীতের ঘটনাবলী ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল দিকের সমস্যার সমাধান প্রদান করেছেন এবং এটি প্রাঞ্জল বর্ণনা, বিশদ বিবরণ ও বাগ্মিতাময় ধারাবাহিক উত্তম কাহিনীকে ধারণ করেছে। সুতরাং কুরআন হল তার বর্ণনাশৈলী ও বিশদ বিবরণের সুক্ষ্মতার ক্ষেত্রে মিরাকল; যেমনিভাবে এটি সংবাদ প্রদান ও বিধিবিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও মোজেযা স্বরূপ। এর সামনে বা পিছন থেকে বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾ অর্থ: [বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না -সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।] সূরা ফুসসিলাত: ৪২।

কুরআনুল কারীম যা ধারণ করেছে তন্মধ্যে হল নবী ইউসুফ আঃ এর কাহিনী; যে কাহিনী তিনি নবী হিসেবে মনোনীত ও পরিক্ষার সম্মুখীন হওয়া,

বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া এবং প্রচেষ্টা ও নিয়তির ক্ষেত্রে মোজেযার নিদর্শনকে ধারণ করেছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা, মানব প্রকৃতি ও তার প্রতিকার, ব্যক্তিগত ঘটনাবলী ও তার প্রতিকার, ধৈর্য ও তার গুরুত্ব, স্বপ্ন সম্পর্কিত বিষয় ও তা ব্যাখ্যা করার বিশিষ্টতা সুনির্ধারিত ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করেছেন। কীভাবে স্বপ্ন কোন কিছু ঘটার পূর্বেই তার চিত্র প্রদান করে; যাতে এটি আল্লাহর বিদ্যমানতার উপর উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছে তাকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী অবলোকন করান; যাতে সে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পূর্ব জ্ঞান সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে।

এই মহিমান্বিত সূরা নবী ইয়াকুব আ: এর নির্দেশনা, তাঁর ধৈর্য, এবং সন্তানদের লালন-পালন ও দক্ষতার সাথে কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে তার প্রজ্ঞার আলোচনা ধারণ করেছে। আরো ধারণ করেছে, মানুষ যখন জানে না তখন তাদের রায় কেমন হয়, যেমন ইয়াকুব আঃ কে নিয়ে তার সন্তানেরা রায় দিয়েছিল যখন তিনি ইউসুফকে স্মরণ করছিলেন এবং তার ছেলেদের ইউসুফ আঃ খোঁজ নিতে বলেছিলেন, একই সাথে তাদের ভাই বেনিয়ামিনের বিষয়েও খোঁজ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সূরায় সেই অজানা ব্যক্তির লালন-পালনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে; যিনি অবশেষে রাজা, সম্মানিত ও ধনী ব্যক্তিদের মাঝে অবস্থান করতে পেরেছিলেন। আরো আলোচিত হয়েছে, বিপদের সময় যা ঘটে এবং কিভাবে তা উত্তম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে; যেমন ইউসুফ আঃ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মিশরের ধন-ভান্ডারের প্রধান হন এবং রাজা হন। কীভাবে তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং এর সাথে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেছিলেন, যারা তার প্রতি অন্যায় করেছিল তাদের ক্ষমা করেছিলেন, বরং তাদের সম্মান ও যত্ন করেছিলেন?

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ও তাওফীকে ধন্য হয়েছি এই শ্রেষ্ঠ সূরাটি গবেষণা করে এবং সূরার ব্যাখ্যা সহ এর মাঝে নানা ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও উপকারিতা পাদপ্রদীপের আলোতে আনার প্রয়াস পেয়ে; যাতে করে এ সূরার আয়াতসমূহের উপকারিতা ও অর্থের সাথে ঘটনাবলীর চিত্র একীভূত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অত্র গ্রন্থে তাফসীর বিশারদদের নানা মতের মধ্য থেকে প্রণিধানযোগ্য মতটি উল্লেখ করেছি; তবে মতবিরোধ যদি বৈচিত্র্যময় উপকারিতাকে ধারণ করে সেক্ষেত্রে একাধিক মত উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফীকে বইটি লেখা সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবার, রাত বারোটা, ৫ই জ্বিলহজ, ১৪৪২ হিজরী মোতাবেক ১৫/০৭/২০২১ খ্রিষ্টাব্দে।

আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীদের উপর। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করেন এবং উপকারী জ্ঞান ও কবুলকৃত নেক আমল হিসেবে গ্রহণ করে নেন -হে বিশ্বজাহানের প্রভু!

প্রফেসর ড. খালেদ বিন হামেদ আল-হাযেমী

২/৩/১৪৪৩ হিজরী।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ١ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٣ إِذۡ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيۡتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَأَيۡتُهُمۡ لِي سَٰجِدِينَ ٤ ﴾قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٥ وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾

অর্থ: **[আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।* নিশ্চয় আমি এটা নাযিল করেছি কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।* আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।* স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।* তিনি বললেন, হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না; বললে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।* আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনদের উপর তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এটা আগে পূর্ণ**

করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] আয়াত নং: ০১-০৬।

সূরা ইউসুফ শুরু হয়েছে সূরা হুদ এবং সূরা ইউনুস এর মত হুরুফে মুকাত্বত্বআহ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা। মহান আল্লাহ বলেন: [**আলিফ-লাম-রা।**] এখানে তিনটি বিচ্ছিন বর্ণ রয়েছে। মানুষ এর অর্থ জানার ব্যাপারে অপারগ; যেন তারা এ তিনটি বর্ণের সামনে অজ্ঞের ন্যায় দিশেহারা হয়ে যায়, এমন বর্ণনা পদ্ধতির সম্মুখীন হয় যা তারা কোন দিন শুনেনি এবং এমন বিস্ময়কর শাব্দিক গঠন তাদের হৃদয়ে কখনো জাগ্রত হয়নি। এটি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বর্ণের পরের বিষয় সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব করে তোলে। আর এগুলোর অর্থ ও মর্মের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর নিকট। এটি আল্লাহর তায়ালার কিতাবে রহস্যসমূহের মধ্যে হতে একটি রহস্য। এর প্রতি আমরা ঈমান রাখি এবং যেভাবে এসেছে সেভাবে পাঠ করি। এটি ব্যাখ্যাতীত বিষয়ের অন্তর্গত এবং এর কিছু উপকারিতা সূরা বাকারাতে আলোচিত হয়েছে -আলহামদুলিল্লাহ। কিছু বিদ্বান এর অর্থ ও মর্ম উদ্ধারে গবেষণা করেছেন। ইবনে জারির আত্ব-ত্ববারী রহঃ [**আলিফ-লাম-রা।**] এর অর্থ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণনা করে বলেন: (الٓرٰ) আমি আল্লাহ অবলোক করছি। অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন: এগুলো হল আল্লাহ তায়ালার (الرحمن) নামের বর্ণবিশেষ। সুতরাং আল্লাহর বাণীতে (الٓرٰ), (حم) এবং (نون) বর্ণগুলো (الرحمن) নামের বিচ্ছিন্ন বর্ণবিশেষ।[1]

এগুলো উল্লেখের উপকারিতা হল যে, এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার বিষয়টির যাচাই-বাছাইয়ের মানদণ্ড। আর এগুলোর ফাওয়ায়েদ তথা উপকারিতা সম্পর্কে জানার বিষয়ে বিশাল একদল আলেম

(১) তাফসীরে তাবারী (১২/১০৩-১০৪)।

বলেছেন: এগুলোর ফাওয়ায়েদ সম্পর্কে আলোচনা করা ওয়াজীব এবং আমরা এগুলোর ফাওয়ায়েদ অনুসন্ধান করব।[1]

হুরুফে মুকাত্তায়াহ এর উপকারিতার অন্তর্গত হল, দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইমাম কুরতুবী আরবদের সম্পর্কে বলেন: তারা কুরআন শোনা থেকে পালিয়ে যেত। যখন তারা (الٓمٓ) এবং (الٓمٓصٓ) শুনতে পেল তখন তারা এ শব্দগুলোকে অপরিচিত মনে করল। কাজেই তারা যখন রাসূল সাঃ এর তেলাওয়াত শুনে নিরব হল তখন রাসূল সাঃ তাদের সামনে কুরআনের অর্থপূর্ণ আয়াত পাঠ করলেন যাতে তাদের শ্রবণশক্তিতে গেঁথে যায় এবং তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়।[2]

যখন এ সকল হুরুফে মুকাত্তায়াহ অবতীর্ণ হল তখন তারা হয়রান হয়ে পড়ল; কেননা তাদের এমন ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে যা তারা বুঝতে পারছে না যাতে তারা তা শুনতে আগ্রহী হয়। কেননা অন্তর হল অদৃশ্য মর্ম উদঘাটনে সর্বদা উদগ্রীব থাকে। কাজেই তারা যখন তার দিকে অগ্রসর হল তখন তাদের বোধগম্য ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করা হল। ফলে এ বর্ণগুলো তাদের নিকট বার্তা পৌছানোর অসীলাতে রূপান্তরিত হল। তবে এ বর্ণগুলোর অবশ্যই এমন অর্থ আছে যা অন্যরা জানে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত। আর এ কথাটি সকল বর্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[3] এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির গুরুত্বের উপকারিতা দেয় এবং যা তাকে শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করা হয়েছে সে দিকে মনোযোগ আকর্ষণের গুরুত্ব বুঝায় যাতে করে সে তার মাঝে নিহিত জ্ঞান, গরিমা, শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

(১) কুরতুবী, আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১/১০৯)।

(২) কুরতুবী, আল-জামে লি- আহকামিল কুরআন (১/১০৯)।

(৩) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (১/১৭)।

হুরুফে মুকাত্তায়াহ দিয়ে সূরাটি শুরু করার পরে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমের আয়তসমূহের প্রশংসা করেছেন এবং আয়াতসমূহ মহান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার কারণে তার গুণকীর্তন করেছেন [**এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।**] এগুলো হল সুদৃঢ়, সুরক্ষিত ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। বাতিল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভিন্নতা এবং পরস্পর বিরোধিতা থেকে সুরক্ষিত। আর কুরআন হল তার তাওহীদ, ফারায়েয, বিধিবিধান, হালাল-হারাম, বরকত, হেদায়েত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। সুতরাং কুরআন হল অস্পষ্টতা ও অর্থহীনতা থেকে মুক্ত।

আর [**এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।**] আল্লাহর এ বাণীর মাঝে সংক্ষিপ্ততা এবং বর্ণনাগত অলৌলিকতা রয়েছে; কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে [**সুস্পষ্ট**] বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। আর এ বিশেষণটি ধারণ করেছে পূর্ণ স্পষ্টতাকে; যার মাধ্যমে অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তিরোহিত হয়েছে। ফলে কুরআনুল কারীম পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে শক্তিশালী বর্ণনা ও ভাষাগত অলংকারকে বাস্তবিক অর্থে ধারণ করার কারণে। কাজেই কুরআন হল শব্দগত ও অর্থগত পূর্ণ সুস্পষ্টতাকে ধারণকারী এবং এ কিতাবের মাঝে কোন অনর্থক, ত্রুটি-বিচ্যুতি, বৈপিরত্য ও পরস্পর বিরোধিতা নেই।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যে ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন সে ভাষার প্রশংসা করে বলেন: [**নিশ্চয় আমি এটা নাযিল করেছি কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।**] এ কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, আর এর মাঝে ব্যাপক প্রশংসা রয়েছে এ ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে; কেননা আরবি ভাষা হল সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক ভাষা। বস্তুত সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থটি সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় রাসূলগণের শিরোমণি মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে কাসীর রহিঃ বলেন: আরবদের ভাষা হল সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত এবং

অধিক অর্থবোধক ভাষা। এ জন্য সবচেয়ে সম্মানিত কিতাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। আর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল সর্বোত্তম ভূমিতে; সূচনা হয়েছিল বছরের শ্রেষ্ঠ মাস রমজানে। সকল দিক থেকে এভাবেই এটি পূর্ণতা পেয়েছে।(১)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন: **[যাতে তোমরা বুঝতে পার।]** অর্থাৎ, যাতে তোমাদের এমন বুঝ অর্জিত হয় যা দ্বারা তোমরা সঠিক পথ চিনতে পার এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে আসতে পার। কেননা এই সুস্পষ্ট কুরআনের মাধ্যমে বুদ্ধিমান হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়। অত্র আয়াতাংশে আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, এই কুরআনের মাধ্যমে মানুষ বুদ্ধিমানে পরিণত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সৌভাগ্যের সন্ধান লাভ করে। ফলে এর মাধ্যমে সে তার আকীদা, ইবাদত ও আখলাকে মিথ্যা থেকে সত্য, মন্দ থেকে ভাল, ভুল থেকে সঠিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার করণীয় কর্তব্য, তার উপর নিষিদ্ধ বিষয়, তার জীবন ও চরিত্র সুশৃঙ্খলকারী নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এ কুরআন তাকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচিত করায়; ফলে সে আল্লাহর আযাব ও তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায় এবং কিসে তাকে আল্লাহর নিকবর্তী করে, জান্নাতে প্রবেশ করায় ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে -সে সম্পর্কে জানতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ ও তার উম্মতকে পূর্ববর্তী জাতির সে কাহিনী সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে বিষয়ে তারা ছিলেন অজ্ঞ - এ বিষয়টি তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন: [**আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ,

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪৮৩)।

আমি এই কুরআনের মাধ্যমে আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি; যার মাঝে রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ এবং এমন সব ঘটনাবলী যা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করা, তাঁর নবী-রাসূলদের সাহায্য করা, স্বীয় মোজেযা দ্বারা ঘটনাবলীর পথ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সকল দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পরিচালনার বড়ত্বকে সুস্পষ্ট করে। এতে স্পষ্ট হয় যে, আসমান ও যমীনে আল্লাহকে অপারগ করার কেউ নেই এবং তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার জন্য বাস্তবায়ন ও সংঘটনের পথ তৈরি করে দেন স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী।

এই আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত [**নিশ্চয় আমি এটা নাযিল করেছি কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।**] আয়াতের সংযোগের মাঝে যে অর্থ নিহিত রয়েছে তা হল: আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি যা কুরআন ধারণ করে। সুতরাং [**উত্তম কাহিনী**] একত্রিত হয়েছে উত্তম ভাষার সাথে। ফলে যে এটি শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে সে এর মাধমে বুঝতে পারে এবং সুপথ পায়। আর এই কাহিনী সুস্পষ্ট এবং স্পষ্টকারী সে সকল বিশদ বিষয়ের; যার মাঝে বাস্তবতা, নিদর্শন এবং মোজেযা প্রকাশিত হয়ে ধরা দেয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী [**আমি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি**] ধারণ করে কাহিনী বর্ণনাসূত্রের উচ্চতা; কেননা এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। অনুরূপভাবে ঘটনার সত্যতা, কুরআন ভিন্ন অন্য গ্রন্থে প্রচলিত বর্ণনা, লোককথা ও কাল্পনিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত এ কাহিনী সকল দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত।

কাহিনীর মূল্য ও উপকারের গুরুত্ব তুলে ধরে মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিজের শানে বহুবচন ব্যবহার করা [نحن/আমরা]। যখন ঘটনার বর্ণনাকারী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তখন এটি ঘটনাটির মর্যাদা বুঝায় এবং ঘটনার প্রভাব ও গুরুত্ব প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তার মাকামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাই বর্ণনা করেন। [**উত্তম কাহিনী**] অর্থাৎ, এই কাহিনীর পর

এর অপেক্ষা আর কোন উত্তম কাহিনী নেই; বাস্তবতা, বিষয়বস্তুর সত্যনিষ্ঠতা, কাব্যতা, মোজেযা, নিপুণ বর্ণনাভঙ্গি, শ্রেষ্ট বাগ্মিতার দিকে থেকে। অনুরূপভাবে এতে সন্নিহিত শিক্ষা, উপদেশ ও হেকমত; যা অন্তরকে সত্য ও কল্যাণের দিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং বুদ্ধি-বিবেককে অনুধাবনযোগ্য করে -এদিকে থেকেও কোন কাহিনী এ কাহিনী অপেক্ষা উত্তম নয়। সুতরাং কেউ যদি উত্তম কাহিনীসমূহ জানতে চায় সে যেন কুরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলো অধ্যয়ন করে। ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: উত্তমতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সকল কাহিনীর দিকে; একটিমাত্র কাহিনীর দিকে নয়। কাজেই এই উত্তমতা শুধু ইউসুফ আঃ এর ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট নয়।(১) তবে সূরা ইউসুফের আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তমতা, প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণিত হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণ বলেন: ইউসুফ আঃ এর কাহিনীকে উত্তম কাহিনী বলা হয়েছে; কেননা এটি ধারণ করেছে, নবীগণ, সালেহীন, ফেরেশতা, শয়তান ও চতুষ্পদ জন্তুর আলোচনা, রাজা-বাদশা, ব্যবসায়ী, বিদ্বান, পুরুষ, নারী ও তাদের ছলনার বৃত্তান্ত এবং তাওহীদ, ফিকহ, ইতিহাস, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, রাস্ট্র পরিচালনা, পারস্পরিক মেলামেশা, জীবিকা ব্যবস্থাপনা, কষ্টে সবর করা, সহনশীলতা ও হেকমত ইত্যাদির ন্যায় বিস্ময়কর বিষয়ের বর্ণনা।(২)

মূলপাঠ নির্মাণের সৌন্দর্যের অন্তর্গত হল উত্তমতাকে ইউসুফ আঃ এর কাহিনীর সাথে নির্ধারণ করা তার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর কুরআনুল কারীমের সকল কাহিনীর সাথে নির্ধারণ করা মূলপাঠের ভিত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে; কেননা এটি নিজের সাথে প্রতিষ্ঠিত। ফলে কুরআনুল কারীমের সকল কাহিনী উত্তম হওয়াকে বুঝায়। এটি কুরআনের ভাষিক মোজেযা; অর্থাৎ, একটি মূলপাঠের একধিক অর্থ ধারণ করা কোন ধরণের বিরোধ ছাড়াই। কুরআনে বর্ণিত কাহিনী এবং তার মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ

(১) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (৯/৮০)।

(২) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৩৮)।

উপদেশ ও শিক্ষার সুউচ্চ মর্যাদার প্রমাণ হল; এ কাহিনীগুলো রাসূল সাঃ কে উদ্দেশ্য করে বলা [**আমি আপনার কাছে কাহিনী বর্ণনা করছি।**] অর্থাৎ, হে নবী! আমি আপনাকে পূর্বের জাতির সংবাদ প্রদান করছি। যদিও এর মাধ্যমে সকল মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। রাসূল সাঃ কে সুনির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করা হয়েছে তার সম্মানার্থে। আর এ ক্ষেত্রে বাকী মানুষগুলো রাসূল সাঃ এর অনুগামী।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই কাহিনীর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন কুরআনুল কারীমে এর অবস্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করার মাধ্যমে [**আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে**] এ কুরআন যা ধারণ করে তার অন্তর্ভুক্ত হল এই কাহিনী। আর এটি কুরআনের অংশ হওয়ার প্রেক্ষিতে কুরআনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এর উচ্চ মর্যাদা ও বিরাট প্রভাব বুঝায়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ এর নিকট অহী করার পূর্বে এ কাহিনী সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না [**যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ, এ বিষয়ে আপনাকে অহী করার পূর্বে আপনি অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর কুরআনের বর্ণনাগত সৌন্দর্য ও সুক্ষ্মতার দিক হল, আল্লাহ তায়ালা বলেননি যে, আপনি এককভাবে অনবহিত ছিলেন; বরং বলেছেন [**অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।**]। এটি কুরআনুল কারীমের মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। কেননা কুরআনুল কারীম তাকে ধারণকারী ব্যক্তিকে ঐশ্বরিক জ্ঞান ও জ্ঞানীদের কাতারে নিয়ে যায়। ফলে রাসূল সাঃ কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞানীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। এতে কুরআনের মর্যাদা ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা কুরআনুল কারীম তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনাকারীর মর্যাদাকে জ্ঞানীদের পর্যায়ে উন্নীত করে। আর প্রত্যেকে কুরআন থেকে গ্রহণের পরিমাণ অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে।

কাজেই হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুল, আপনি এবং অন্যরা সে সকল অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইউসুফ আঃ এর কাহিনী সম্পর্কে জানত না। যে কাহিনীর সূচনা হয়েছে ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আঃ এর স্বপ্ন দিয়ে: [**স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।**] অর্থাৎ, স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন ইউসুফ আঃ স্বীয় পিতার নিকট তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করছিলেন। ইউসুফ আঃ সম্পূর্ণ আদবের সাথে ও শিষ্টাচার বজায় রেখে তার পিতার নিকট ঘুমের মাঝে দেখা তার স্বপ্নের বর্ণনা দেয়া শুরু করেছেন। তিনি সম্বোধন করেছেন [**হে আমার পিতা!**] বলে, সরাসরি ঘটনার বর্ণনাতে প্রবেশ করে বলেননি যে, আমি ঘুমের মাঝে এই এই দেখেছি। বরং তিনি সম্মানসূচক ভূমিকা পেশ করেছেন যা তার অনুপম চরিত্রের প্রমাণ বহন করে। [**হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।**] অর্থাৎ, আমি স্বপ্নে দেখেছি আসমানের এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। কাতাদা রহঃ বলেন: এগার নক্ষত্র থেকে উদ্দেশ্য হল তার ভাইগণ। আর [**সূর্য এবং চাঁদ**] হল তার পিতামাতা। ইবনে জুরাইজ রহঃ বলেন: সূর্য থেকে উদ্দেশ্য হল তার মা আর চন্দ্র থেকে উদ্দেশ্য হল তার পিতা। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: নবীগণের স্বপ্ন হল অহী।(১) কুরআনের বর্ণনার সুক্ষ্মতার দিক হল: ইউসুফ আঃ সূর্য ও চন্দ্রকে এগার নক্ষত্রের পরে উল্লেখ করেছেন তাদের স্বাতন্ত্র্যতা ও মর্যাদার কারণে। নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে বিবেকবানদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে; কেননা সিজদা করা বিবেকবানদের বিশেষণ -যা দ্বারা তাদেরকে বিশেষায়িত করা হয়েছে।(২)

(১) তাবারী, জামেউল বায়ান (১৩/৯-১২)।

(২) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/৫)।

সত্য স্বপ্ন ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে এবং নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি সংরক্ষিত কিতাব রয়েছে, যাতে প্রতেক্যের জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করা আছে। আরো লিপিবদ্ধ করা আছে, সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান। তন্মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে কিছু পরিমাণ অবহিত করান। ফলে তিনি মানুষের নিকট তার সাথে ঘটা, তার থেকে ঘটা অথবা অন্যের সাথে ঘটিতব্য ঘটনার বিষয় প্রকাশ করে দেন; যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে জগত ও বান্দাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আল্লাহর জ্ঞান ও পরিচালনার বিশালতা। তারা যেন আরো অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিষয়ে অবগত তাদের থেকে তা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই এবং তিনি মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ ও মহান। এছাড়াও তারা যেন অনুধাবন করতে পারে, স্বপ্ন হল এক বিরাট নেয়ামত; এর মাধ্যমে স্বপ্ন দেখা ব্যক্তি হয় সতর্কতা অবলম্বন করবে অথবা আশ্বস্ত হবে বা আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে বান্দাকে স্বপ্ন দেখান। আর ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালাই হলেন সুপথ প্রদর্শক, পরিচালক ও স্বীয় রহমতের মাধ্যমে অনুগ্রহকারী।

যখন ইউসুফ আঃ তার স্বপ্নের কথা পিতার নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি তার প্রতি তার ভাইদের হিংসার বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি তাকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিলেন; যদিও ইয়াকুব আঃ জানতেন যে, যা লিপিবদ্ধ আছে তা অনিবার্যভাবে ঘটবেই। তবে বান্দা উপায়-উপকরণ গ্রহণের ব্যাপারে আদিষ্ট। আর ইয়াকুব আঃ স্বীয় পুত্রের সাথে স্নেহমাখা ভাষায় কথার সূচনা করেছেন [**হে আমার বৎস!**] যাতে এটি বুঝায় যে, অনুগ্রহ, করুণা এবং ভালবাসা ইউসুফ আঃ কে যেন তার পিতার নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য করে। [**তিনি বললেন, হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না; বললে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র**

করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।] ইয়াকুব আঃ ইউসুফ আঃ কে তার স্বপ্নের কথা স্বীয় ভাইদের নিকট বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন; কেননা তার ভাইয়েরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানত বা তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে যাবে বলে ভয় পেয়েছিলেন এবং এর ফলে হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ভাইয়েরা তার সাথে শত্রুতা শুরু করে দিবে। [**তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে।**] অর্থাৎ, তোমার বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রের কৌশল অবলম্বন করবে। আর ষড়যন্ত্র হল কৌশলে ক্ষতিসাধন। এক্ষেত্রে কখনো ধীরতানীতি অবলম্বন করা হয়; যার প্রকাশ্য দিক ভাল কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক মন্দ। এখানে ষড়যন্ত্র শব্দটিকে ব্যাপকার্থে রাখা হয়েছে যাতে তাদের যে কোন আচরণ থেকে ইউসুফ আঃ সতর্ক থাকেন। ইয়াকুব আঃ স্বীয় পুত্র ইউসুফ আঃ কে যে ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তা কোন সহজ ষড়যন্ত্র নয় বরং এমন ষড়যন্ত্র যা তার কাছে অজানা থাকবে। কেননা [**তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে।**] বাক্যটি শক্তিশালী ষড়যন্ত্রের প্রতি নির্দেশ করে। আর আরবি [كَيْدًا] শব্দটি তাকিদ ও ভয়াবহতার তীব্রতা বুঝাচ্ছে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য।

যদি তার ভাইয়েরা স্বপ্নের বিষয়টি জেনে যায় তাহলে তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; এ বিষয়টি ইয়াকুব আঃ ইউসুফ আঃ কে জোর দিয়ে বলেছেন। এর কারণ হল, জোরালোভাবে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকা। এটি ইয়াকুব আঃ কর্তৃক তার সন্তানদের অবস্থার ব্যাপারে সুক্ষ্মভাবে অবহিত হওয়ার বিষয় বুঝায় এবং ইউসুফ আঃ দৈহিক ও চারিত্রিকভাবে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা তিনি মানবীয় সৌন্দর্য ও উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়েছিলেন -যার বিবরণ সামনে আসবে। অনুরূপভাবে তাদের ভাইদের উক্তি ‘সে আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়’ থেকে বুঝা যায়, তারাও পিতার প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে ইউসুফ আঃ এর মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করেছিল। অনুরূপভাবে কাউকে কল্যাণ ও অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষিত করার নেয়ামত হিংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং হিংসুকের হিংসা

কখনো শক্তিশালী হয়ে হিংসার শিকার ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করে। এ জন্য বান্দার উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত গোপন রাখা আবশ্যক তবে যা গোপন রাখা সম্ভব নয়; সেটি ব্যতীত। এখান থেকে বুঝা যায়, ইউসুফ আঃ এর স্বপ্ন থেকে ইয়াকুব আঃ অনুমান করেছিলেন যে, তার সন্তান অচিরেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

ইয়াকুব আঃ এর অন্যান্য সন্তানদের সাথে ইউসুফ আঃ এর বিরোধ অবিহত করে যে, সন্তানরা একই গুরুত্বের লালন-পালন পাওয়ার পরেও তারা স্বভাব, চরিত্র, মর্যাদা ও সততার ক্ষেত্রে ভিন্নতর হতে পারে। যেমন ইয়াকুব আঃ যখন ইউসুফ আঃ কে সংবাদ দিলেন তখন সতর্কতার পদ্ধতিতে সংবাদ দিলেন; তার ভাইদের ব্যাপারে ইউসুফের অন্তরে হিংসা রোপন করার পদ্ধতিতে নয়। অনুরূপভাবে তিনি তার সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করলেন যা তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ বপন করবে না – এর বিবরণ ঘটনার বাকী অংশে আসবে ইন শা আল্লাহ।

ইয়াকুব আঃ কর্তৃক তার পুত্র ইউসুফ আঃ কে তার ভাইদের থেকে সতর্ক করার মাঝে রয়েছে যে, তিনি স্বীয় পুত্র ইউসুফ আঃ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন এবং ইউসুফ আঃ ছিলেন পরিস্কার মননের অধিকারী। ফলে তিনি হৃদয়ে তার ভাইদের ব্যাপারে কোন প্রতিশোধ স্পৃহাকে স্থান দিবেন না। অনুরূপভাবে ইয়াকুব আঃ এর সতর্কতার মাঝে তার ব্যাপারে স্বীয় পিতার আত্মবিশ্বাস, তার সঠিক বুঝ ও সুন্দর চরিত্রের প্রশংসার প্রমাণ রয়েছে। অতঃপর ইয়াকুব আঃ তাকে মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন: [**শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।**] শয়তান মানুষের কঠিন শত্রু এবং তার শত্রুতা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। সে আদম ও হাওয়া আঃ কে জান্নাত থেকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে বের করেছে। তাই সে তোমার ভাইদেরকে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে উস্কে দিতে পারে। এর মাঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে শয়তানের ভূমিকা সম্পর্কে নসীহতকৃত ব্যক্তির প্রতি সতর্কীকরণ

রয়েছে এবং ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে – এ সম্পর্কে তার জানার বেদনাকে উপশম করে এমন বিষয় অবলম্বন করার প্রতি গুরুত্বারোপ রয়েছে ও তাদেরকে ঘৃণা করা ছাড়াই তিনি তাকে সতর্ক করেছেন। আর তিনি তাকে নিশ্চিত করেছেন যে, শয়তান তাদেরকে অনিষ্ট করার কাজে শক্তি যোগানোর ব্যাপারে উৎসাহী। [**শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।**] সার্বিকভাবে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং তার শত্রুতা সুস্পষ্ট, কারো নিকট গোপন নয়।

ইয়াকুব আঃ ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন এই বলে: [**আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনদের উপর তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এটা আগে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়**] ইয়াকুব আঃ পূর্বের নেয়ামতের সাথে এগার নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের সিজদা করার সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং বললেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করবেন [**আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন**] যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নে তোমাকে এ সকল গ্রহ, নক্ষত্রের সিজদা দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন; ফলে তোমার উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হবে অনুরূপভাবে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তোমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করবেন। আর তিনি এ সকল গ্রহ, নক্ষত্রকে যেমনিভাবে তোমার বশীভূত করে দিয়েছেন অনুরূপভাবে বান্দাদেরকে তোমাদেরকে বশীভূত করে দিবেন [**এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন**] ইবনে আব্বাস রাঃ, মুজাহিদ রহঃ এবং কাতাদা রহঃ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন: তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। ইবনে জায়দ বলেন: তোমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন। যাজ্জাজ বলেন: নবী ও জাতিদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা।(১) পূর্বোক্ত অর্থগুলোর মাঝে কোন

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৪০)।

বিরোধ নেই যদি অর্থগুলোর নিদর্শন নবী ইউসুফ আঃ এর মাঝে প্রতিভাত হয়। কেননা এগুলো অর্থের ব্যপকতার অন্তর্গত; যা তিনি নবী ইউসুফ আঃ কে অচিরেই দিবেন [**তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনদের উপর তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন।**] অর্থাৎ, তিনি তোমাকে নবুওয়াত, অহী ও কথার মান্যতার নেয়ামত দান করবেন এবং তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত করে দিবেন। অনুরূপভাবে [**ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনদের উপর**] অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আঃ এর পরিবার, তার পরিজন এবং বংশধরদের উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করবেন। [**যেভাবে তিনি এটা আগে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর।**] অর্থাৎ, তোমার উপর আল্লাহর নেয়ামত তেমনিভাবে পূর্ণতা পাবে যেমনিভাবে নেয়ামতের পূর্ণতা পেয়েছিল তোমার পূর্বপুরুষ ইবরহীম ও তার পুত্র ইসহাক আঃ এর উপর। যিনি হলেন ইয়াকুব আঃ এর সম্মানিত পিতা। [**নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] আল্লাহ তায়ালা কোথায় রেসালাতের দায়িত্ব স্থাপন করবেন; এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে ভালভাবে অবগত এবং তিনি প্রজ্ঞাময় স্বীয় মনোনয়ন ও ব্যবস্থাপনায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ভালভাবে অবগত। আল্লাহ তায়ালার জন্য-ই চূড়ান্ত হেকমত, কার্যকর ইচ্ছা এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

﴿لَّقَدۡ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخۡوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٞ لِّلسَّآئِلِينَ ٧ إِذۡ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٨ ٱقۡتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ أَرۡضٗا يَخۡلُ لَكُمۡ وَجۡهُ أَبِيكُمۡ وَتَكُونُواْ مِنۢ بَعۡدِهِۦ قَوۡمٗا صَٰلِحِينَ ٩ قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ ١٠ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأۡمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ١١ أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ١٢ قَالَ إِنِّي لَيَحۡزُنُنِيٓ أَن تَذۡهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأۡكُلَهُ ٱلذِّئۡبُ وَأَنتُمۡ عَنۡهُ غَٰفِلُونَ ١٣ قَالُواْ لَئِنۡ أَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إِنَّآ إِذٗا لَّخَٰسِرُونَ﴾

অর্থ: **[অবশ্যই ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।* স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।* তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।* তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।* তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী?* আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব।* তিনি বললেন, এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে।* তারা বলল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে**

বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।] আয়াত নং: ০৭-১৪।

ইউসুফ আঃ এর কাহিনীর সূচনা স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার পরে কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনার দিকে এগিয়েছে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, কাহিনী উপস্থাপনে বাগ্মিতামূলক বিবরণের মধ্য দিয়ে এবং এতে সন্নিহিত উপদেশমূলক ঘটনা বিশ্লেষণ করে; যা অনুভূতিকে নাড়া দেয় তাকে সত্যের অভিমূখী করার সাথে সাথে। আর এটি বিবেক এবং মানব হৃদয়কে সকল দিকে দিয়ে ঋদ্ধ করে [**অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।**] অর্থাৎ, নিশ্চয় ইউসুফ আঃ এর কাহিনীতে ও তার ভাইদের সাথে তার জীবনের ঘটনাবলীর মাঝে নিদর্শন, উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য। কেননা তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের কাহিনী জানতে ইচ্ছুক ও অন্যান্যদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনের বর্ণনার সুক্ষ্মতার দিক হল যে, (ءَايَٰتٌ) বা নিদর্শন শব্দটি আল্লাহর মহান ক্ষমতা সম্পর্কিত অনেকগুলো অর্থকে ধারণ করে। যেমন, বান্দাদের বিষয় পরিচালনা, যাকে ইচ্ছা তাকে হেফাযত করা, যাকে ইচ্ছা তার সাথে কৌশল করা এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করার ক্ষমতাকে ধারণ করে। অনুরূপভাবে পরিক্ষা করা, পরবর্তীতে দয়া করা ও উপহার প্রদান করা, ধৈর্যের প্রতিফল ও ধৈর্যধারণকারীর পরিণতি এবং রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর; তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিচালনা করেন -এ অর্থকেও ধারণ করে।

একই সাথে ইউসুফ আঃ এর কাহিনী যড়যন্ত্রকারী ও ষড়যন্ত্রের শিকার ব্যক্তির জন্য উপদেশমালা, শিক্ষা এবং তাকওয়াবানদের উত্তম পরিণতির দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে তার কাহিনীতে রয়েছে তাকওয়া মানুষের বিবেকীয় ও ইচ্ছা শক্তিতে কী প্রভাব তৈরি করে; ফলে তাকে প্রবৃত্তি ও প্রলুব্ধকর জিনিসের সামনে পদস্খলন থেকে রক্ষা করে এবং তাকে কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য ধৈর্য ধারণের শক্তি প্রদান করে। আর এগুলো হল আমাদের

নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর নবুয়তের স্বপক্ষে দলীল; কেননা এতে ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা ইহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মীয় নেতারা ব্যতীত মুহাম্মাদ সাঃ ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানত না। কেননা উক্ত কাহিনীর কিছু বর্ণনা তাওরাত ও ইঞ্জিলে এসেছে। বরং কুরআনের এ বর্ণনা তাদের গ্রন্থে বর্ণিত বর্ণনার সত্যায়ন করে এবং পরিবর্তনকৃত, বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনাকে সংশোধন করে। অনুরূপভাবে এটি ভাষাগত অলংকারিক কাঠামোর দিক থেকে এমন দলীল; যা বাগ্মী মানুষের পক্ষে এরূপ বর্ণনা দেয়া অসম্ভব।

সকল মানুষের মধ্য থেকে 'জিজ্ঞাসুদের'কে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন [**অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।**] কেননা উক্ত ঘটনা বিশদভাবের জানার ব্যাপারে এবং তার প্রতি মুগ্ধতার ক্ষেত্রে তাদের তীব্র আগ্রহ রয়েছে। ফলে তাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; নতুবা উক্ত ঘটনার মাঝে তাদের সহ অন্যদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, উপদেশ গ্রহণকারীদের মাঝ থেকে মনোযোগীদের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়; তাদের উৎসাহ দানের নিমিত্তে এবং অন্যদেরকে তাদের মত হতে উদ্বুদ্ধ করতে।

পূর্বোক্ত আয়াতটির সূচনা হয়েছে [لَّقَدْ] শব্দ দিয়ে; যা কোন কিছুর ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে সত্যতা বুঝায়। তাই বলায় যায় যে, ইউসুফ আঃ ও ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর [لَّقَدْ كَانَ] বাক্যটি অতীতের ঘটনা এবং বর্তমানের শিক্ষার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। কেননা অতীতের ঘটনাবলীর মাঝে শিক্ষা ও উপদেশ বিদ্যমান থাকার কারণে বর্তমানের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। [**অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।**] অত্র আয়াতটি তাদের পরবর্তীতে আগত প্রজন্মের জন্য আকীদা, ঈমান ও আখলাকের ক্ষেত্রে আত্মসংশোধনে

শিক্ষা ও উপদেশের প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, তাদের মাঝে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদের ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করেননি, বরং তা সাব্যস্ত করেছেন; যেন এটি বুঝায় যে, ভাইদের মাঝে সংঘটিত মতবিরোধ তাদের ভ্রাতৃত্বকে মূলোৎপাটন করে না। মূলত ধর্মের ভিন্নতা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পক্ষান্ততরে তাদের মাঝে সংঘটিত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে বাতিল করে না বরং এক্ষেত্রে হেকমতের সাথে এর মোকাবেলা করা আবশ্যক; যেমনটি ইউসুফ আঃ তার ভাইদের সাথে করেছেন। পরিণতিতে তিনি তার ভাই-বেরাদর ও পিতার ভালবাসা অর্জন করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর ভাইদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন [**স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।**] ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তার ও তার ভাই বিনইয়ামিন এর অবস্থা বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে -বিনইয়ামিন হল তার আপন সহোদর ভাই, আর বাকীরা হল তার বৈমাত্রেয় ভাই-; কেননা তারা দু'জন [**আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়**]। অর্থাৎ, আমাদের পিতা ইয়াকুব আঃ তাদের দু'জনকে বেশি ভালবাসে। অথচ এটি প্রকৃত বাস্তবতা ও অবশ্য কর্তব্যের বিপরীত। তাদের এ বিশ্লেষণটি তাদের চিন্তা-চেতনা অনুপাতে। হতে পারে প্রকৃত সত্য তাদের মতের বিপরীত। অতঃপর তারা ইউসুফ আঃ ও তার ভাই অপেক্ষা কেন তাদের পিতার তাদেরকে বেশি ভালবাসা উচিত; তার কারণ বর্ণনার দিকে ধাবিত হয়েছে এ বলে যে [**আমরা একটি সংহত দল।**] অর্থাৎ, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আর তারা সংখ্যালঘু। তারা তাদের সিদ্ধান্ত নির্মাণ করেছে সংখ্যার বিচারে এবং তাদের মতে ভালবাসা হওয়া উচিত শক্তিমত্তার উপর ভিত্তি করে; যা আমাদের পিতা ইয়াকুব আঃ দেখতে পাচ্ছেন না। এটি তাদের আশ্চর্য ও বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করেছিল।

তারা এ পটভূমির উপর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তা হল [**আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।**] অর্থাৎ, আমাদের পিতা ইয়াকুব আঃ তার স্বীয় চিন্তায় ভুলকারী। তিনি সন্দেহাতীতভাবে অব্যবস্থাপনার মাঝে প্রবেশ করেছেন এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের উপর আমাদের ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়ার সঠিক বিবেচনাবোধটি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন; কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি উপকারী। আর [**আমরা একটি সংহত দল।**] বাক্যটি প্রমাণ করছে যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, তাদের মত একই, তারা একে অপরের দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করত এবং তাদের বিপরীতে তারা একই বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এখান থেকে ভাইদের মাঝে দলপাকানো এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্পর্ক নষ্ট করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টি অনুমিত হয়। ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা ভুল পটভূমি অতঃপর কারণের ভূল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত বিনির্মাণ করেছিল। অতঃপর তারা তাদের পিতাকে বিশেষায়িত করেছিল এ বলে যে, সে [**স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।**] বরং তারা এ বিভ্রান্তিকে আরো শক্তিশালী করতে [**স্পষ্ট**] শব্দ উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তার এ ভুল বুঝ স্পষ্ট করার জন্য কোন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

এই ঘটনা মূল্যবান অনেক উপদেশ ও শিক্ষা দেয়; আর বিশেষত তাদের পরিণতি সম্পর্কে। তন্মধ্যে হল ভুল বিশ্লেষণ ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় এবং দল বা ব্যক্তি কখনো নিজেকে এমন ধারণা দেয়, যার কোন বাস্তবতা নেই বা একটি বিষয়কে তার বাস্তবতার বিপরীতে কল্পনা করে। এটি মূলত শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা দলীল বিহীন বিশ্বাস ও ধারণার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ শুরু করেছিল। [**স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়**] নবী ইয়াকুব আঃ এর পক্ষ থেকে ইউসুফ আঃ ও তার ভাইয়ের প্রতি অন্য ভাইদের তুলনায় বেশি ভালবাসা প্রদর্শন সম্ভব নয়; যদিও তারা

উভয়েই পূণ্য ও উত্তম আখলাকের কারণে তাদের বাবার নিকট প্রিয় ছিল। কেননা তার নবুওয়াত, জ্ঞান এবং আল্লাহর ভয় তাকে তাদের সাথে আচরণে অতিরিক্ত ভালবাসা প্রকাশে নিবৃত রেখেছিল; ফলে তিনি ইউসুফ আঃ ও তার ভাইকে তার অবশিষ্ট ভাইদের উপর প্রাধান্য দেননি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে যে বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য্য এবং পূণ্যের গুণ দান করেছেন এর কারণে তার ভাইয়েরা তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করত ও বুঝত যে, এ প্রেক্ষিতে তার প্রতি তাদের পিতার হৃদয়ে অতিরিক্ত ভালবাসা রয়েছে। এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে তাদের কারণ বিশ্লেষণ, তাদের বাবা যা করছে তা তাদের সংখ্যাধিক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; কেননা তারা একটি সংহত দল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠি [**আমরা একটি সংহত দল**।] সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন কারণ যার সাথে ভালবাসা সম্পৃক্ত হতে পারে না বরং তা সম্পৃক্ত হবে সদগুণ ও সততার সাথে।

অতঃপর তাদের ভুল বিশ্লেষণ তাদেরকে ভুল চিন্তা ও সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে; আর তা হল, ইউসুফ আঃ কে হত্যার সিদ্ধান্ত: [**তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে**।] ইউসুফ আঃ কে হত্যা অথবা অজ্ঞাত কোন স্থানে বিতাড়ন করার ভুল সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, তাদের তুলনায় ইউসুফ আঃ ও তার ভাইয়ের প্রতি তাদের পিতার ভালবাসা বেশি; এ সিদ্ধান্তে তাদের উপনীত হওয়াটি ভুল ও বাস্তবতার বিপরীত। এ প্রেক্ষিতে তারা ইউসুফ আঃ কে শেষ করে দেয়ার দুটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। প্রথমটি হল [**তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর**] অর্থাৎ তোমরা তার জন্য এমন পরিকল্পনা কর যার কারণে সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মারা যায়। আর দ্বিতীয়টি হল [**অথবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস**] অর্থাৎ, অজ্ঞাত ও দূরবর্তী স্থানে তাকে ফেলে আস। তারা স্থানের সীমা নির্ধারণ করল, সেটি তাদের বাবা ও ইউসুফের নিকট অজ্ঞাত

হতে হবে; যাতে সে তার বাবার সাথে আর কখনো মিলিত হতে না পারে এবং সে ঐ অজ্ঞাত স্থানে মারা যায়। অতঃপর তারা ইউসুফ আঃ এর থেকে মুক্তির কারণ উল্লেখ করেছে [**তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে**] অর্থাৎ, তাদের পিতার ভালবাসা শুধু তাদের জন্য হবে। এটি তাদের পিতার প্রতি তাদের ভালবাসার গভীরতা এবং ইয়াকুব আঃ তার সকল সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন; তার প্রমাণ। যার ফলে তাদের মাঝে তাদের পিতার প্রতি এমন পর্যায়ের ভালবাসা তৈরি হয়েছিল, যা তাদেরকে ইউসুফ আঃ ও তার ভাইয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসা পাওয়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার কারণে ইউসুফ ও তার ভাইকে পিতার ভালবাসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে লাগল। এমনকি তারা বিশ্বাস করে বসল যে, তারা উভয়ে পিতার নিকট তাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়। ফলে ইউসুফ আঃ এর ভাইদের মাঝে হিংসা সৃষ্টি হল এর সাথে যুক্ত হল শয়তানের কুমন্ত্রণা; যার কাজ হল মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা। এটি বুঝায় যে, বাবার কর্তব্য হল সাধ্যানুযায়ী সন্তানদের মাঝে সৃষ্ট সমস্যা নিরসন করা। আর কতক সন্তান তাদের বাবার নিকট নিজেদের অবস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়; এটি তাদের অন্যান্য বিষয়ে সৎ হতে বাঁধা দেয় না। যেমন, বিষয়টি স্পষ্ট হবে ইউসুফ আঃ এর ভাইদের সম্পর্কে সামনে আগত ঘটনা থেকে, যেখানে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে, তারা ভুল স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে যা দান করেছেন ও তাদের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; তা তারা স্বীকার করে নিয়েছে।

অপরাধ যেহেতু অপরাধীকে নাড়া দেয়, অনুশোচিত করে; সেহেতু তারা অপরাধের পূর্বাপর পরিস্থিতিতে হৃদয়ে প্রশান্তি দিবে এমন বিষয়ের অনুসন্ধান করল। ফলে তারা ইউসুফ আঃ কে হত্যা বা অজ্ঞাত স্থানে ফেলে আসার অপরাধ সংঘটনের পর সৎ হয়ে যাওয়ার সংকল্প করল। যাতে অপরাধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। তারা বলল: [**তারপর**

তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।] অর্থাৎ, ইউসুফকে হত্যার পর নিজেদেরকে সংশোধন করার মাধ্যমে আমরা অমাদের পাপ নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: তারা অপরাধের পূর্বে তাওবা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।[1] ফলে তোমরা তাওবা করার মাধ্যমে সৎ ব্যক্তিতে পরিণত হবে। এর মাঝে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তাদের কর্তৃক ইউসুফ আঃ কে হত্যা করা বা মুক্তি পাওয়া অসম্ভ এমন অজ্ঞাত স্থানে তাকে রেখে আসার মাধ্যমে তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে, এটি একটি নৃশংস অপরাধ, বড় ধরণের অন্যায় এবং এর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা অনেক কঠিন। অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, এর মাঝে তাদের ঈমান ও আল্লাহ সম্পর্কে ভয়ের প্রমাণ রয়েছে তবে তাদের উপর হিংসা প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং শয়তান তাদেরকে শত্রুতা অতঃপর অপরাধ সংঘটনের দিকে প্ররোচিত করেছে। এটি হিংসার ভয়াবহতা এবং মানুষের আচরণে তার শক্তিশালী প্রভাবকে বর্ণনা করে। অনুরূপভাবে বুঝায় যে, ভুল চিন্তা ভুল দায়মুক্তির উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে হাবিল তাকে হত্যা করায় সংকল্পবদ্ধ নিজ ভাই কাবিলকে বলেছিল ﴿لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٨ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ অর্থ: [আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করব না; নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি।* নিশ্চয় আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও; ফলে তুমি আগুনের অধিবাসী হও এবং এটা যালিমদের প্রতিদান।][2]

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪৮৭)।

(২) সূরা আল-মায়েদা: (২৮-২৯)।

ইউসুফ আঃ এর ভাইদের বিষয়গুলো এ পদ্ধতিতে বিন্যাস্ত করা এবং তাদের ভাবনা অনুসারে তাদের সংশোধন হওয়ার মাধ্যমে অপরাধ শেষ হয়ে যাওয়া; এটি প্রমাণ করে তাদের বুদ্ধির ও চিন্তার ত্রুটিগত দিক। বিশেষত যখন আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর কর্তৃক বিষয় পরিচালনা করার ব্যাপারটি স্মরণ করা না হয়। তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের ও অন্যদের পক্ষে বিষয়গুলো পরিচালিত হবে। অথচ আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু পরিচালনা, ষড়যন্ত্র ধ্বংস করার একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করলে তা থেকে বাঁধা দানের কেউ নেই; তারা যতই পরিকল্পনা, কৌশল ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করুক না কেন! এমনকি তার বিপক্ষে সকল মানুষ একত্রিত হলেও। এখান থেকে মানব সত্ত্বার অজ্ঞতার দিকটি প্রতীয়মান হয়; বিশেষত মানব সত্ত্বা যখন চিন্তা-ভাবনা করে এবং কোন বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করে। এটি বুঝায় যে, মানুষ যখন আল্লাহ এবং তাঁর ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার চিন্তা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় অতঃপর শয়তান তাকে অনুশোচনামূলক কাজের দিকে ধাবিত করে এবং তাকে নিষিদ্ধ কাজের মাঝে স্থাপন করে।

ইউসুফ আঃ কে হত্যা পরিকল্পনার দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছিল সংখ্যধিক্যের গর্ববোধ। কেননা তারা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি প্রকাশ করেছিল কওম শব্দ দিয়ে [**ভাল কওম।**] এটি বুঝায় যে, তাদের সংখ্যাধিক্যতা তাদের মাঝে গর্ব ও ইউসুফ আঃ এর উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণ সৃষ্টি করেছিল। তাই আত্মপ্রশংসা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক; কেননা এটি মানুষকে অবাধ্যতা ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে এবং সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারা চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করেছিল এবং বিভিন্ন অপশন ও বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল অতঃপর অন্তরের দংশনের সমাধান পেশ করেছিল কিন্তু সকলের ইচ্ছার উপর আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাই বিজয়ী হয়।

ইউসুফ আঃ এর ভাইদের কর্তৃক তাকে হত্যা অথবা মুক্তি অসম্ভব স্থানে ফেলে আসার পরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়ে বলেন: [**তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।**] যখন আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে জীবিত রাখার ইচ্ছা করলেন তখন তাদের চিন্তা ও অন্তরকে হত্যা পরিকল্পনা থেকে সরিয়ে তার কোন এক ভায়ের উপরোক্ত প্রস্তাবের দিকে ধাবিত করলেন [**তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না**] অর্থাৎ, তোমরা ইউসুফকে হত্যার চিন্তা ও প্রস্তাব বর্জন করো। যাতে মানুষেরা অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন মানুষের কল্যাণ চান তখন কেউ তা বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে না; তার শক্তি যতই বেশি হোক না কেন বা তার পরিকল্পনা যতই বৃহৎ হোক না কেন? কেননা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই সকল ইচ্ছার উপর বিজয়ী। আর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে নবুওয়াত প্রদান ও যমীনে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেছিলেন।

ইউসুফ আঃ কে হত্যা না করার প্রস্তাবটি বুঝায় যে, তার কোন একজন ভাই মনে করেছিল ইউসুফের বিষয়টি হত্যাযোগ্য বিষয় নয়। বরং তাকে বিতাড়ন করে দেয়াটাই সর্বোত্তম অপশন এবং তাদের পিতার ভালবাসা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের সোপান। ফলে তার ভাইদের কোন একজন তাকে কূপে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব পেশ করে বলল: [**তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর**] এটি ইউসুফ আঃ এর বিষয়টি সর্বোচ্চ গোপন রাখার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে; কেননা কূপের গভীরে সাধারণত অন্ধকার ও নির্জন পরিবেশ বিরাজ করে।

অতঃপর সে কূপের গভীরে নিক্ষেপের সুবিধা বর্ণনা করে বলল: [**যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।**] অর্থাৎ, সফরকারী কেউ তাকে পেয়ে তাদের সঙ্গে করে তাদের দেশে নিয়ে যাবে; ফলে হত্যার অপরাধে

জড়িত হওয়া ছাড়াই তারা তাকে তোমাদের থেকে দূরে নিয়ে গেল। [**যদি কিছু করতেই চাও**] অর্থাৎ, যদি তোমরা তার ব্যাপারে কিছু করার মনস্থ করে থাক তাহলে তোমাদেরকে আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি। এখানে সে হত্যার পরিবর্তে এই বিকল্প মত এ দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপন করেনি যে এটি মানতেই হবে এবং তাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে; বরং সে অপশন হিসেবে উত্থাপন করেছে [**যদি কিছু করতেই চাও**] অর্থাৎ, তোমরা যদি সর্বোত্তম কাজটি করতে চাও এবং হত্যার পরিবর্তে সুন্দর অপশনটি গ্রহণ করতে চাও। এই পদ্ধতি তাদের পুনরায় চিন্তা করতে ও মতটি গ্রহণ করতে বাধ্য করল; কেননা প্রস্তাবটি পর্যালোচনার পথ ধরে এসেছে, সিদ্ধান্ত হিসেবে নয় এবং প্রস্তাবটি গ্রহণ করার বিষয় সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এটি এই মতদাতা ভাইয়ের প্রজ্ঞার দিক এবং কার্য পরিচালনায় তার সক্ষমতার বিষয়টি প্রমাণ করে। আর নিঃসন্দেহে এই কাজটি তাদের পিতার অধিকার ও ভাইয়ের অধিকারের ক্ষেত্রে অপরাধ; কেননা এর মাঝে পিতাকে তার সন্তান থেকে, সন্তানকে তার পিতা থেকে এবং তার জন্মস্থান ও পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধ নিহিত রয়েছে। এছাড়াও এর মাঝে তার দাসের জীবন ও মৃত্যু ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম হেফাযতকারী।

অতঃপর কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে তাদের ঘৃণ্যকর্ম বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও তাকে কূপের গভীরে ফেলার বর্ণনার দিকে। আর বর্ণনা এমন ভঙ্গিতে এসেছে যে, ইউসুফ আঃ এর কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ও অন্যরা এর সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী?**] তাদের বাবাকে বলা কথা থেকে প্রতীমাণ হয় যে, তারা তাদের ভাইয়ের প্রস্তাবে ঐক্যমত পোষণ করেছিল এবং কৌশলে তাদের পিতার নিকট থেকে ইউসুফকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

শুরু করেছিল। ইউসুফ আঃ এর নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে তাদের বাবাকে সন্তুষ্ট করতে তারা নির্ভর করেছিল প্রশ্ন উত্থাপন পদ্ধতির উপর; যে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তারা তাদের বাবার বিরোধিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না?**] তারা তাদের কথা শুরু করেছিল বাবা নামক আবেগী সম্বোধন দিয়ে [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা!**] এটি কথায় সম্মান বজায় রাখা এবং তুষ্ট করার বিষয় নির্দেশ করে। [**আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না?**] কেন ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না? কিসে আপনাকে আমাদেরকে নিরাপদ মনে করতে নিবৃত রাখছে? এটি প্রমাণ করছে যে, ইয়াকুব আঃ ইউসুফ আঃ কে তার ভাইদের সাথে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না; হয়তবা তার ব্যাপারে ভয়ের আশংকা থেকে অথবা তার ভাইদের থেকে তিনি এমন আচরণ অনুভব করেছিলেন যা তাদের পক্ষ থেকে ইউসুফের ব্যাপারে তাকে ভয় করতে বাধ্য করেছিল। আর তাদের ব্যাপারে তাদের পিতার আশংকার বিষয়টি তারাও বুঝতে পেরেছিল। এ জন্য তারা তাদের পিতাকে আশংকার বিষয়টি প্রকাশ্যে বলেছিল 'কেন ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না?' এ প্রশ্ন করেছিল তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ তাদের পিতার ভয়কে দূর করার উদ্দেশ্যে। আর তারা তাদের পিতাকে এমন নিশ্চয়তা দিয়েছিল যা তার আশংকাকে দূর করবে [**আমরা তো তার শুভাকাংখী।**] অর্থাৎ, আমরা তার উপকার এবং সকল ধরণের অকল্যাণ থেকে হেফযতের চেষ্টা করব।

তাদের বাবার নিষেধের বাঁধা দূর করার পর পশু চরানোর জন্য তাদের সাথে প্রেরণের জন্য তারা পিতার নিকট আবেদন জানিয়ে বলল: [**আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব।**] অর্থাৎ,

আপনি তাকে আমাদের সাথে মরুভূমির পশুর চারণভূমিতে পাঠান; যাতে সে আনন্দে ঘোরাফেরা করবে। আর আমরা ইউসুফকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাযত করব। তাদের সাথে ইউসুফের বের হওয়ার এমন উদ্দেশ্য উল্লেখ করল যা তাদের পিতা ও ইউসুফকে আনন্দিত করল। আর এটি তাদের সঙ্গে ইউসুফের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানে উপযুক্ত যুক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং এর সঙ্গে ছিল ইউসুফকে নিরাপত্তা প্রদানের দুইবারের প্রতিশ্রুতি; প্রথমবার তার শুভাকাংখী হিসেবে [**আমরা তো তার শুভাকাংখী।**] আর দ্বিতীয়বার তাকে হেফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণকারী হিসেবে [**আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব।**] আর উভয় বারেই তারা উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; যা তাকে হেফাযত করার ব্যাপারে তাদের সংহতি জ্ঞাপন বুঝায়। অথচ তারা তাদের কথায় সত্যবাদী ছিল না। আরবী [يَرْتَعْ] শব্দটি খাওয়া অর্থ দেয়। এখানে অর্থ হল: সে চারণভূমিতে বিদ্যমান পরিবেশ উপভোগ করবে। আর [وَيَلْعَبْ] শব্দটির অর্থ হল: সে দৌড়, তীর নিক্ষেপ এবং ভাইদের সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দ করবে। এর মাধ্যমে তার বিরক্তিভাব দূরীভূত হবে এবং মনমানসিকতা বিনোদিত হবে।

তিনি দুটি কারণ উল্লেখপূর্বক তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন; তন্মধ্যে প্রথমটি হল: **[তিনি বললেন, এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে।]** অর্থাৎ, তোমরা ইউসুফকে নিয়ে গেলে আমার থেকে তার বিচ্ছেদ তৈরি হবে। আর এটি আমাকে তার ব্যাপারে পীড়া দিবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইউসুফ আঃ বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তার বয়স কম হওয়ার আরো প্রমাণ হল যে, যারা তাকে কূপ থেকে বের করেছিল তারা তাকে গোলাম বলে পরিচয় দিয়েছিল। এ বিষয়ক আলোচনা সামনে আসবে। দ্বিতীয় কারণ হল: **[এবং আমি আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।]** আমাকে পীড়া দেয়ার পাশাপাশি আমি আশংকা করছি যে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। আর নেকড়ে হল কুকুর প্রজাতির অন্তর্গত।

তিনি তাকে নেকড়ে বাঘে খাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করেছেন তাদের অমনোযোগিতা ঘটার প্রেক্ষিতে: **[আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে।]** অত্র আয়াতাংশে তাদের প্রতি সতর্কবার্তা রয়েছে ইউসুফ আঃ এর প্রতি অমনোযোগি না হওয়ার ব্যাপারে। অনুরূপভাবে তাদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে যে, হয়তবা তারা 'নেকড়ে বাঘে তাকে খেয়ে ফেলেছে' দাবী নিয়ে উপস্থিত হবে; তখন আমি এমন কথা কীভাবে মেনে নিব অথচ আমি এ বিষয়ে পূর্বেই তোমাদের সতর্ক করেছিলাম। হতে পারে ইয়াকুব আঃ এমন বিষয় পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আবার হতে পারে মরুভূমিতে হিংস্র নেকড়ের উপস্থিতির দিক বিবেচনা করে তিনি এমন কথা বলেছিলেন। অথবা তাকে অহী মারফত জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ নানা মত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইবনুল জাওযী রহঃ উল্লেখ করেছেন: ইয়াকুব আঃ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে নেকড়ে বাঘ ইউসুফ আঃ কে আক্রমণ করেছে। এ মতটি ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[1] ইয়াকুব আঃ এর অন্তরে উপরোক্ত সবগুলো চিন্তা উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং তিনি দুর্ঘটনার আশংকা করেছিলেন মরুভূমি সম্পর্কে জানা ও তাতে নেকড়ের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে। অনুরূপভাবে তিনি ভয় করেছিলেন ইউসুফের ব্যাপারে তার সন্তানদের উদাসীনতা এবং তিনি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন; তার কারণে।

অতঃপর ইয়াকুব আঃ এর সন্তানেরা এমন উত্তর দিল যা তিনাকে সাহস যোগাল, ফলে তিনি তাদের সাথে ইউসুফ আঃ কে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিলেন **[তারা বলল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।]** অর্থাৎ, তারা তাদের পিতাকে কঠিন ভাষায় জবাব দিয়ে বলল যে, তারা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলা অসম্ভব [**আমরা একটি সংহত দল।**] আমাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও এরূপ ঘটা কেমন যেন অসম্ভব একটি বিষয়।

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৪৫)।

[**সংহত দল**] অর্থাৎ, আমরা সংখ্যায় ভারি, ঐক্যবদ্ধ, আমাদের বিষয় অভিন্ন এবং আমরা একে অপরের দ্বারা শক্তিশালী। এ সকল গুণাবলীর পরেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই এবং [**আমরা তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।**] অর্থাৎ, তাহলে আমাদের সংখ্যাধিক্যতা নিষ্ফল এবং আমাদের একতা অর্থহীন। আর সংখ্যাধিক্য অবস্থায় এরূপ ঘটলে আমাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই এবং আমাদের সাথে এরূপ ঘটা অসম্ভব। বাহ্যিকভাবে এটি সন্তোষজন যুক্তি। এটি বুঝায় যে হিংসা ও গায়রত যখন তার সীমা অতিক্রম করে তখন সে হৃদয়ে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যা নিকটজনের প্রতি ভালবাসা ও সদাচরণের শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। আর তাদের নিকটজন হল তাদের পিতা; যিনি একজন নবী এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালবাসার গুণে গুণান্বিত। এখান থেকে আরো বুঝা যায় যে, হিংসা ভাইয়ের প্রতি সীমালংঘনের দিকে নিয়ে যায় তাকে আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার কারণে। আর ইউসুফ আঃ এর বিষয়ে তাদের পিতাকে রাজি করানোর মাঝে তার অনুমতি লাভের ব্যাপারে তাদের তীব্র আগ্রহের প্রমাণ রয়েছে। যদি তারা অনুমতি লাভ না করত তাহলে তারা তাকে অপহরণ করত এবং তাদের কাঙ্খিত গন্তেব্যে নিয়ে যেত আর বলত: আমরা তার বিষয়ে কিছুই জানিনা। তবে প্রতীমাণ হয় যে, তারা শক্তিশালী মানসিক দিধাদ্বন্দ্বের মাঝে অবস্থান করছিল; একদিকে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার তাড়না অপরদিকে তাদের পিতাকে সন্তুষ্ট করার বাসনা। এরূপ অবস্থা সহজ কোন বিষয় নয়। তবে তাদের হিংসার শক্তি তাদের পিতার আনুগত্যের শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং ছোট ভাইয়ের প্রতি তাদের স্নেহের শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছিল।

﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجۡمَعُوٓاْ أَن يَجۡعَلُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمۡرِهِمۡ هَٰذَا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ١٥ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمۡ عِشَآءٗ يَبۡكُونَ ١٦ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٖ كَذِبٖۚ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَمِيلٞۖ وَٱللَّهُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ অর্থ: **[অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, আর এ অবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা অবশ্যই বলে দেবে; অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না।* আর তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।* তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই।* আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।]** আয়াত নং: ১৫-১৮।

অতঃপর কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে ইউসুফ আঃ এর ভাইদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে সে স্থানে যাওয়া প্রসঙ্গে যেখানে গিয়ে তারা ইউসুফ আঃ এর ক্ষতি সাধন করার পরিকল্পনা করেছে। আর এটি ঘটেছে তাদের সঙ্গে ইউসুফ আঃ কে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের পিতাকে রাজী করানোর পরে [**অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল**] অর্থাৎ, যখন তারা ইউসুফ আঃ কে তার পিতার নিকট থেকে নিয়ে গেল [**একমত হল**] তারা তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সকলে একমত তখন আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর

নিকট অহী প্রেরণ করলেন যা তাকে আশ্বস্ত করল [**আর এ অবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা অবশ্যই বলে দেবে; অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না।**] যে সময়ে তারা তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে তার পিতার নিকট থেকে তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরে এবং ইউসুফ আঃ বুঝতে পারলেন যে তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করবে তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বার্তা পেলেন যা তার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করে [**আর এ অবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম**] অর্থাৎ আল্লাহ তার নিকট অহী প্রেরণ করলেন যেন সে আশ্বস্ত হয় এবং তার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়; কেননা পরিস্থিতি ভীতিকর ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইউসুফ আঃ এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধান ও রহমতের নির্দেশ বহন করে [**আর এ অবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা অবশ্যই বলে দেবে; অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না।**] অর্থাৎ, হে ইউসুফ! তুমি এমন অবস্থানে উন্নীত হবে যে তুমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে তোমার সাথে তাদের কৃত আচরণকে। আর তাদের ভাইয়েরা ইউসুফ আঃ নিকট প্রেরিত অহী সম্পর্কে টেরও পায় নি। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাঃ উল্লেখ করেছেন: "তোমার সাথে তাদের এ কৃত আচরণ সম্পর্কে সংবাদ দিবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনতে পারবে না এবং বুঝতে পারবে না"। বাস্তবে যখন ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তার নিকট প্রবেশ করেছিল তিনি তাদেরকে চিনতে পারলেন তবে তারা তাকে চিনতে পারল না। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করলেন।(১) [**অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না।**] অর্থাৎ, ইউসুফ আঃ এর অহী প্রাপ্তির ফলশ্রুতিতে তার অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া সম্পর্কে তারা জানতে পারল না। এটি আল্লাহ তায়ালার মহানুভবতা, ইউসুফ আঃ এর ব্যাপারে তাঁর উত্তম

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪৮৮)।

পরিকল্পনা এবং তার প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি স্পষ্ট করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে হিংসুকদের হিংসা থেকে ও বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ থেকে পরিত্রাণ দেন। এখান থেকে মুমিন ব্যক্তি শিক্ষা নিবে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার। কেননা তিনিই একমাত্র নাজাতদাতা এবং সাহায্যকারী। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; যিনি মহাশক্তিধর, মহামহিম, পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু।

সুদ্দী এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ ইউসুফ আঃ কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে সম্মানজনক অবস্থায় ছিলেন না বরং তাদের মাঝে কষ্টে ছিলেন। যখন তারা তাদের পিতার চোখের আড়াল হল তারা তাকে কষ্ট দেয়া শুরু করল গালিগালাজ করে কথার মাধ্যমে ও প্রহার করে কর্মের মাধ্যমে।[1] এটি হিংসা থেকে উৎপন্ন তাদের বিদ্বেষের পরিমাণকে বর্ণনা করে। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাকে কূপে নামাল, অবশেষে যখন অর্ধেকে পৌঁছাল তখন তারা তাকে কূপে ফেলে দিল তার মৃত্যু কামনায়। তখন কূপে পানি ছিল এবং তিনি তার মাঝে পতিত হন। অতঃপর কূপের মাঝে অবস্থিত একটি পাথরে আশ্রয় নিলেন এবং তার উপর দাঁড়ালেন।[2] এটি ইউসুফ আঃ এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তত্ত্বাবধানের বহিঃপ্রকাশ যেন তিনি পাথরের উপর পড়ে তার শরীর আঘাত প্রাপ্ত না হয় এবং এর ফলে তার মৃত্যু না ঘটে। বরং আল্লাহ তায়ালা পাথরটিকে তার জন্য তাকিয়া স্বরূপ করে দিয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পিতার নিকট তাদের ফিরে আসার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন [**আর তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।**] তারা তাদের পিতার নিকট সূর্যের লালিমা

(১) প্রাগুক্ত (২/৪৮৮)।

(২) তাবারী, জামেউল বায়ান (১৩/৩০)।

অদৃশ্য হওয়ার পর সন্ধ্যারাতে আগমন করল কৃত্রিমভাবে কান্নারত অবস্থায়। তারা প্রকৃত কান্নার ন্যায় কান্না করতে লাগল তাদের ষড়যন্ত্রকে গোপন রাখার নিমিত্তে এবং তাদের বাবাকে এই ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে যে তারা যা বলবে তাই বাস্তব সত্য [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে।**] তারা বলল: আমরা নিজেদের মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম ফলে আমরা ইউসুফ থেকে দূরে চলে যাই; যাকে আমাদের মাল-সামানার নিকট রেখে দিয়েছিলাম [**ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম**] অর্থাৎ, কাপড়-চোপড় ও পাথেয়। এরই মধ্যে নেকড়ে তাকে আক্রমণ করে বসে [**অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে।**] এখান থেকে বুঝা যায় যে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। [**কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই।**] অর্থাৎ, আমরা জানি যে, আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। এটি তারা বলেছিল তাদের পিতাকে তাদের কথা বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাজ্জাজ রহঃ বলেন: আয়াতাংশের অর্থ হল, আপনার আমরা যদিও বিশ্বাসযোগ্য হতাম তবুও আপনি এ ইস্যুতে আমাদেরকে বিশ্বাস করতেন না; ইউসুফের প্রতি আপনার তীব্র ভালবাসার কারণে"।[1]

তাদের মিথ্যাকে সঠিক প্রমাণিত করার জন্য তারা একটি জাল দলীল উদ্ভাবন করেছিল [**আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল।**] অর্থাৎ, তারা ইউসুফ আঃ এর জামায় তার রক্ত ব্যতীত মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে উপস্থাপন করল। আর সে মিথ্যা রক্ত ছিল ছাগল বা হরিণ অথবা কোন জীবের রক্ত। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের অপরাধ ঢাকার জন্য তারা গভীরভাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইয়াকুব আঃ তাদের মিথ্যা বলার বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে

(১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/১১)।

পেরেছিলেন, যে স্বপ্ন তখনও বাস্তবে রূপ লাভ করেনি এবং রূপ লাভ করবে না যতক্ষণ না তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়নের উপযোগী বয়সে উপনীত হন। অনুরূপভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইউসুফ আঃ এর জামায় নেকড়ের দাতের কোন চিহ্ন না থাকার কারণে। এজন্য তিনি তাদের কথার জবাবে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন [**তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব।**] অর্থাৎ, তোমরা যেমনটি বলছ বিষয়টি তেমন নয়। বরং তোমরা মিথ্যা বলছ এবং বাস্তবতা তোমাদের বিবরণের বিপরীত। এখানে প্রকৃত বিষয় তোমরা গোপন করছ যা তোমরা ইউসুফের সাথে করেছ। তবে এর প্রতিকার হল তোমাদের মিথ্যা ও ইউসুফের সাথে কৃত অন্যায়ের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা [**কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব।**] ধৈর্যকে উত্তম বিশেষণে বিশেষিত করার মাধ্যমে অনুমিত হচ্ছে যে তিনি এমন ধৈর্য ধারণ করবেন; যাতে কোন অভিযোগ ও দুঃখ নেই। বরং ধৈর্যের সাথে আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত ঘটনাকে প্রকাশ করবেন, ইউসুফ আঃ একদিন ফিরে আসবেন এবং তার সাথে মিলিত হবেন। ধৈর্যের সাথে তিনি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টিও যোগ করে বলছেন [**আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।**] অর্থাৎ, ইউসুফের প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে তোমরা যে মিথ্যা বর্ণনা দিচ্ছ তা প্রকাশে একমাত্র আল্লাহই সাহায্যকারী। ইয়াকুব আঃ এই তাওয়াক্কুল ও আদবের মাধ্যমে দুনিয়ার বিপদাপদের সম্মুখে একজন মুসলিমের করণীয় ও বাস্তবিক রূপরেখা বাতলে দিয়েছেন। আর তা হল, তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন এবং ইউসুফ আঃ এর ক্ষেত্রে তার সন্তানেরা যে ভুল করেছে সেটাকে হেকমতের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কেননা তিনি তাদের অবাধ্যচরণ ও ইউসুফের প্রতি অবিচারের কারণে তাদেরকে বিতাড়িত করে দেননি অথবা এমন কোন আচরণ করেননি যার ফলে বিরোধ আরো প্রজ্জ্বলিত হয়।

﴿وَجَآءَتۡ سَيَّارَةٞ فَأَرۡسَلُواْ وَارِدَهُمۡ فَأَدۡلَىٰ دَلۡوَهُۥۖ قَالَ يَٰبُشۡرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٞۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةٗۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ ١٩ وَشَرَوۡهُ بِثَمَنِۭ بَخۡسٖ دَرَٰهِمَ مَعۡدُودَةٖ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِي مَثۡوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدٗاۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

অর্থ: [আর এক যাত্রীদল আসল, অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠালে সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! এবং তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।* আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে এবং তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।* আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; এবং যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।] আয়াত নং: ১৯-২১।

অতঃপর ইউসুফ আঃ এর অবস্থা, কূপের গভীরে তার পরিস্থিতি, আল্লাহ তাকে কূপ থেকে যেভাবে উদ্ধার করলেন, তাকে দেখাশোনা করলেন এবং মন্দকে তার কল্যাণে পরিণত করলেন -এগুলোর আলোচনা উপস্থাপনের দিকে কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **[আর এক যাত্রীদল আসল, অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠালে সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! এবং তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।]** কূপের নিকট আগমন করল একদল

মানুষ যারা ভ্রমণ করছিল। আরবিতে [سَيَّارَةٌ] বলা হয় যমীনে ভ্রমণকারী মানবদলকে। [**অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল**] অর্থাৎ তারা কূপ থেকে তাদের জন্য পানি আনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের প্রেরণ করল। আরবিতে [وَارِدَهُمْ] এর অর্থ হল, যে পানির ঘাটে অবরতরণ করে তাদের দলের জন্য পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে। সে যখন কূপের নিকট পৌঁছে তাতে বালতি নামাল। আরবি [دَلْوَهُ] বলতে বুঝায়, চামড়া দ্বারা প্রস্তুতকৃত বড় ধরণের বালতি যা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে কূপের গভীরে নামিয়ে দেয়া হত পানি ভর্তি করে রশি ধরে টেনে উঠানোর জন্য। আর পানির সন্ধানে এই কূপের নিকট যাত্রীদলটির আগমন ইউসুফ আঃ এর প্রতি আল্লাহর রহমত ও তার ব্যাপারে মহান রবের পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীমাণ হয়। মূলত আল্লাহ তায়ালা এই যাত্রীদলকে পাঠিয়েছেন তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করার জন্য; যেন আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও পরিকল্পনার দিকটি মানবজাতির নিকট স্পষ্ট হয়। তিনিই উদ্ধারকারী, ত্রাতা এবং সর্বাপেক্ষা দয়ালু।

অতঃপর কুরআনুল কারীমের আলোচনা পানি সংগ্রাহক কর্তৃক কূপে বালতি নামানোর পরে যে ফল দেখতে পেল; তা বর্ণনার দিকে ধাবিত হয়েছে। কূপে নামানো বালতির সাথে যা উঠে এসেছে তা দেখে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল [**সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!**] সমগ্র শক্তি দিয়ে সে আনন্দ প্রকাশ করে বলল [**কী সুখবর!**] এটি আনন্দের সাথে বিস্মিত হওয়ার অর্থ দেয়। অনুরূপভাবে এ অভিব্যক্তির মাঝে সে যা পেয়েছে তা যাত্রীদলকে জানানোর প্রয়াস রয়েছে। সুতরাং তার সুসংবাদের ঘোষণা মূলত তার সাথের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ছিল; কেননা সুসংবাদ নিজে থেকে বোঝার ক্ষমতা রাখে না। ফলে অর্থ সরাসরি তার সঙ্গীদের কাছে চলে যায়, যা নির্দেশ করে যে তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, হয়তো তাদের দেখার ক্ষেত্রে কিছু বাধা ছিল বা তার অবস্থা বুঝতে কিছু অসুবিধা ছিল। তাই তিনি আনন্দিত হলেন, যখন তার ভাইয়েরা তাকে অপছন্দ করে কূপে ফেলে দিয়েছিল, তখন

এমন একজন তাকে পেয়েছিল যে তাকে দেখে অগাধ আনন্দিত হয়েছিল এবং এমনভাবে ঘোষণা করেছিল যে, সুসংবাদটি হল পানির পরিবর্তে একটি কিশোর বা কিছু পানির সাথে একটি কিশোর। সুসংবাদ সাধারণত আনন্দদায়ক কিছু অজানা বিষয়ে হয়, অথবা এমন কিছু সম্পর্কে যা অপেক্ষামান জানা বিষয় কিন্তু তার ফলাফল অজানা। কিশোরকে পেয়ে আনন্দিত হওয়ার কারণ হল, তাকে লালন-পালন করা যাবে, তাকে সেবার জন্য প্রস্তুত করা যাবে, অথবা তাকে বিক্রি করে মূল্য পাওয়া যাবে। আরবিতে গোলাম বা কিশোর বলা হয় বয়সে ছোটদেরকে।

অতঃপর বর্ণনাপ্রসঙ্গ এগিয়েছে ইউসুফ আঃ এর সাথে তাদের কৃত আচরণ বর্ণনার দিকে [**তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।**] অর্থাৎ তারা তাকে ব্যবসায়িক পণ্যরূপে গ্রহণ করল এবং তাকে বেচে দেয়ার মাধ্যমে ব্যবসার চিন্তা করল। এর দ্বিতীয় অর্থ হল: তাকে পণ্যরূপে বিক্রি করে লাভ করার বিষয়টি নিজেদের মাঝে গোপন রাখল। এর আরেকটি অর্থ হল: তারা ইউসুফ আঃ এর প্রকৃত অবস্থাকে তাদের অন্যান্য সাথীদের নিকট গোপন করল অর্থাৎ তারা যে তাকে পানির মালিকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এসেছে; যাতে তাকে বিক্রয়োত্তর সময়ে লভ্যাংশে অন্যদের শরীক করতে না হয়। আর এ ব্যাখ্যাগুলো মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন[1] এবং এগুলোর সবগুলোই হওয়া সম্ভব যার মধ্য দিয়ে ইউসুফ আঃ এর সাথে তাদের কৃত আচরণের বর্ণনা পূর্ণতা পায়। সুতরাং তারা ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় তাকে বিক্রি করে দেয়ার বিষয়টি নিজেদের মাঝে গোপন রাখল এবং যাত্রীদলের নেতৃবর্গ তাদের বাকী সঙ্গীদের থেকে এ সমঝোতা ও পানির মালিকদের থেকে তাকে ক্রয় করার বিষয়টি গোপর করল। আর এ মর্মগুলো উদঘাটন করা হয়েছে দু'টি শব্দ থেকে [**তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।**] যাতে অর্থের আধিক্যতা ও মর্মের প্রাচুর্যতা স্পষ্ট হয়। আর এটি কুরআনুল কারীমের বিস্ময়ক বৈশিষ্ট্যকে

(১) তাবারী, জামেউল বায়ান (১৩/৪৬-৪৯)।

নির্দেশ করে কোন ধরণের মতবিরোধ ছাড়াই। এখান থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের ভাষাগত অলংকারিক দিক এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে; যেখানে পৌঁছা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মহা কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন: [**আর তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।**] আল্লাহ তায়ালা জানেন বিক্রয়কারিরা তাকে কী করবে এবং ইউসুফ আঃ এর উপর এর ফলে কী প্রভাব পড়বে। এটি ইউসুফ আঃ এর প্রতি আল্লাহর তায়ালার পূর্ণ যত্ন নেয়ার বিষয় এবং তাঁর মহান পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়; যেন আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে মুমিনগণ শিক্ষা লাভ করতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কী ঘটছে, কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং কী পরিণতি হবে; সে সম্পর্কে অবগত। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাক্ষমতাধর, স্বীয় কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত এবং আল্লাহ-ই জয়ী।

তারা ইউসুফ আঃ কে পাওয়ার পরে বিক্রি করে দিল [**আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে এবং তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।**] অর্থাৎ তারা ইউসুফ আঃ কে অনুপোযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করে দিল। কে তাকে বিক্রি করে দিল? কে তাকে কিনল? বর্ণনাপ্রসঙ্গ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাকে যে যাত্রীদল কূপের গভীর থেকে উদ্ধার করেছিল তারা মিশরে পৌছার পর তাকে বিক্রয় করেছিল। আর তাদের থেকে তাকে ক্রয় করেছিল মিশরের আযীয। কারো মতে: ইউসুফ আঃ কে বিক্রয় করে দিয়েছিল তার ভাইয়েরা। তারা কূপের অনতিদূরে অপেক্ষা করছিল ইউসুফ আঃ এর সাথে কী ঘটে তা দেখার জন্য। এটি প্রমাণ করে যে অপরাধী শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আবার অপরাধ করেছিল। যখন তারা তাকে যাত্রীদলের সাথে দেখতে পেল তারা তাদেরকে বলল: এ আমাদের লোক এবং তার ভাইয়েরা তাকে কাফেলার কাছে বিক্রয় করে দিল স্বল্প মূল্যে [**তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।**] তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে

তার ভাইয়েরা ছিল অনাগ্রহী এবং তারা তার থেকে মুক্ত হতে, তাকে তাদের আবাস ও জনপদ থেকে বিতাড়ন করতে চাচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালা কম মূল্যের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন [**মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে**] অনেক মুফাসসিরগণের প্রণিধানযোগ্য মত হল, তাকে বিক্রয় করেছিল তার ভাইয়েরা। ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাঃ এর মতে তাকে বিশ দিরহামে বিক্রয় করেছিল। ইউসুফ আঃ এর প্রত্যেক ভাই দুই দিরহাম করে ভাগে পেয়েছিল। আর তার ভাইয়েরা ছিল দশজন। কারো কারো মতে ভিন্ন মূল্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, তবে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত মতটি অগ্রগণ্য।(১) ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: ইউসুফ আঃ কে তার ভাইয়েরা-ই বিক্রয় করেছিল এবং এটিই অধিকাংশের মত।(২)

ইউসুফ আঃ কে বিক্রয় প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে; তন্মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল [**তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে**] এটি তার নায্য মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে, তাকে দ্রুত বিদায় করার আগ্রহকে স্পষ্ট করে এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়া-ই হল প্রকৃত মূল্য; দিরহাম অর্জন নয়। বিক্রয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল: [**মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে**] এটি অর্জিত অর্থের পরিমাণ স্বল্প হওয়ার নির্দেশ করছে। এখানে দিরহাম শব্দটি কম অর্থ বুঝানো সিফাত দ্বারা মাওসুফ হয়েছে [مَعۡدُودَةٖ] অর্থাৎ নগন্য মূল্যে; যা বিক্রিত জিনিসের প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি তার থেকে দ্রুত মুক্তি হতে চাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং মূল্য তাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় ছিল না। বরং তার থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রধান বিষয় ছিল। বিক্রয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল: [**তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।**] অর্থাৎ তারা তার ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল, তার থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল এবং তার নায্য মূল্যের ব্যাপারে তারা উদাসীন ছিল। বর্ণনাপ্রসঙ্গ এসেছে যে তারা তার ব্যাপারে অনাগ্রহীদের

(১) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৯/১০৩)।

(২) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর (৪/১৫০)।

দলভুক্ত ছিল। [**তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।**] এখান থেকে তার ব্যাপারে তার ভাইদের অনাগ্রহের মাত্রা বুঝা যায়। আর কুরআনের বর্ণনাপ্রসঙ্গ [أنهم كانوا فيه من الزاهدين] এভাবে আসেনি বরং [وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ] এভাবে এসেছে। যার অর্থ হল, তারা এমন অনাগ্রহীদের অন্তর্গত ছিল যারা তাকে বিক্রয় করে সম্পদ উপার্জন করতে চায় না। বরং তারা আপদ বিদায় করতে চায়।

হতে পারে এই দরকষাকষি এবং বিক্রয় প্রক্রিয়া ইউসুফ আঃ এর সম্মুখেই ঘটেছিল, ফলে তার মাঝে এর প্রভাব পড়েছিল। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তার অন্তরে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করেন। এ সকল শিক্ষার মধ্য দিয়ে ইউসুফ আঃ অতিক্রম করবেন; যাতে এর মাধ্যমে তার জীবনে ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে ক্ষেত্রে উত্তোরণের সহায়ক উপকরণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো ইউসুফ আঃ এর সাথে এ সকল ঘটনাবলী না ঘটাতে সক্ষম কিন্তু এটি যেন তার ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয় এবং সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে যে সঙ্কটমুহূর্তের সম্মুখীন হবে; তার প্রাক-প্রস্তুতি হয়। এতে নবী সাঃ এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ আঃ, তার পিতা ইয়াকুব আঃ, দাদা ইসহাক আঃ এবং পরদাদা ইবরাহীম আঃ নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আল্লাহর ওলীগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সকল বালা-মসিবত থেকে উদ্ধার করেন। এতে সকল মুমিনদের প্রতি উপদেশ রয়েছে এবং এতে আরো অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর মিশর গমন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন [**আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। আর এভাবেই আমি ইউসুফকে**

সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; এবং যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।] যাত্রীদল যখন ইউসুফ আঃ কে নিয়ে মিশরে আগমন করল তখন তাদের থেকে মিশরের আযীয তাকে ক্রয় করে নিলেন। তিনি ছিলেন তার পছন্দের; তাই তার ব্যাপারে তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে বললেন [**আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর।**] অর্থাৎ তার বাসস্থান ও মর্যাদাকে সম্মানজনক কর। আর এটি দু'টি লক্ষ্যের একটি। [**সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।**] সুতরাং প্রথম লক্ষ্য হল [**সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে**] অর্থাৎ, তার মাধ্যমে আমরা সেবা গ্রহণ করতে পারব এবং আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সে খাদেমের ভূমিকা পালন করবে। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য হল: [**বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।**] অথবা তার মাঝে আমরা কমনীয়তা দেখতে পাব ফলে তাকে আমরা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নিব। সুতরাং সে পিতৃস্নেহ পাওয়ার দিক থেকে সন্তানের মর্যাদায় অভিসিক্ত হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে তারা নিঃসন্তান ছিলেন। এ দু'টি এমন অপশন যার মাধ্যমে তার লালন-পালনের দায়িত্বটি অর্জিত হয়। এখান থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ইউসুফ আঃ কে দেখাশোনার আঞ্জামের বিষয়টি স্পষ্ট হয়; কেননা তিনি তাকে দেখাশোনার জন্য এমন কাউকে নিয়োজিত করলেন যারা তাকে মাতাপিতার মত দেখাশোনা করবে।

এ ঘটনা অবহিত করছে যে, মিশরের আযীয ইউসুফ আঃ এর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন এবং তার মাঝে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। যা ইউসুফ আঃ এর ব্যাপারে আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর ও তাঁর হেকমত প্রকাশ করে। ফলে মিশরের আযীয তার স্ত্রীকে ইউসুফ আঃ এর ব্যাপারে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন এবং তার ব্যাপারে সন্তানের মর্যাদার আশা জাগালেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার প্রতি হৃদয়গুলোকে স্নেহশীল

করে দেন। ফলে ইউসুফ আঃ তার অনাগ্রহী ভাইদের হাত থেকে পরিবর্তিত হলেন এমন ব্যক্তির হাতে যে তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করে আনন্দিত হয়েছিল। অতঃপর তার নিকট থেকে এমন ব্যক্তির নিকট যে তার যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আর এটি জানা বিষয় যে, মিশরের আযীয ইউসুফ আঃ এর সম্মানজনক বাসস্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন দু'টি কারণে; যার প্রথমটি হল প্রত্যাশা [عَسَىٰٓ] এটি পছন্দনীয় বিষয়ে প্রত্যাশা করার অর্থ দেয়। আর দ্বিতীয় কারণটি হল: সুখময় দুটি দু'টি লক্ষ্য অর্জনে তার স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করা; হয় তার দ্বারা খেদমত গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া অথবা সে উপযুক্ত হলে তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। আর উভয় অবস্থাতেই তার সম্মানজনক দেখাশোনার প্রয়োজন এবং সকল দিক থেকে স্নেহশীল তরবিয়তের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন: [**আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।**] অর্থাৎ, অনুরূপভাবে আমি তাকে তার ভাইদের থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছি, তাকে কূপের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে উদ্ধার করেছি, মিশরের আযীযের অন্তরকে তার প্রতি স্নেহশীল করেছি এবং তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছি যা তাকে মিশরের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অতঃপর আমি তাকে মিশরের খাজানার দায়িত্বশীল নির্ধারণ করেছি। আরবি [مَكَّنَّا] শব্দটি বুঝায় যে, আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে মিশরে ভূমিতে বাদশার ন্যায় ক্ষমতা চর্চার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এতে তার কোন প্রদিদ্বন্দি ছিল না এবং তার নির্দেশ ও কথা বাস্তবায়িত হত। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন [مَكَّنَّا] শব্দ ব্যবহার করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন যা স্বাধীনভাবে সম্পাদন ও কাজ করা বুঝায়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে ক্ষমতা প্রদান করেন তাকে পরাজিত করার কেউ নেই। ইউসুফ আঃ এর ঘটনাবলী অবগত

করছে যে, ক্ষমতা প্রদানের কিছু মূলনীতি রয়েছে; যা তার পটভূমি হিসেবে বিবেচিত। ইউসুফ আঃ ও তার পিতার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে, ভাইয়েরা তার সাথে ষড়যন্ত্র করেছে, তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছে, পণ্য এবং দাসের ন্যায় তাকে বিক্রয় করা হয়েছে। এগুলো থেকে ইউসুফ আঃ অনেক বড় ও মহান শিক্ষা নিয়েছেন; তন্মধ্যে: যুলুমের তিক্ততা, হিংসার শক্তির প্রভাব, তা থেকে উৎপন্ন যুলুম, সবরের গুরুত্ব, আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, আল্লাহর শক্তি ও প্রজ্ঞা; যার সমকক্ষ কোন সৃষ্টিজীব হতে পারে না যদিও তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব এবং প্রজ্ঞার সাথে কাজ আঞ্জাম দেয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি। আল্লাহ যাকে কোন কিছু দান করেন তার থেকে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না এবং তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণরূপে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবেন স্বীয় ক্ষমতাবলে।

ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন [**যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই।**] অর্থাৎ, আমি তাকে জ্ঞান, হেকমত এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা সহ অন্যান্য উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। উপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হল রাস্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সক্ষমতা।

ব্যাখ্যা দলীলের আলোকে ব্যাখ্যাকৃত বিষয়কে তার মূল অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর দাবী রাখে। ফলে একজন ব্যাখ্যাকার ঘটনাবলী ও সংবাদের বিষয়কে ব্যাখ্যার সময় তার কারণসমূহের দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর তাওফীকে সে সুক্ষ্মভাবে বিষয়ের পূর্ণ কারণ ও দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করায়। কাজেই সে এর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের সুক্ষ্ম অবস্থা ও প্রকৃত মর্ম উদ্ধারে সন্দেহাতীতভাবে পৌঁছতে পারে। আর এর প্রকাশ ঘটেছে ইউসুফ আঃ কর্তৃক মিশরের বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে -যা তার জীবনীতে বর্ণিত হয়েছে। এটি হল তাকে যমীনে ক্ষমতায়নের পর দ্বিতীয় সম্মান ও উপহার।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা অবহিত করছেন যে, তাঁর নির্দেশ অবধারিতভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং তাকে পরাজিতকারী কেউ নেই [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অপ্রতিহত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে তিনি অপ্রতিহত। এখান থেকে প্রতীমাণ হয় যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার জন্য কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বিপরীত শক্তি যতই বড় হোক, অপকৌশল যতই বিস্তৃত এবং আল্লাহ ইচ্ছা নির্মূলের উপকরণকে যতই ধারণকারী হোক; তা কোন কিছুই করতে পারে না। প্রতিটি ঘটনার বাহ্যিক দিক যতই নির্মূল, প্রতিবন্ধক ও মন্দ হোক না কেন, তা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে টিকতে পারে না। কেননা আল্লাহর কল্যাণকর ইচ্ছার সামনে সে সকল প্রতিবন্ধকতাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বীজ রোপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি; বিশেষকরে প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার সময়। অনুরূপভাবে এটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার ক্ষেত্রে অন্তরকে তরবিয়ত দানের একটি মূলনীতি। কাজেই কোন বান্দা যদি কিছু করতে উদ্যত হয় তাহলে সে যেন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এবং সকল বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে; এ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর এ বাণীকে স্মরণ রাখে [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] যদি তাকে কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ যদি তার বিপরীত চান তাহলে তার বাঁধার কোন প্রভাব পড়বে না এবং সাথে নিজেকে বলবে [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] সে যদি কোন কাজে কঠিনতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে নিজেকে বলবে [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] যদি সে কোন হিংসুকের সম্মুখীন হয় তাহলে সে নিজ অন্তরে বলবে [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] যদি সকল উপকরণ তার নিকট উপস্থিত দেখে তাহলে সে যেন

উপকরণ দ্বারা প্রতারিত না হয়; বরং সে নিজেকে বলবে [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত।**] প্রতিটি কাজে ও বিষয়ে এ নীতির উপর হৃদয়কে প্রশিক্ষিত করে তোলার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই হাকীকত [**আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত**] অনুধাবনে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে অজ্ঞ [**কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।**] অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; এ বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ। যদি মানুষেরা বিষয়টি জানত তাহলে তাদের জ্ঞান তদানুযায়ী পথ চলার প্রয়োজন অনুভব করত; যেমন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, অন্যদের কল্যাণ করা, মন্দ থেকে দূরে থাকা, অন্যদের হিংসা না করা এবং আল্লাহ পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা। এটি সাধারণ অর্থে। আর আয়াতটি ইউসুফ আঃ এর প্রেক্ষিত বিবেচনায় অর্থ হবে: অধিকাংশ মানুষ ইউসুফ আঃ এর ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল; তার ভাইদের থেকে শুরু করে তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা এবং সর্বোপরি মিশরীয়দের মাঝে বিক্রয় করে দেয়ার ক্ষেত্রে। তারা কেউই জানত না ইউসুফ আঃ যে ক্ষমতা, মর্যাদা, নবুওয়াত ও জ্ঞান লাভ করবেন; সে বিষয়ে। যদি তারা এ বিষয়ে জানত তাহলে প্রত্যেকে তাকে হেফাযত করা ও যত্ন নেয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত এবং তার ভাইদের থেকে ঐ ধরণের আচরণ পরিলক্ষিত হত না। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ভাইদের উপর বিজয়ী করেছেন, তার বাবার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়েছেন এবং তাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন-যার বর্ণনা সামনে আসবে। আয়াতাংশ থেকে উভয় ব্যাখ্যা প্রাপ্তি কুরআনের ভাষাগত অলংকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার বর্ণনাগত বিস্ময়কর বৈশিষ্টের নির্দেশ করে। আর কুরআনের উপকারী অর্থের প্রাচুর্যতা অসীমিত।

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٢ وَرَٰوَدَتۡهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا عَن نَّفۡسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٣ وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦۖ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٢٤ وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ وَقَدَّتۡ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٖ وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢٥ قَالَ هِيَ رَٰوَدَتۡنِي عَن نَّفۡسِيۚ وَشَهِدَ شَاهِدٞ مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٢٦ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ فَكَذَبَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٢٧ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ ٢٨ يُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَاۚ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنۢبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَٰطِـِٔينَ﴾

অর্থ: **[আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি ইহসানকারীদের পুরস্কৃত করি।* আর তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, আর বলল, আস। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না।* আর সে মহিলা তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন। এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমি তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। তিনি তো ছিলেন আমার মুখলিস বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।* আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেলল, আর তারা দু'জন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?* ইউসুফ বললেন, সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে। আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের**

অন্তর্ভুক্ত।* আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।* অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়েছে তখন সে বলল, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।* হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।] আয়াত নং: ২২-২৯।

ইউসুফ আঃ এর পূর্ণ যৌবনে উপনীত হওয়ার কাল, তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত এবং তার পরিক্ষার অবস্থার সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: **[আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি ইহসানকারীদের পুরস্কৃত করি।]** অর্থাৎ, ইউসুফ আঃ যখন যৌবনে উপনীতে হলেন আল্লাহ তায়ালা তাকে হেকমত ও জ্ঞান সম্বলিত নবুওয়াতের নেয়ামত দান করলেন। আরবি (الأشد) শব্দের অর্থ হল: মানুষে যে বয়সে শারিরীক শক্তি ও বিবেকের পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়। ফিরোজ আবাদী রহঃ বলেন: অর্থাৎ শক্তির বয়সে। আর তা হল: আঠার থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত।[১] ইবনে মানযুর রহঃ বলেন: (الأشد) একবচন হল (شدة) অর্থাৎ, শক্তি ও অবিচলতা। আর 'শাদীদ' অর্থ: শক্তিশালী পুরুষ। যাজ্জাজ রহঃ বলেন: এটির সময়কাল হল সতেরো থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত। তিনি অন্যত্র বলেন: এটি হল ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত।[২] সুয়ূতী রহঃ সূরা আহকাফে বলেন: **[অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়।]** সূরা আল-আহকাফ: ১৫। (أشده) আর সেটি হল শক্তি, বিবেক ও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা। যার সর্বনিম্ন সীমারেখা হল তেত্রিশ বা ত্রিশ বছর। **[এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়।]** অর্থাৎ, শক্তির পূর্ণতা। আর চল্লিশ বছর

(১) ফিরোজাবাদী, আল-কামুস আল-মুহীত (১/৩০৫)।

(২) লিসানুল আরব (৩/২৩৫)।

হল (الأشد) সর্বোচ্চ সীমারেখা।[1] এটি বুঝায় যে, সাধারণত মানুষের বুদ্ধির পূর্ণতা পায় এই পর্যায়ের বয়সে এসে। ইউসুফ আঃ পূর্ণ যৌবনের স্তরে উপনীত হলে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন; এ থেকে বুঝা যায়, প্রতিটি জিনিসের প্রস্তুতির পর্যায় রয়েছে যে জন্য তাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে তা অনুপাতে। আর আল্লাহ তায়ালার হেকমতের দাবী হল, তিনি বান্দাকে প্রস্তুত করেন যা তাকে প্রতিশ্রুত বিষয় ধারণে সক্ষম করে তোলে। এখান থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, মানুষ যা চায় তা অর্জনের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলবে অথবা জীবনে তা পালন করবে কাজের ধরণ অনুপাতে। যেমন: কোন পেশা বা কোন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন বা ব্যবসা বা পরিবার গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কেননা আল্লাহর রীতির দাবী হল প্রস্তুত করা এবং প্রস্তুত হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে ইউসুফ আঃ কে দান করলেন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। **[আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম।]** আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ দু'টি শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করেছেন; তন্মধ্যে প্রথমটি হল: [**হেকমত**]। মুজাহিদ রহঃ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফিকহ ও বুদ্ধি-বিবেক। ইবনুস সায়েব রহঃ বলেন: নবুওয়াত। যাজ্জাজ রহঃ বলেন: তাকে প্রজ্ঞাবান করা হয়েছে। ছা'লাবী রহঃ বলেন: কথাবার্তায় সঠিকতা। ভাষাবিদগণ বলেন: আরবদের নিকট 'আলহুকমু' হল, যা ব্যক্তিকে অজ্ঞতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে এবং তা থেকে বাঁধা দেয়। আর দ্বিতীয় উপহারটি হল [ইলম বা **জ্ঞান**]। কারো মতে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হল: ফিকহ। কারো মতে: স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান। এ সবগুলো অর্থই একে অপরের সমার্থক; ফলে আল্লাহ তায়ালা যে [**হেকমত ও জ্ঞান**] তাকে প্রদান করেছেন তার অর্থ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ইউসুফ আঃ কে প্রদত্ত সকল নেয়ামতকে ধারণ করে।

---

(১) তাফসীরুল জালালাইন (৫০৪)।

অতঃপর মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট করেছেন যে, সকল ইহসানকারী আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া লাভ করবে। [**আর এভাবেই আমি ইহসানকারীদের পুরস্কৃত করি।**] যেমনিভাবে আমি ইউসুফকে হেকমত ও জ্ঞান দান করেছি, তাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি, নাজাত দিয়েছি এবং বিপদাপদ থেকে হেফাযত করেছি একমাত্র আমার আনুগত্য করা ও বিপদাপদে সবর এখতিয়ার করার কারণে; তদ্রুপভাবে আমি প্রতিদান দেই, প্রতিফল দেই এবং সওয়াব দেই সেই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি আনুগত্যে ও নির্দেশ পালনে উত্তমতার পরিচয় দেয় এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে। ইমাম ত্বারী রহঃ বলেন: আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য যদিও সকল ইহসানকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে তবুও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাঃ...অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি অনুরূপ আচরণ করব, আপনার সেই মুশরিক সম্প্রদায়ের কবল থেকে আপনাকে নাজাত দিব যারা আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আপনাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করব এবং আপনাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করব। কেননা এটিই হল আমার আদেশ, নিষেধ মান্যকারীদের প্রতি আমার প্রতিদান।[১] তিনি কুরআনের বক্তব্যকে সাধারণ অর্থের উপর রেখেছেন; যা হল মূল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ইহসানকারীকে স্বীয় অনুগ্রহ ও অঢেল দানের মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি আয়াতের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেছেন আর তা হল তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রতিদান দিবেন যেহেতু তিনি মুহসীনদের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মাদ সাঃ মূর্তিপূজা পরিহার করে হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

অতঃপর কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ মিশরের আযীযের প্রাসাদে ইউসুফ আঃ এর অবস্থা বর্ণনার দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। [**আর তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, আর বলল, আস। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি,**

(১) জামেউল বায়ান (১৩/৬৯)।

নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না।] আযীযের স্ত্রী -যার ঘরে ইউসুফ আঃ ছিলেন; সে ইউসুফ আঃ কে তার সাথে অশ্লীল কাজ করার আহ্বান জানাল [**আর তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল**] আরবি (وَرَاوَدَتْهُ) শব্দটি বাবে মুফাআলাহ থেকে; যা কোন কিছু বারংবার করার অর্থ দেয়। আযীযের স্ত্রী তাকে বারবার কুপ্ররোচনা দিতে লাগল। অনুরূপভাবে [**তার কাছ থেকে**] শব্দদ্বয়টি সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করে যে, আবেদনটি আযীযের স্ত্রীর নিকট থেকে এসেছিল। আর আবেদনটি করা হয় ইউসুফ আঃ এর নিকট যেন তিনি তার আবেদনে সাড়া দেন। অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি একটি সুক্ষ্ম বাক্য যা বর্ণনার চূড়ান্তসীমা স্পর্শ করেছে এবং এটি অবস্থাকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। তবে অত্যন্ত শালীনতা ও উন্নত চরিত্রের সাথে ঘটনার বর্ণনাটি এসেছে যাতে নারী-পুরুষের নিকট ঘটনা পাঠ করা হলে তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য উদ্দীপ্ত না হয়। এটি মুমিন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় যে, শব্দ চয়ন ও বাক্য নির্মাণে তার কথাবার্তা যেন শালীনতায় পূর্ণ থাকে। কুরআনুল কারীমের ভাষাশৈলী, চরিত্র বর্ণনা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত; যে একজন ব্যক্তির বর্ণনা ও বক্তব্যের পদ্ধতি কেমন হবে?

আর [**তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন**] বাক্যটি তার ও ইউসুফ আঃ এর মাঝের সর্ম্পককে স্পষ্ট করেছে যে, তিনি তার তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের অধীন থাকা সত্ত্বেও তার কুমতলব পূরণ করা থেকে বিরত ছিলেন। বরং সেই মহিলা [**দরজাগুলো বন্ধ করে দিল**] এতে বর্ণনা রয়েছে অন্যেরা জেনে যাওয়ার ব্যাপারে তার কঠিন সতর্কতার বিষয়ের। ফলে সে তাদের উভয়ের অবস্থানস্থল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যতগুলো দরজা ছিল সবগুলো বন্ধ করে দেয়। অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সেখানে অনেকগুলো দরজা ছিল। আর আরবি [وَغَلَّقَتِ] শব্দটি মজবুতভাবে দরজা বন্ধ করা বুঝায়। কুরআনুল কারীমে বর্ণনার চিত্রায়নে এটি সুক্ষ্ম ও অলংকারিক দিক এবং মহিলার তীব্র আকাঙ্খা,

কঠিন সতর্কতা ও ইউসুফ আঃ কে বের হতে বাঁধা প্রদানের ক্ষেত্রে এটি দলীল। অনুরূপভাবে আয়াতাংশটি উক্ত নারীর অভিলাষ পূরণের প্রতি তীব্র লোলুপতার দলীল, যেন ইউসুফ আঃ তার উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে সম্মতি দেন।

অতঃপর, সকল বিষয়ে সে নিশ্চিত হওয়ার পরে **[বলল, আস।]** অর্থাৎ, আমি যে বিষয়ে তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি তা পূরণ করতে তুমি এগিয়ে আস। তার সকল কর্মের সামনে ইউসুফ আঃ নিজের বিরত থাকার তিনটি কারণ বর্ণনা করে প্রতিউত্তর দিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হল: **[তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।]** অর্থাৎ, আমি এরূপ অশ্লীলকর্ম করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে ব্যাপারে তুমি আমার সাথে পীড়াপীড়ি করছ। আল্লাহ তায়ালাই আমাকে তা থেকে রক্ষা করবেন। আর দ্বিতীয়টি হল: **[নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।]** অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমার রব, মালিক এবং অভিভাবক; যিনি **[আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।]** আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং সম্পদশালী পরিবারের মাঝে আমার উত্তমভাবে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন কূপ থেকে উদ্ধার করার পরে। আবার **[আমার মনিব]** দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে মিশরের আযীয; যিনি আমার লালন-পালন ও দেখভালের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন এবং আমাকে বিশ্বাস করেছেন ফলে আমি তার খেয়ানত করতে চাই না ও আমার থেকে তার বিপরীত কিছু ঘটবে না। ইবনে তায়মিয়াহ রহঃ এ অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন: আয়াতে বর্ণিত [رَبِّي] দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার মনিব। আর তিনি হলেন উক্ত মহিলার স্বামী যে ইউসুফ আঃ কে মিশর থেকে ক্রয় করেছিল।[১] আয়াতটির উভয় অর্থ কুরআনুল কারীমের মর্মের গভীরতার প্রতি নির্দেশ করে এবং

(১) ইবনে তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া (১৫/১১১)।

অর্থের নানা আঙ্গিক ও এমন প্রশস্ততা তৈরি করে যা পুনরুক্তি ছাড়াই উদ্দেশ্য ও অর্থকে পূর্ণরূপে ধারণ করে। ফলে অলংকারিক বিস্ময়তা প্রকাশ পায় তার শ্রেষ্ঠ বর্ণনাশৈলীর মাঝে। আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা থেকে উভয় অর্থটি উদ্দেশ্য হওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

তৃতীয়টি হল: [**নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না।**] সে আমাকে সম্মান দেয়া ও আমাকে স্নেহ করার পর যদি আমি তার স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে খেয়ানত করি তাহলে আমি তার প্রতি যুলুমকারী হিসেবে গণ্য হব। আর যালিম কখনো সফলকাম হয় না এবং কল্যাণ লাভ করে না। আবার আয়াতাংশটি ইউসুফ আঃ ও জুলাইখার জন্য উপদেশ স্বরূপও হতে পারে এ অর্থে যে, তুমি যা কামনা করছ তা এক প্রকার যুলুমের অন্তর্গত। আর যালিম ব্যক্তিকে আল্লাহ তাওফীক দেন না এবং তার কল্যাণ করেন না। কারণ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে [**নিশ্চয়**] যুক্ত করে; যাতে যালিম ব্যক্তির সফলতা অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত বুঝায়। কুরআনুল কারীমের বর্ণনা ইউসুফ আঃ এর সচ্চরিত্রের বিষয়টি সাব্যস্ত করেছে যদিও তিনি যুবক ছিলেন, উক্ত মহিলার অধীনে ছিলেন, সে নিরাপদ ও নির্জন স্থান প্রস্তুত করেছিল এবং আহ্বান জানাচ্ছিল ও তিনি আহ্বানের লক্ষ্য ছিলেন। ইউসুফ আঃ তখন ছিলেন পূর্ণ যৌবনে এবং জুলাইখা ছিল ক্ষমতার অধিকারিনী আর তিনি ছিলেন নির্দেশিত ব্যক্তি; এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত থাকেন। যেন তিনি অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন যে ইউসুফ আঃ এর অবস্থা এমন থাকার পরেও তিনি বিরত ছিলেন, আর যে এরূপ মন্দ কর্ম কামনা করে এবং তা অর্জনে প্রচেষ্টা করে; তার বিষয়টি কেমন?

পার্থিব জগতের প্রলুব্ধকর জিনিসের সামনে অন্তরকে সংবরণ করার ক্ষেত্রে এবং কুপ্রবৃত্তি দমনে কুরআনের এ আয়াতটি একটি মূলনীতি প্রদান করে। তাই একজন মুমিন ব্যক্তি কুবৃত্তি ও প্রলুব্ধকর জিনিসের সম্মুখীন হলে তার

উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করা। আর তার কর্তব্য হল সে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। ফলে সে নিজেকে বলে [**'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না।**] এটি এমন একটি মূলনীতি যা নানা রকম ও শ্রেণির প্রলুব্ধকর জিনিসের মোকাবেলায় অন্তরের মাঝে শক্তি সৃষ্টি করে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আযীযের স্ত্রীর যে মনোবাঞ্ছা এবং ইউসুফ আঃ এর যে অনড় অসম্মতি ছিল ও তার যে পবিত্রতা অর্জিত হয়েছিল; সে সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। সর্বপ্রথম তিনি আযীযের স্ত্রীর বদ্ধপরিকর মনোভাবের বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন: [**আর সে মহিলা তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল**] আয়াতাংশটির মূল বক্তব্য শুরু করেছেন নিশ্চয়তা মূলক শব্দ [وَلَقَدْ] ব্যবহার করে। এটি সংকল্পের দৃঢ়তা এবং ইউসুফ আঃ এর প্রতি তার আসক্তিমূলক শক্তিশালী মনোবাঞ্ছা বুঝায়, [**সে মহিলা আসক্ত হয়েছিল।**] আরবি (الهم) অর্থ হল, নিজের উদ্দিষ্ট কর্মের প্রতি অটল থাকা। ইবনে জারীর ও ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: আরবদের নিকট (الهم بالشيء) এর অর্থ হল, অঘটিত বিষয় সম্পাদনের জন্য নিজের অন্তরে ভাবানা-চিন্তা করা।(১) এটি আযীযের স্ত্রীর অন্তরের জিদ তার উপর প্রবলভাবে বিরাজিত ছিল বুঝায়। ফলে তার মনোবাঞ্ছা সংকল্প ও জিদের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল; যা অপকর্ম সম্পাদনের জন্য ইউসুফ আঃ কে ফুসলানো থেকে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে এই পরিক্ষার বিপরীতে ইউসুফ আঃ এর অবস্থা ছিল এই যে [**তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন।**] ইউসুফ আঃ তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন তার ফুসলানো সত্ত্বেও এবং তার ইচ্ছা অন্তরের মাঝে জাগরিত চিন্তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এর প্রমাণ

(১) জামেউল বায়ান (১৩/৮১) ও যাদুল মাসীর (৪/১৫৬)।

হল, পালানোর জন্য ইউসুফ আঃ এর দরজার দিকে ধাবমান হওয়া। অনুরূপভাবে আরো প্রমাণ হল তার উক্তি [**আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি**] যেহেতু আযীযের স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রতি শক্তিশালী প্রলোভন ছিল সেহেতু তার অন্তরে অভিব্যক্তির সৃষ্টি হল; কিন্তু তিনি স্বীয় রবের নিদর্শন দেখতে পেলেন; ফলে তিনি আসক্ত হলেন না। [**তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন।**] অর্থাৎ, যিনা হারাম হওয়ার দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শন দেখতে পেলেন; যা তার ইচ্ছাকে কর্মে রূপান্তরিত করা হতে বাঁধা দিয়েছিল। কাজেই অন্তরের চিন্তা কর্মে রূপান্তর করা থেকে স্থগিত হল আল্লাহর শক্তিশালী ঈমানী নিদর্শনের কারণে। কেননা শক্তিশালী ঈমান আনুগত্যের নিদর্শন। যেমনটি রাসূল সাঃ এর হাদিসে এসেছে: (কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।)[১] হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, শক্তিশালী ঈমান হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। কেননা এটি হারাম কাজের কল্পনার সময় মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহকে ভয় করা, উক্ত কাজের শেষ পরিণাম এবং জান্নাত-জাহান্নামের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় হয় ঈমান তার মনোবাঞ্ছার উপর বিজয়ী হয় অথবা দুর্বল ঈমানের কারণে তার মনোবাঞ্ছা বিজয়ী হয়; ফলে সে উদ্দিষ্ট পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন তার থেকে ঈমান উঠে যায়। এ হাদিসে প্রমাণ রয়েছে ঈমানের মর্যাদা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার বিষয়ে।

কাযী আবু ইয়ালা রহঃ দলীল পেশ করেছেন যে, ইউসুফ আঃ এর মনষ্কামনা দৃঢ় সংকল্পের দিক থেকে ছিল না বরং প্রবৃত্তিগত দিক থেকে ছিল। তিনি দলীল দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে: [**আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনি আমার মনিব।**] ও [**এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমি তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই।**] এগুলো তার হৃদয় পাপের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প থেকে মুক্ত থাকার সংবাদ দিচ্ছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়

(১) সহীহ বুখারী (২/২০১, হা: ২৪৭৫)।

যে, তার মনোবাঞ্ছা ছিল শুধুমাত্র মনের মাঝে উদয় হওয়া চিন্তা; যা দৃঢ় সংকল্পে পর্যবসিত হয় নি। দৃঢ় সংকল্প মূলক মনোবাঞ্ছা ও ইউসুফ আঃ এর মনে মনে ভাবামূলক মনোবাঞ্ছার মাঝে পার্থক্য রয়েছে; আর এটিকে নিশ্চিত করেছে তার বিরত থাকা এবং দরজার দিকে ভেগে যাওয়া এবং তার উক্তি [**আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি**] এর ন্যায় ঘটনা বর্ণনার সহযোগী প্রমাণাদি।

[**তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন।**] আয়াতাংশটির দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এ ব্যাখ্যার ভিত্তি হল আয়াতের [**যদি না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন।**] এ অংশকে পূর্বে নিয়ে আসা [**তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন**] অংশের। তখন অর্থ হবে, যদি তিনি তার রবের নিদর্শন না দেখতেন তাহলে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন। সুতরাং তার প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে তাকে বাধা দিয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালা নিদর্শন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, তিনি স্বীয় রবের নিদর্শন দেখার কারণে তার প্রতি আসক্ত হননি। আর এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরবদের থেকে বর্ণিত কিছু কবিতার উপর কিয়াস করা হয়েছে। ইবনুল জাওযী রহঃ কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করে বলেন: বিশুদ্ধ ভাষায় অবতীর্ণ কুরআনের সাথে এসব কবিতার নিয়ম প্রযোজ্য নয়; কেননা একটি শব্দ বা বাক্যকে অপরটির পূর্বে উল্লেখ করা কবিদের জরুরী বিষয়ের অন্তর্গত।[১] অর্থাৎ [لَوْلَا] এর ক্ষেত্রে পূর্বাপর করা কবিদের জরুরী বিষয়ের অন্তর্গত; যাতে কবিতার পংক্তির কাঠামো ঠিক থাকে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব হল সবদিক দিয়ে মোজেযা স্বরূপ; তন্মধ্যে বিশুদ্ধতা অন্যতম। তাই প্রথম মতটি সঠিক। আর দ্বিতীয় মতটি হল বুঝের তারতম্যের কারণে অর্জিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। আর তৃতীয় ফায়দা হল: মতামত বিশ্লেষণের উপকারিতা এবং মতামতের মাঝের ফাঁকফোকর বর্ণনা করা সম্পর্কিত জ্ঞান।

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৫৭)।

ইউসুফ আঃ এর অবস্থার সুক্ষ্ম দিকের অন্তর্ভুক্ত হল আযীযের স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফুসলানো এবং তার অন্তরে চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক সত্ত্বেও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা তার শক্তিশালী ঈমানের পরিচায়ক। তিনি তার অন্তরকে বশ করেছেন এবং প্রতিহত করেছেন মস্তিষ্ক যে চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন ছিল তা থেকে। আর এটিই হল খাঁটি ঈমান। এটিকে নিশ্চিত করে তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রশংসা এবং স্তুতি; বিপরীতে আযীযের স্ত্রীর প্রতি যদি আসক্তি না থাকত তবুও বিরত থাকাটি স্বাভাবিক। আর এর কারণ হল, প্রয়োজনের অনুপস্থিতি। এ ব্যাখ্যা শক্তিশালী করে ও অগ্রাধিকার দেয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল তার প্রতি আসক্তি প্রমাণ করা। কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পেলেন তখন বিরত থাকলেন; আল্লাহর পক্ষ থেকে সে নিদর্শনটি যাই হোক না কেন! ঘটনাটিতে মানব প্রকৃতি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও পাপে লিপ্ত না হওয়া শক্তিশালী ঈমানের পরিচায়ক।

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর উপর আরো নিজ অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বলেন: [**এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমি তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। তিনি তো ছিলেন আমার মুখলিস বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।**] যেমনিভাবে আমি ইউসুফকে আমার নিদর্শন দেখিয়েছি যা তাকে তার প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল অনুরূপভাবে আমি তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তার থেকে মন্দকাজে লিপ্ত হওয়া -যা সাধারণভাবে ঘৃণিত- এবং যা মানুষকে কলুষিত করে তা দূর করেছেন; আর এর অন্তর্ভুক্ত হল: আযীযের সাথে খেয়ানত করা তার স্ত্রীর মাধ্যমে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর থেকে চূড়ান্ত ঘৃণিত বিষয় অশ্লীলতা দূর করেছেন; তন্মধ্যে হল যিনা। অত্র আয়াতে উমুম (ব্যাপকতা) ও খুসুস (সুনির্দিষ্টতা) রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ব্যাপকভাবে ইউসুফ আঃ এর নিকট থেকে সাধারণ নিকৃষ্ট বিষয়কে দূর করেছেন; তা কম বা বেশি হোক। আর সুনির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত নিকৃষ্টতাকে দূর করেছেন; কেননা

তার প্রলোভন অনেক বড়। আর এ দু'টি এমন বৈশিষ্ট্য যে সম্পর্কে শয়তান আল্লাহর বান্দাদেরকে আদেশ করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থ: [সে তো শুধু তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না।] সূরা আল-বাকারা: ১৬৯।

অত্র আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তায়ালা যার অভিভাবক হয়ে যান তাকে মন্দ ও অশ্লীলতায় জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করেন যে সকল উপায়ে যা তিনি বান্দার জন্য ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। মন্দ ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার শক্তিশালী উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইউসুফ আঃ কে তা থেকে বিরত রাখা জানাচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্যতা, তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন এবং সৎকর্মশীলদের সাহায্য ও হেফাযত করার বিষয়টি। অনুরূপভাবে অশ্লীলতা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর প্রতি তার এই আনুগত্যটি ছিল কল্যাণের প্রবেশদ্বার ও চাবিকাঠি; যার অন্যতম হল: মিশরের অর্থনৈতিক দায়িত্বভার লাভ এবং যমীনের ক্ষমতা অর্জন। যেন মুমিন ব্যক্তি ইউসুফ আঃ এর ঘটনা থেকে অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমতা ও অনুগ্রহ দানের পূর্ব কারণ হল আনুগত্য। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রশংসা করে বলেন: [**তিনি তো ছিলেন আমাদের মুখলিস বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ, ইউসুফ আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের একজন; যারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করেছিল। এটি আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্যে ইখলাসের গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষা দেয়; কেননা এটি কল্যাণের চাবিকাঠি এবং আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করণের শক্তিশালী মাধ্যম।

অত্র আয়াতে [ٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ/মন্দ ও অশ্লীল] সম্পর্কিত উপকারী তথ্য হল, এখানে আম /ব্যাপকার্থবোধক শব্দের উপর খাস /নির্দিষ্ট অর্থবোধক

শব্দকে আতফ করা হয়েছে। কেননা অশ্লীল শব্দটি খাস আর মন্দ শব্দটি আম; কারণ, মন্দ এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে অশ্লীলতা হল চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয় বিষয়; যেমন: হত্যা, মদপান, যিনা এবং যিনার অপবাদ দেয়া। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, খাসকে আমের উপর আতফ করার একটি কারণ হল, বিশদ বর্ণনা প্রদান, সতর্কীকরণ, খাস শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট থেকে এ বিষয়ে সংশয় দূর করা যে, আম শব্দটি খাস শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর আম শব্দের পরে খাস শব্দ উল্লেখের মাঝে সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও খাস শব্দের প্রতি গুরুত্বারোপ রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালার বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে ইউসুফ আঃ এর উপর আপতিত কন্টকময় সমস্যা ও মসিবত থেকে নিষ্কৃতির পদ্ধতির বিবরণের দিকে। [**আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল।**] যখন ইউসুফ আঃ স্বীয় রবের নিদর্শন দেখলেন তখন তিনি জুলাইখার থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন।

আর জুলাইখাও তার পিছে পিছে দরজার দিকে দৌড়াতে লাগল তাকে বের হওয়া থেকে বাধা প্রদানের জন্য। [**আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল।**] তারা উভয়ের দরজার দিকে দৌড়াচ্ছিল তবে তাদের দু'জনের উদ্দেশ্য একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিল। ইউসুফ আঃ তার থেকে মুক্তির জন্য দৌড়াচ্ছিলেন আর জুলাইখা দৌড়াচ্ছিল তার কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাকে বের হওয়া থেকে বাধা প্রদান করার জন্য।

দু'টি শব্দে ঘটনা ও উভয়ের আচরণের বর্ণনা অতি সুক্ষ্মতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে যা কম শব্দ, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্রের উপস্থাপন এমনকি দরজার দিকে দৌড়ানোর পরিস্থিতি বর্ণনার দিক থেকে এটি ভাষাগত মোজেযা। অর্থাৎ তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ালেও তাদের উদ্দেশ্য একে

অপরের থেকে ভিন্ন ছিল। অনুরূপ এখানে শাব্দিক রীতির পদ্ধতির মাঝেও ভাষাগত মোজেযা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেননি (واستبقا إلى الباب) বরং বলেছেন (وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ)। কেননা দৌড়ের মাঝে দূরত্বটি মূল বিষয় নয় বরং দরজাটি ছিল উভয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। একজনের উদ্দেশ্য ছিল পালায়ন করা আর অপরজনের উদ্দেশ্য ছিল পালানো থেকে বাধা দেয়া। আর আয়াতে [وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ] ফেল (কর্ম), ফায়েল (কর্তা) কে লাগোয়া এবং মাফউল বিহী (প্রত্যক্ষ কর্ম) কে পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে করে এর মধ্য দিয়ে দরজার দিকে তাদের দৌড়ের গতি পরিলক্ষিত হয়। অত্র আয়াতাংশটি দৌড়ে সর্বোচ্চ গতির বিষয়টি চিত্রিত করেছে এবং প্রথম দরজার নিকট তারা উভয়ে পৌঁছে ছিল। কেননা আয়াতে দরজা শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, তার পিছনে আরো দরজা ছিল। যেমন দরজার বহু বচন ব্যবহারের বিষয়টি গত হয়েছে এ আয়াতাংশে [এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল।] এখান থেকে বর্ণনার শব্দ চয়নে সুক্ষ্মতা ও শব্দসমষ্টির অর্থ সহ সর্বোচ্চ অলংকারিক দিক প্রতীয়মান হয়; যা চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ ঘটনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাক্যের গঠনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে।

অতঃপর তাদের উভয়ের দরজার নিকট পৌঁছার অবস্থার চিত্রায়ণে ভাষাগত সর্বোচ্চ বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটেছে [**এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেলল।**] জুলাইখা ইউসুফ আঃ কে দরজা দিয়ে বের হওয়ার পূর্বেই ধরে ফেলে এবং পিছন দিক থেকে তার জামা শক্তভাবে ধরে। এটি নির্দেশ করে জুলাইখা কর্তৃক তাকে শক্তভাবে ধরা এবং কামনা চরিতার্থে তার অনঢ় মনোভাব। [**স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেলল।**] ইউসুফ আঃ এর জামা ছিড়ে যায় জুলাইখা তা শক্তভাবে ধরে রাখার কারণে; যেন সে তার কামনা চরিতার্থ করার পূর্বে বের হতে না পারে- এই আশায়। এখান থেকে ইউসুফ আঃ এর প্রতি জুলাইখার মুগ্ধতা এবং গভীর আকর্ষণের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইউসুফ আঃ এর প্রতি জুলাইখার এই গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও

তার ঈমান এবং তার প্রতি আল্লাহর তাওফীক তাকে এ সকল উপকরণ প্রতিরোধের শক্তি যুগিয়েছে; যাতে তিনি সচ্চরিত্রতা ও পার্থিব জগতের প্রলুব্ধকর বস্তু -যার অন্যতম হল নারীর প্ররোচনা- মোকাবেলায় সকল মুসলিমদের নিকট আদর্শ হতে পারেন। যেমন রাসূল সাঃ বলেছেন: (পুরুষের জন্য নারীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফিতনা আমি রেখে গেলাম না।)[1] আয়াত থেকে দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তির কারণে পিছন থেকে তার জামা ছিড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে: পালানো ও তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে ইউসুফ আঃ এর অনঢ় অবস্থান এবং বিপরীত দিকে তাকে বের না হতে দিতে শক্তির প্রয়োগ। যা জুলাইখা কর্তৃক তার জামাকে শক্তভাবে ধরে রাখা অবশেষে তা ছিড়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝাচ্ছে।

আর দরজার নিকট চমক অপেক্ষা করছিল; যা ঘটনা থেকে ইউসুফ আঃ এর উত্তোরণের মাধ্যম ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে [**আর তারা দু'জন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল।**] জুলাইখা দরজার নিকট তার স্বামীকে দেখে চমকে গেল। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইউসুফ আঃ দরজা খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। জুলাইখা দ্রুততার সাথে নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে দোষ ইউসুফ আঃ এর উপর দিয়ে দিতে উদ্যত হল [**স্ত্রীলোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?**] জুলাইখা স্বীয় শক্তিশালী কৌশলের দ্বারা তার স্বামীকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় এই বলে [**যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে**] বরং সে 'আহল' বলে উল্লেখ করে। আর এ শব্দটি তার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে সে যিনাকে মন্দ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছে; যাতে তার লজ্জাশীলতা প্রকাশ পায়। এটি তার বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বাকপটুতাকে নির্দেশ করে। বিশেষত সে যে পরস্পর বিরোধী

(১) সহীহ বুখারী (৩/৩৬১, হা: ৫০৯৭)।

পরিস্থিতিতে ছিল। প্রথমটি হল: ইউসুফ আঃ এর প্রতি তার মুগ্ধতা ও গভীর আকর্ষণ এবং এর সাথে নিজের পক্ষ থেকে তাকে ফুসলানো। আর দ্বিতীয়টি হল: তার স্বামীর উপস্থিতির চমকতা; যা তার হৃদয়ে ভয়-ভীতি সঞ্চার করেছিল। তবে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয় এবং নিজের ভিতরের পরস্পর বিরোধী দুটি অবস্থা থেকে বের হয়ে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। আর ইউসুফ আঃ এর উপর ব্যাভিচার ও এর দুঃসাহস দেখানোর দোষ চাপিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, সে শাস্তি অথবা কারারুদ্ধেরও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। সে তার স্বামীকে এ বলতে উদ্যত হয় [**যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার কি দণ্ড হতে পারে**]। অর্থাৎ জুলাইখা নিন্দামূলক ও সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছে। তার সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্য হল, ইউসুফ আঃ তার সাথে অশ্লীল কর্ম করার ইচ্ছা করেছিল যা তাকে ও তার স্বামীকে কলঙ্কিত করবে। এটি যিনার প্রতি ইঙ্গিত ও অস্বীকারমূলক প্রশ্ন তার ব্যাপারে দণ্ডনীয় শাস্তি প্রার্থনা সম্পর্কে। অর্থাৎ ইউসুফ কী ধরণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উপযুক্ত? অতঃপর জুলাইখা সরাসরি তার কথা শুরু করেছে তার ব্যাপারে উপযুক্ত শাস্তি নিরূপণের মধ্য দিয়ে [**কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া**]। অর্থাৎ ইউসুফ আঃ এর উপযুক্ত শাস্তি হল কারারুদ্ধ করা বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া। এখানে সে ইউসুফ আঃ থেকে এবং নিজের উদ্দেশ্য থেকে দ্রুততার সাথে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে এবং ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে মহা বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অতঃপর প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করে ইউসুফ আঃ জবাব দিয়ে বললেন: [**সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে। আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] ইউসুফ আঃ স্পষ্টভাবে বলেন যে, সেই মূলত নিরলস প্রচেষ্টা ও বারবার ফুসলিয়ে অশ্লীল কর্ম করতে চেয়েছিল। এখান থেকে জানা যায় যে, জুলাইখার দাবী পূরণ

হওয়া অসম্ভব ছিল; তাই সে এ প্রেক্ষিতে ইউসুফ আঃ এর মত পরিবর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং বারবার দাবী জানাতে থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহে ও মাজলুমের সাহায্যার্থে তাদের পরিবারেরই একজন প্রমাণ সহ সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীর থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে দিল। আর এ সাক্ষী ছিল তাদের নিকটজন [**আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল**] হতে পারে জুলাইখা উক্ত সাক্ষির খালা বা ফুপি অথবা সম্পর্কে ভিন্ন কিছু। সে সাধারণভাবে তাদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত। মিশরের আযীযের সাথে তার প্রাসাদে প্রবেশের বিষয়টি স্পষ্ট। কুরআন তাকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেছে; কেননা তার ফায়সালা দলীল নির্ভর। ফলে তার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায়। তাই সাক্ষ্যটি প্রকৃত অবস্থার নির্দেশক ও বাস্তবতা উদঘাটনের দলীলে পরিণত হল [**যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ, ইউসুফ আঃ এর কাপড় যদি সামনের দিক থেকে ছেড়া থাকে তাহলে জুলাইখা সত্যবাদী; কেননা সে এরূপ অবস্থায় নিজের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে গণ্য হবে। [**আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] আর যদি ইউসুফ আঃ এর কাপড় পিছন দিকে থেকে ছেড়া থাকে তাহলে জুলাইখা মিথ্যাবাদী আর তিনি সত্যবাদী; কেননা এটি প্রমাণ করে যে সে পিছন দিক থেকে তার জামা ধরে টানছিল এবং তিনি তার থেকে পালায়ন করছিলেন। এটি একটি সুন্দর যুক্তি এবং সত্য উন্মোচনে আল্লাহর তাওফীকের অন্তর্গত।

কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির সুক্ষ্ম দিক হল উভয় অবস্থাতে ইউসুফ আঃ কে অনেকের মধ্যে একজন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে [**তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] অনুরূপভাবে [**তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ, তিনি তাদের মধ্যে একজন এবং তিনি সত্যবাদিত বা মিথ্যাবাদিতার গুণে

গুণান্বিত একক ব্যক্তি নন। পক্ষান্তরে আযীযের স্ত্রীকে পূর্ণ সত্যবাদীরূপে [**তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] ও পূর্ণ মিথ্যাবাদীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে [**তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] এর কারণ সম্ভবত এই যে, সে ছিল ইউসুফ আঃ এর বিপক্ষে বাদী। এ ক্ষেত্রে সে নিশ্চিতভাবে হয় তার দাবীতে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী। আর উভয় বর্ণনায় তাকে ইউসুফ আঃ পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হল, মিশরের আযীযের দিক থেকে তার মর্যাদা, প্রাসাদে তার অবস্থান, সাক্ষীর পক্ষ থেকে তার অবস্থান; কেননা সে তার পরিবারের অন্তর্গত অনুরূপভাবে ইউসুফ আঃ এর উপর তার অভিভাবকত্ব থাকার কারণে।

অতঃপর অনুসন্ধান ও ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে [**অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়েছে তখন সে বলল, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।**] যখন মিশরের আযীয জামা পিছন দিক থেকে ছেড়া দেখতে পেল তখন বিষয়টির উপস্থিত সিদ্ধান্ত দিয়ে [**সে বলল, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।**] অর্থাৎ, সে ইউসুফ আঃ এর নির্দোষিতার পক্ষে রায় দিল, স্ত্রীকে ভর্ৎষণা করল এবং তার এরূপ আচরণ ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করল; যা মূলত প্রকৃত অবস্থা পাল্টে দেয়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা সে ঘটনার বিপরীত চিত্র প্রকাশ করেছিল এবং ঘটনাটির দায়ভার ইউসুফ আঃ এর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি অশ্লীলতা করতে চেয়েছিলেন সে নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা এবং অপবাদ ও নিন্দা ইউসুফ আঃ উপর দিয়ে দেয়া। তাই সে প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন পোশাকে আচ্ছাদিত করতে চেয়েছিল যখন সে দরজার নিকট থেকে কথা বলা শুরু করেছিল [**স্ত্রীলোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?**] অতঃপর তার স্বামী

ফায়সালাটি প্রতিষ্ঠিতকরণে মনোনিবেশ করেছে অধিকতর কঠোর বিশেষণের মাধ্যমে [**তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।**] অর্থাৎ, হে নারীগণ! তোমাদের ছলনা বড়ই ভয়াবহ। আর সে এ ছলনাকে একটি অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে নারীজাতির সামগ্রিক ছলনার মধ্য হতে [**নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা**] অতঃপর সে তাদের ছলনাকে ভয়াবহ হিসেবে উল্লেখ করেছে [**তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।**]। এখানে তাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করা হয়েছে, কুরুচীপূর্ণ আবেদন তার পক্ষ থেকে ছিল বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ইউসুফ আঃ কে নির্দোষ ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

অতঃপর মিশরের আযীযের প্রজ্ঞার দিক এই যে, সে ইউসুফ আঃ কে ঘটনাটি গোপন রাখার জন্য বলেন [**হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর**] অর্থাৎ, তুমি গোপন রাখ এবং এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থাক। অতঃপর সে স্ত্রীর নিকট গিয়ে সে যা করেছে তার জন্য তাকে তাওবা করতে বলল [**এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ, তুমি তাওবা কর দুটি কারণে: প্রথমত: তোমার পক্ষ থেকে ইউসুফ আঃ কে ফুসলানো। আর দ্বিতীয়ত: নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়ার জন্য। এটি সমস্যা সমাধান, অধিকারীকে অধিকার দান, ইনসাফ ভিত্তিক বিচার, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, তদন্ত ব্যতীত তার স্ত্রীর কথা শোনায় তাড়াহুড়া না করার ক্ষেত্রে তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে। বরং সে তার স্ত্রীকে ভুল সাব্যস্ত করে রায় দেয় [**তুমিই তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।**] তাকে ভুলকারীদের একজন হিসেবে সাব্যস্ত করে। এতে জুলাইখাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছে এবং তাকে ভুলকারীদের একজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী [**হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর**] প্রমাণ করছে তার ঈমানের বিষয়টি এবং এরূপ আচরণ হারাম; যা তাওবা করাকে অবধারিত করে। আর তারা হল এমন সমাজের প্রতিনিধি যে সমাজ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর এ বক্তব্যকে

শক্তিশালী করে সামনে আগত নারীদের উক্তি; যার আলোচনা ইন শা আল্লাহ করা হবে।

﴿وَقَالَ نِسۡوَةٞ فِي ٱلۡمَدِينَةِ ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفۡسِهِۦۖ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ أَرۡسَلَتۡ إِلَيۡهِنَّ وَأَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـٔٗا وَءَاتَتۡ كُلَّ وَٰحِدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّۖ فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٞ كَرِيمٞ ٣١ قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ وَلَئِن لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ٣٢ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٣٣ فَٱسۡتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾

অর্থ: **[আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।* অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। আর তাদের সবাইকে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল ও নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।* সে বলল, এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তো তার থেকে অসৎকাজ কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আর আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে অবশ্যই অবশ্যই কারারুদ্ধ হবে এবং অবশ্যই সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।* ইউসুফ বললেন, হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।* সুতরাং তার রব তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।]** আয়াত নং: ৩০-৩৪।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নগরের মহিলাদের কথোপোকথনের সংবাদ দিচ্ছেন। আর তারা ইউসুফ আঃ এর সাথে আযীযের স্ত্রীর ঘটনা নিয়ে আলাপ করছিল। এটি প্রমাণ করে যে, ঘটনাটি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাসাদের বাইরে চলে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন: [**আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।**] অত্র আয়াতটি স্পষ্ট করছে যে, বিষয়টি শহরের মহিলাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। হতে পারে আযীযের স্ত্রী নিজেই তার বান্ধবীদের নিকট বলেছিল; ফলে তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আর এটি অল্প সংখ্যক মহিলাদের মাঝে ছড়িয়েছিল। কেননা [نِسۡوَةٌ] শব্দটি কম সংখ্যক বুঝায়। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: তাদের সংখ্যা ছিল চারজন। মুকাতেল রহঃ বলেন: তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচজন। আরবিতে [فتى] বলতে দাস বুঝায়।[1] আরবদের জবানে আযীয অর্থ বাদশা বুঝায়।[2]

আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে ঘটনাটি মূল অবস্থায় তাদের নিকট পৌছেছিল; অর্থাৎ ইউসুফ আঃ নির্দোষ এবং আযীযের স্ত্রী-ই তাকে ফুসলিয়েছে। আর বিষয়টি ফুসলানো বা অসৎকাজ কামনা করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। মহিলারা তাকে যুবক দাস হিসেবে নামকরণ করেছে; কেননা আরবি [فتى] অর্থ হল যুবক। আর তাকে আযীযের স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত করেছে যেহেতু তিনি তার প্রাসাদের অবস্থান করছিলেন, অর্থাৎ, তিনি তার দাস ছিলেন। [**আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে**] অর্থাৎ, আযীযের স্ত্রী নিজেই অসৎকাজ কামনা করেছে। [**প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে**] এটি হল অসৎকাজ কামনা করার কারণ। আর তা হল, আযীযের স্ত্রী ইউসুফ আঃ এর প্রেমে উন্মত্ত ছিল। এমনকি এ প্রেম তার হৃদয়ের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই মহিলারা

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৬৫)।

(২) তাবারী, জামেউল বায়ান (১৩/১১৫)।

তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে রায় দিয়ে বলেছিল [**আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।**] আযীযের স্ত্রী ইউসুফ আঃ এর থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিল কারণ ইউসুফের প্রতি প্রেম-ভালবাসা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল- শহরের মহিলাদের এরূপ কারণ বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও তারা আযীযের স্ত্রীর পক্ষে কোন ওজর পেশ করেনি। বরং তারা তার উপর সুপথের বিপরীত ভ্রষ্টতার রায় আরোপ করেছে। আর তারা নিশ্চিত করেছে যে, সুপথের বিপরীত তার ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট; যা কারো নিকট গোপন নয় এবং এটির উপর ভ্রষ্টতা আরোপ করতে কেউ দ্বিধা করবে না।

মহিলাদের কথা যখন আযীযের স্ত্রী অবগত হল সে তাদেরকে পরিক্ষা করার ফন্দি আটল; যাতে সে প্রমাণ করতে পারে তার এরূপ আচরণের পিছনে শক্তিশালী অনুঘটক ছিল, তা সহজ কোন বিষয় ছিলনা ইউসুফের সৌন্দের্যের সামনে। এটি আযীযের স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। [**অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। আর তাদের সবাইকে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল ও নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] অর্থাৎ, আযীযের স্ত্রী যখন নারীদের আলোচনার বিষয়ে অবগত হল আর তাদের কথা তাকে উস্কে দিল এমনভাবে যেন সে নিজ কানে মহিলাদের আলোচনা শুনেছে। এটির কারণ হল আযীযের স্ত্রী কর্তৃক ইউসুফকে ফুসলানোর বিষয়টি নারীদের মাঝে বেশি চর্চিত হওয়া। কেননা আযীযের স্ত্রী তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এমন সূত্রে শুনেছে যে মহিলারা এ বিষয়ে তার সম্মুখীন হতে সাহস পাচ্ছে না। এটি প্রমাণ করে যে, মহিলাদের মন্তব্য ব্যাপকভাবে চর্চিত হচ্ছিল। সুতরাং কুরআনের বর্ণনা অবস্থার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিকগুলো উপস্থাপন করেছে যা অবস্থার চিত্রায়ণে ভাষাগত মোজেযা স্বরূপ। কেমন যেন আপনি তা প্রত্যক্ষ করছেন। [**অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল**] তাদের আলোচনাকে ষড়যন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা প্রমাণ করে যে, সে

ইউসুফের নিকট থেকে অসৎকাজ কামনা করার বিষয়টি প্রতিহত করতে ইচ্ছুক। আর ষড়যন্ত্রকে শোনার সাথে সুনির্দিষ্ট করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটি মৌখিক ছিল, কাজে নয়। কেননা শব্দের বিপরীতে শোনা শব্দ আসে। আর ষড়যন্ত্র হল মহিলাদের কথা [**আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।**] আরবি [المكر] শব্দের ব্যাখ্যায় রাগেব ইস্পাহানী বলেন: অন্যকে তার উদ্দেশ্য থেকে কৌশলে নিবারণ করা।[1] কেমন যেন মহিলাদের এই কথা ও রায় আযীযের স্ত্রীকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। আর তা হল তার অসৎ কামনা-বাসনাকে নিন্দা করার মাধ্যমে। এমনকি তারা তার এরূপ কর্মকে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতারূপে আখ্যায়িত করে বলেছে [**আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।**] এটি তার অবস্থা চিত্রায়ণে সুক্ষ্ম বর্ণনার উদাহরণ। এটি এমন ভ্রষ্টতা নয় যার জন্য তার পক্ষে ওজর পেশের সুযোগ আছে; বরং সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা যার জন্য তার কোন ওজর নেই [**স্পষ্ট ভ্রষ্টতা**] বরং তার ভ্রষ্টতার ব্যাপারে মহিলারা একমত [**আমরা তো তাকে দেখছি।**] আমাদের সকলেই তাকে সন্দেহাতীতভাবে ভ্রষ্টতার মাঝে দেখছে এবং এ বিষয়ে কেউ দ্বি-মত করেনি; যাতে তার পক্ষে ওজর পেশ করে। এটি রায় প্রদানে অনেক সুক্ষ্ম একটি দিক। আর যদি এর সাথে যুক্ত করা হয় [**আমরা তো তাকে দেখছি।**] আয়াতাংশের অর্থ তাহলে বর্ণনাগত আরো বেশি মোজেযা প্রকাশ করে। কেননা এক্ষেত্রে তখন দেখার অর্থ হবে, প্রত্যক্ষকারী বাস্তবতার আলোকে নিশ্চিত হয়ে কোন বিষয়ে বা কর্মের উপর রায় প্রদান করেছে।

যখন আযীযের স্ত্রী জুলাইখা নগরের মহিলাদের তার সম্পর্কে বলা কথা সম্পর্কে অবগত হল তখন সে কিছু পদক্ষেপ নিল যাতে তারা তার পক্ষে ওজর পেশ করে। তন্মধ্যে গৃহিত প্রথম পদক্ষেপ হল সে [**তাদেরকে ডেকে পাঠাল**] অর্থাৎ, সে দূত পাঠিয়ে তার প্রাসাদে দাওয়াত গ্রহণের জন্য তাদেরকে

(১) রাগেব, আল-মুফরাদাত (পৃ: ৪৭১)।

আহ্বান জানাল। ভাষার অলংকারিক দিক হল এতে দূত প্রেরণের কারণ বর্ণনা করা হয় নাই; কেননা পরবর্তীতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হবে। আরেকটি কারণ হল, প্রয়োজনীয় কথা বলে অনর্থক কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা। সম্ভবত নগরে মহিলারা আনন্দিত হয়েছিল এ ভেবে যে, আযীযের স্ত্রী যে ইউসুফে মুগ্ধ হয়েছে তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে। ফলে তাদের ইউসুফ আঃ কে দর্শনের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল: [**তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল।**] অর্থাৎ, আসন গ্রহণকারী যেন হেলান দিয়ে বসতে পারে এমন তাকিয়া বিশিষ্ট মজলিস প্রস্তুত করল এবং তাতে দেশীয় খাবারের আয়োজন করল। এ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ ও মেহমানদের সম্মান করার বিষয়টি অনুমিত হয়। তৃতীয় পদক্ষেপ হল: [**তাদের সবাইকে একটি করে ছুরি দিল।**] প্রতিটি মহিলাকে একটি করে ছুরি দিল যেন তারা তাদের সামনে রাখা খাবার বা ফল কাটতে সক্ষম হয়। এ আয়োজনের পিছনে সম্ভবত জুলাইখার কোন কৌশল ছিল এবং ছুরি দেয়ার পিছনে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল; বিশেষত তাদের সকলকে ছুরি দেয়ার পর তাদের সামনে ইউসুফকে প্রবেশ করানো। সুতরাং চতুর্থ পদক্ষেপ হল: তাদের সামনে যেতে ইউসুফকে নির্দেশ দেয়া যেন খাবারের ব্যস্ততার মাঝে তাদের জন্য এটি সারপ্রাইজ হয়। [**এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হও।**] এখানে সে ইউসুফ আঃ কে বলেনি তুমি তাদের নিকট প্রবেশ কর বরং বলেছে [**তাদের সামনে বের হও।**] যাতে এটি বুঝায় যে, তিনি গোপনস্থলে ছিলেন। অর্থাৎ, তুমি তোমার গোপনস্থল থেকে তাদের নিকট বের হও। [**অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল**] অতঃপর মহিলারা যখন ইউসুফ আঃ কে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে ও দেহাবয়বে মুগ্ধ হল এবং মর্যাদাকে গুরুত্ব দিল। অতঃপর ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যে তাদের ভয়াবহ রকমের মুগ্ধতার প্রেক্ষিতে নিজেদের হাতের ছুরি থেকে মনোনিবেশ সরিয়ে তাকে দেখা ও তার প্রতি বিমোহিত হওয়ার দিকে মনোযোগ দিল। ফলে তাদের হাত যেখানে ছুরি দ্বারা তাদের সামনে রাখার খাবার কাটতে ব্যস্ত ছিল সেখানে ছুরি তাদের হাত কেটে দিল [**নিজেদের হাত কেটে ফেলল।**] অর্থাৎ ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা নিজেদের

অজান্তে ছুরি দ্বারা নিজেদের হাতে আঘাত করে বসল। মহিলারা তাদের ভাষায় ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্য প্রকাশ করে [**তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে তাদের কথা শুরু করেছে [**তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য!**] আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার সাথে তাঁর আশ্রয় চাই [**এ তো মানুষ নয়!**] ইউসুফ আঃ এর মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে তারা নাকচ করেছিল তার মাঝে সেই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার কারণে যা তারা কোন মানুষের মাঝে প্রত্যক্ষ করেনি। তার এই চেহারার বিশেষত্ব এবং সৌন্দের্যের মহত্বের কারণে অদৃশ্য ফেরেশতাদের সাথে তুলনা করেছিল। এটি ছিল ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তির দিক থেকে। কেননা তার চেহারার সৌন্দর্য অন্যান্য মানুষের চেহারার সৌন্দর্যের ন্যায় ছিল না। সুতরাং সে তো ফেরেশতা বৈ কিছুই নয়। [**এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] অর্থাৎ, সে তো কেবল সম্মানিত ফেরেশতাদের একজন। তারা তার সৌন্দর্যকে ফেরেশতাদের সৌন্দের্যের দিকে সম্পৃক্ত করেছিল যদিও তারা ফেরশতাদের দেখেনি। তাদের এই সম্পৃক্তকরণটি ছিল তার সৌন্দর্যের বিশালতার দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা তাকে এমন বিশেষণে বর্ণনায়িত করেছে; যা তাদের বিবেক-বুদ্ধি কখনো অনুধাবন করেনি। তারা ফেরেশতাদের চেহারাকে মহান ভেবে তার চেহারার সাথে সাদৃশ্য দিয়ে বলেছে: [**এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর দেয়া সম্মানের বদৌলতে সম্মানিত। তাদের এ কথা আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান, তাঁর প্রতি তাদের সম্মান এবং ফেরেশতা ও গায়েবের প্রতি তাদের ঈমানের পরিচায়ক। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের পরিবেশ ছিল ঈমানী পরিবেশ। বিশেষত এর সাথে যদি দরজার নিকট স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলা আযীযের পূর্বোক্ত কথা [**হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।**] যুক্ত করা হয়। ইস্তেগফার মূলত গোনাহের স্বীকারোক্তি, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও শেষ দিবসের হিসাব অতঃপর প্রতিফল প্রাপ্তির ব্যাপারে ঈমানের প্রমাণ বহন করে।

এটি ইউসুফ আঃ এর অপরূপ সৌন্দর্য এবং আল্লাহ তায়ালার বিশালত্বের প্রতি নির্দেশ করে। যিনি ইউসুফ আঃ কে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করেছেন। যেমনটি রাসূল সাঃ এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মেরাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: (তৃতীয় আসমানে ইউসুফ আঃ কে দেখতে পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকে দেয়া হয়েছে।)[1] এটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষ সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়। ফলে মুমিন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যকে সৌন্দর্য দ্বারা বিমোহিত করা বা অন্যের সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা আবশ্যক। এছাড়াও এতে রয়েছে যে, হতবুদ্ধিতা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক হ্রাস করে দিতে পারে; যেমন মহিলারা ছুরি দিয়ে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে এতে রয়েছে যে, মিশরের আযীযের স্ত্রীর শক্তিশালী চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় এবং ইউসুফ আঃ প্রাসাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন বা প্রাসাদে অবস্থান করতেন। এ জন্য জুলাইখা বলেছিল: [**তাদের সামনে বের হও।**]

ভাষাগত চমৎকার বর্ণনাভঙ্গির অন্যতম হল প্রভাবিত হওয়া ও প্রভাবিত করার স্থানের সাথে সমন্বয় রেখে কাহিনীর ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। প্রথমে তাদের অন্তরের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে; কেননা সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তরের অনুগামী। [**অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল**] অর্থাৎ, তারা ইউসুফ আঃ সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখে হৃদয়ে বিস্ময়বোধ করল; যে সৌন্দর্যের কোন দৃষ্টান্ত নেই মানবজাতির মাঝে। এর মাঝে আল্লাহ তায়ালার পরিচালনা এবং যা তিনি সৃষ্টি করেছেন বা সৃষ্টি করবেন; এর বড়ত্বের বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর বর্ণনাপ্রসঙ্গ আবর্তিত হয়েছে সে আলোচনার দিকে যা তাদের হৃদয়ের মাঝে অবস্থিত কথার ফলস্বরূপ ছিল [**নিজেদের হাত কেটে ফেলল।**] অর্থাৎ, ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যের প্রতি তাদের মনোযোগ তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল; ফলে তাদের দৃষ্টি হাত থেকে সরে যায় এবং তারা অজান্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। তাদের অন্যান্য ইন্দ্রীয়গুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধতার কারণে যা

(১) সহীহ মুসলিম (১/১৪৫-১৪৬, হা: ১৬২)।

দেখে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অতঃপর বর্ণনাপ্রসঙ্গ ধাবিত হয়েছে তাদের অন্তরে উদিত হওয়া অভিব্যক্তি প্রকাশ করার দিকে [**তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] যাতে করে এই বর্ণনাগত পরম্পরা ও তার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রমাণ করে অভিনবত্ব ও অবস্থার সুক্ষ্ম চিত্রায়ণের উপর। অনুরূপভাবে যেন দেখায় যে, ইন্দ্রয়ীগুলো প্রথমে যা প্রেরণ করে তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় এবং তা আচরণ ও অনুভূতি প্রকাশে প্রভাব ফেলে। এটি নিশ্চিত করে যে, এই বর্ণনা, চিত্রায়ণ এবং ধারাবাহিকতা একটি ভাষাগত মোজেযা। কেননা এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ মোজেযামূলক বাণী। সুতরাং কোন মানুষের পক্ষে এমন সুক্ষ্ম ভাষাগত বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। পুতঃপবিত্র সেই সত্ত্বা যার অমীয় বাণী তাঁর বান্দাদেরকে অপারগ করে দিয়েছে এবং স্বীয় বাণীকে তাঁর বান্দাদের জন্য মোজেযা, নিদর্শন এবং দলীল নির্ধারণ করেছেন।

মিশরের আযীযের স্ত্রী মহিলাদের নিকট ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্য ও তার সৌন্দর্যে তাদের মুগ্ধতা হৃদয়, বিবেক, কর্ম ও কথায় [**তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টি সাব্যস্ত করার পরে; তার পক্ষ থেকে যা ঘটেছে সেই বিষয়ে এবং তারা যে তিরস্কার করেছিল সেই ব্যাপারে নিজের ওজর পেশ করার উদ্যোগ নিল; [**সে বলল, এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ।**] অর্থাৎ, সে মহিলাদেরকে বলল। অত্র আয়াতে [فَذَٰلِكُنَّ] ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ইউসুফ আঃ কে বুঝানো হয়েছে। [ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ/**যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ।**] আয়াতাংশে মহিলাদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে স্ত্রী বাচক নুন সর্বনাম যুক্ত করে। [**এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ।**] অর্থাৎ, এই সে, যে তার সৌন্দর্য দিয়ে তোমাদেরকে বিমোহিত করে ফেলেছে ফলে তোমরা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছ এবং তার অপরূপর সৌন্দর্যের কারণে তোমরা বলেছে যে সে একজন ফেরেশতা। যেন আযীযের স্ত্রী তাদের নিকট ইউসুফের

মূল বিষয়, তার প্রতি তার ভালবাসার এবং হৃদয় আচ্ছন্ন হওয়ার হাকীকত সাব্যস্ত করতে চাইছে। কেমন যেন সে তার অবস্থার ভাষায় বলতে চাচ্ছে: এমন একজন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী যুবককে যে আমি অসৎভাবে কামনা করেছি; এটি কি আমার অন্যায় হয়েছে? এ জন্য তোমরা আমার ওজর গ্রহণ করবে নাকি করবে না? ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যের সামনে মহিলাদের দুর্বলতা প্রতিষ্ঠিত করার পর আযীযের স্ত্রী তাদের নিকট ইউসুফ আঃ কে অসৎভাবে কামনা করার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলল: [**আমি তো তার থেকে অসৎকাজ কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে**] আর সে নিজের থেকে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য নিশ্চয়তামূলক শব্দ [وَلَقَدْ] দিয়ে কথা শুরু করেছে; যেন তার নিকট থেকে অসৎকাজ কামনা করার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে এবং সে-ই ইউসুফ আঃ কে পেতে চেয়েছে, তিনি তাকে চাননি। বরং তিনি বিরত ছিলেন এবং নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন। আর তার নির্দোষিতা বুঝানোর ক্ষেত্রে [فَٱسْتَعْصَمَ] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (اعتصم) ব্যবহার না করে; যেন এটি তিনার বিরত থাকার ক্ষেত্রে অনঢ় অবস্থান বুঝায়। ফলে ইউসুফ আঃ এর চরিত্র কালিমা মুক্ত হল। আর এটি ছিল ইউসুফ আঃ এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য। অতঃপর আযীযের স্ত্রী জুলাইখা ইউসুফ আঃ এর নিকট থেকে সে যা কামনা করেছে তা বাস্তবায়ন করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করল যাতে তার অবস্থান, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ পায়। [**আর আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে অবশ্যই অবশ্যই কারারুদ্ধ হবে এবং অবশ্যই সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।**] অর্থাৎ সে যদি আমার কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করে তাহলে তার শাস্তি হবে কারারুদ্ধ জীবন; যেখানে সে বন্দিত্বের সাথে লাঞ্ছনা এবং অবমাননাকর জীবনের মুখোমুখী হবে। ফলে সে [**সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।**] সুতরাং তার প্রাসাদের আভিজাত্যপূর্ণ জীবন জেল জীবন ও লাঞ্ছনাকর জীবনে রূপান্তরিত হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইউসুফ আঃ তার কথা শুনছিলেন যাতে জুলাইখার এ হুমকি তার মাঝে ভীতির সৃষ্টি করে এবং তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। আর ঐ সকল মহিলাদের সামনে জুলাইখার

কথার মাঝে স্পর্ধার প্রকাশ রয়েছে যা মহিলাদেরকে বান্ধবী সম্বন্ধজাতীয় জুলাইখার নিকটজন হিসেবে বুঝায়।

ইউসুফ আঃ যখন জুলাইখার কথা ও হুমকি শুনলেন তখন [**বললেন, হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।**] এটি প্রমাণ করে, ইউসুফ আঃ কে জুলাইখার প্ররোচনা থেকে বিরত রেখেছিল এবং রক্ষা করেছিল আল্লাহর প্রতি তার ভয় ও অশ্লীল যিনা যা আল্লাহ হারাম করেছেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ইউসুফ আঃ জেল জীবন ও তাদের কুপ্রস্তাবের মাঝে তুলনা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করে বলেন: [**হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়।**] অর্থাৎ হে আল্লাহ! যদি বিষয়টি জেল জীবন অথবা অশ্লীলতা বেছে নেয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে আমার নিকট প্রিয় হল কারাজীবন। আর এটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন আল্লাহর হারামকৃত বিষয় থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে: [**হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়।**] এখানে কারাজীবন ও তার মাঝের নিঃসঙ্গতা, দুঃশ্চিন্তা, অপদস্থতা এবং তাদের কুপ্রস্তাব ও তার মাঝের স্বাধীনতা, উপভোগের মাঝে তুলনা করা হয়েছে; যাতে ইউসুফ আঃ এর কাজের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এসেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। কাজেই আল্লাহর ভালবাসাই সবকিছুর উর্দ্ধে। আর এটি হারামের মোকাবেলায় সকল মুমিনের জন্য শিক্ষাস্বরূপ। চাই সে হারাম রক্তপাত বা ধনসম্পদ বা সম্ভ্রম বা বুদ্ধি-বিবেক ধ্বংসের ক্ষেত্রে হোক অথবা সকল প্রকার হারামের ক্ষেত্রে হোক। ইউসুফ আঃ কুপ্রস্তাবের বিষয়টি সকলের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন [**এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে**][1] কেননা হতে পারে উক্ত মহিলারা ইউসুফ আঃ কে আযীযের স্ত্রীর ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ

(১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/২৩)।

করেছিল যাতে তারাও পরবর্তীতে তার সাথে অনুরূপ কর্ম করতে পারে; কেননা ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যে তারাও মুগ্ধ হয়েছিল। অথবা তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের প্ররোচনা পেয়ে থাকতে পারেন। আর এজন্য তিনি তাদের প্রতি কুপ্রস্তাবকে দু'বার ইশারায় সম্পৃক্ত করেছেন: [**এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে**] আরেকবার তাদের ছলনা থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার সময়: [**আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন।**]

অতঃপর ইউসুফ আঃ তাদের ছলনা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন: [**আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।**] অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমার থেকে ঐ সকল মহিলাদের কলাকৌশল, প্ররোচনা ও হুমকির ছলনাকে দূর না করেন তাহলে তাদের প্রতি আমার থেকে আকর্ষণ প্রকাশ পেতে পারে [**আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।**] কেননা মানুষ নিজের ফেতনার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। এতে নিজের পক্ষ থেকে শুধু আত্মরক্ষা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রার্থনার ঘোষণা রয়েছে। কেননা ইউসুফ আঃ তাদের ছলনার জালে বেষ্টিত ছিলেন তাই তিনি তাদের ফেতনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ার ভয় করেছিলেন ফলে তিনি জাহেলদেল দলভুক্ত হবেন [**অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।**] অর্থাৎ, যারা জাহেল ও নির্বোধদের মত কাজ করে আমি তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়ব। সুতরাং হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অশ্লীল কাজে জড়িত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। ইউসুফ আঃ এর উক্তিতে মহিলাদের ছলনা শব্দের বহুবচনমূলক ব্যবহার [وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ/**আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন**] এবং তাদের ফেতনায় জড়িত হওয়ার বহুবচনমূলক ব্যবহার [أَصْبُ إِلَيْهِنَّ/**তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব।**] রয়েছে; যা বুঝায় যে, ইউসুফ আঃ এর প্রতি তাদের সকলের কামনামূলক আগ্রহ ছিল এবং তিনি তাদের মাঝে এটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ইউসুফ আঃ এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের নমুনা হল তিনি তার সাহায্যার্থে সাড়া দিয়েছিলেন [**সুতরাং তার রব তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন।**] অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে পাপে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। কেননা তিনি তাদের পীড়াপীড়ি, অনবরত প্ররোচনার, অত্যাচারমূলক হুমকির সামনে শক্তভাবে নিবৃত ছিলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা মযবুতভাবে ইউসুফ আঃ এর সঙ্গে থাকার কারণে তাদের ছলনাকে তার থেকে বিদূরিত করলেন। পূর্ণ যৌবনের পর্যায়ে থাকা ও আযীযের স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় কামনা চরিতার্থে অনঢ় অবস্থানের পরেও আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে তাদের থেকে নিবৃত থাকার শক্তি দান করেছিলেন। [**তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।**] অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সকলের কথা শোনেন; যে তাকে আহ্বান করে এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তিনি ইউসুফ আঃ এর সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তার অবস্থা ও আযীযের স্ত্রী এবং মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে তিনি তাদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। এখান থেকে বুঝা, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তার আনুগত্য করে; তিনি তার আহ্বানে সাড়া দেন, তাকে সাহায্য করেন, তাকে সঠিক করে দেন এবং যা থেকে সে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে তা থেকে আশ্রয় দেন।

﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا رَأَوُاْ ٱلۡأٓيَٰتِ لَيَسۡجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٖ ٣٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجۡنَ فَتَيَانِۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ وَقَالَ ٱلۡأٓخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأۡسِي خُبۡزٗا تَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِنۡهُۖ نَبِّئۡنَا بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٦ قَالَ لَا يَأۡتِيكُمَا طَعَامٞ تُرۡزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأۡتُكُمَا بِتَأۡوِيلِهِۦ قَبۡلَ أَن يَأۡتِيَكُمَاۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓۚ إِنِّي تَرَكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٣٧ وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ﴾

অর্থ: [**তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।* আর তার সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি মদের জন্য আংগুর নিংড়াচ্ছি, এবং অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এটার তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা তো আপনাকে মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।* ইউসুফ বললেন, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদেরকে বলব তা, আমার রব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব। নিশ্চয় আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের ধর্মমত যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না। আর যারা আখিরাতের সাথে কুফরকারী।* আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সংগত নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।**] আয়াত নং: ৩৫-৩৮।

কুরআনের বর্ণনাপ্রসঙ্গ ধাবিত হয়েছে ইউসুফ আঃ এর ব্যাপারে মিশরের আযীয ও তার সহকারী এবং উপদেষ্টাদের গৃহিত পদক্ষেপের বিবরণের দিকে। [**তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই**

কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।] অতঃপর মিশরের বাদশাহ -যিনি মিশরের আযীয- ও তার নিকট উপস্থিত কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইউসুফ আঃ এর নির্দোষিতা যখন প্রমাণিত হল দলীল প্রমাণের আলোকে (আর তা হল: তার জামা পিছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলা, মহিলাদের নিজেদের হাত কেটে ফেলা, মহিলাদের সামনে মিশরের আযীযের স্ত্রীর কর্তৃক দোষের স্বীকারোক্তি ও ইউসুফ আঃ এর সাথে কামনা চরিতার্থে তার দৃঢ় সংকল্প এবং কারারুদ্ধের হুমকি প্রদান) তখন তাদের নিকট ইউসুফ আঃ কে শুরুতে একটি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে রাখার বিষয়টি প্রতিভাত হল। ইমাম মাওয়ারদী রহঃ বলেন: তার কারারুদ্ধে সময়টি ছিল অনির্দিষ্ট। ইবনুল জাওযী সমর্থন করে বলেন: এটিই বিশুদ্ধ মত; কেননা তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি। আর মুফাসসিরগণ তো কেবল তিনার জেলে অবস্থানের সময়কাল উল্লেখ করেছেন।[১] ইউসুফ আঃ এর নির্দোষিতা সত্ত্বেও তাকে কারাগারে পাঠানোর কারণ হতে পারে আযীযের স্ত্রীর বিষয়ে মানুষের আলোচনা বন্ধ করা, সবাইকে দেখানো যে ইউসুফ-ই অপরাধী আর সে নির্দোষ। এটা আযীযের স্ত্রীর আরকেটি চক্রান্তও হতে পারে; কারণ সে ইউসুফকে কারারুদ্ধের হুমকি প্রদান করেছিল। হয়ত সে তার বিরুদ্ধে কিছু বলেছিল যা তাকে কারারুদ্ধের বিষয়টি অনিবার্য করে তুলেছিল। ফলে মিশরের আযীয ও তার পরার্মশকদের নিকট প্রতীয়মান হল যে, তাকে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাগারে রাখা হবে। এটা আযীযের স্ত্রীর চক্রান্ত ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ আর এটি ইউসুফ আঃ জন্য আরেকটি বড় পরিক্ষা। চূড়ান্ত হেকমতের অধিকারী তো আল্লাহ তায়ালাই যা তিনি বান্দার ব্যাপারে ফায়সালা করেন। কেননা এই পরিক্ষা ও কৌশলের পিছনে ইউসুফ আঃ এর নির্দোষিতা প্রকাশ, তার ক্ষমতায়ন, জুলাইখার প্ররোচণার স্বীকারোক্তি এবং হাত কেটে ফেলা মহিলাদের অবস্থা উন্মোচন করার হেকমত নিহিত ছিল।

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৭১)।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর সাথে জেলে প্রবেশকারীদের সাথে তার অবস্থান বর্ণনা করছেন; যাতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কখনো উপকরণ বাহ্যিক নাও হতে পারে বা কখনো সামান্য হতে পারে কিন্তু তার থেকে মহান কিছু ঘটে যেতে পারে। [**আর তার সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল।**] অর্থাৎ, ইউসুফ আঃ এর সাথে দুইজন যুবক জেলে প্রবেশ করেছিল। আরবি [فَتَيَانِۖ] শব্দ থেকে অনুমিত হয় যে, তারা দু'জন দাস ছিল। কেননা তাদের ভাষায় আল-ফাতা শব্দের অর্থ দাস। আর যুবক দু'জন মিশরের বাদশার দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন তার পানীয়ের দায়িত্বে আর অপরজন তার খাবারের দায়িত্বে ছিল।[1] আর তাদের প্রত্যেকে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে এবং ইউসুফ আঃ এর নিকট তা বর্ণনা করে। [**তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি মদের জন্য আংগুর নিংড়াচ্ছি।**] অর্থাৎ তাদের একজন স্বপ্নে দেখে যে সে আঙ্গুর চিপে মদ বানাচ্ছে। ইমাম যাহহাক রহঃ বলেন: 'আমি আঙ্গুর নিংড়াচ্ছি' ওমানীদের ভাষায় আঙ্গুরকে মদ বলে। ইবনে মাসউদ রাঃ-এর থেকে বর্ণিত ক্বিরাতে রয়েছে: (إني أراني أعصر عنبا/আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি আঙ্গুর নিংড়াচ্ছি।) এটি নির্দেশ করে যে প্রশ্নকারী মদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ছিল, যে আঙ্গুর পিষে তা রাজাকে পরিবেশন করত। [**অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে।**] অর্থাৎ, দ্বিতীয় যুবক স্বপ্নে দেখল যে, সে তার মাথায় করে রুটি বহন করছে এবং পাখি এসে সেখান থেকে রুটি খাচ্ছে। এটি নির্দেশ করে যে সে রাজার জন্য রুটি প্রস্তুত করত অথবা খাবারের দায়িত্ব পালন করত। [**আমাদেরকে আপনি এটার তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা তো আপনাকে মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।**] তারা ইউসুফ আঃ -এর কাছে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে, কারণ তারা ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিল অথবা তিনি নিজেই তাদেরকে পূর্বে এ মর্মে অবহিত করেছিল। আর তার নিকট তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা তলব করার কারণ হল তারা তার মাঝে মুহসিনদে বৈশিষ্ট্য দেখেছিল তারা বলল: [**আমরা তো আপনাকে**

(১) তাবারী, জামেউল বায়ান (১৩/১৫১)।

মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।] এটি নির্দেশ করে যে তারা ইউসুফ আঃ কে জেলে যাওয়ার পূর্বে এবং জেলে অবস্থানকালে কথা ও কাজে সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়ে তাকে জেনেছিল। এটি ছিল তাদের পক্ষ থেকে ইউসুফ আঃ এর জন্য সাক্ষ্য স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে যে জ্ঞান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করে তিনি তাদের উত্তর দিলেন [**তিনি বললেন, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব।**] তারা জেলখানায় যে খাবার পাবে, তা আসার আগেই তিনি তা জানিয়ে দেবেন এবং তারা খাবার আসার পর তা সঠিক বলে দেখবে। ইমাম কুরতুবী রহঃ ও কিছু মুফাসসিরগণ এমন ব্যাখ্যা করেছেন।[(1)] আর ঈসা আঃও এমন মোজেযার অধিকারী ছিলেন; যেমনটি সূরা আলে-ইমরানে এসেছে: ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ অর্থ: [আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।][(2)] এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন। ইউসুফ আঃ কর্তৃক তাদের সাথে তার পূর্বের আচরণের কথা এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে সংবাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা গ্রহণকারীর মাঝে বিশ্বাস নির্মাণের গুরুত্ব বুঝায়। এটি আরো নির্দেশ করে যে, মানুষকে তার বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে জানানো; যেন তার কথায় অন্যরা বিশ্বাস করে এবং জ্ঞান অর্জন করে অজ্ঞতা দূর করে। তবে তাদের উপর অহঙ্কারের দৃষ্টিতে নয়। বিশেষকরে নিজের জ্ঞান, সক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষেরা যদি না জানে অথবা তাদের ভুলে যাওয়া বিষয় যদি স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়; যার দ্বারা তাদের মাঝে গ্রহণ করার বিশ্বাস নির্মিত হয় এবং উপকার লাভ হয়; সেক্ষেত্রে নিজের কিছু যোগ্যতা প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই।

---

(১) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৯/১২৫) ও ফাতহুল কাদীর (৪/২৬)।

(২) সূরা আলে-ইমরান: ৪৯।

অতঃপর তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই বিশেষ জ্ঞানটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে: [**আমি যা তোমাদেরকে বলব তা, আমার রব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব।**] অর্থাৎ, এই ব্যাখ্যাটি আমার রব আমাকে যা শিখিয়েছেন; তার অংশবিশেষ। আরবি [مِمَّا] শব্দটি অংশবিশেষ বা কিছু অংশ বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ, এটি আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন এমন জ্ঞানের একটি অংশ; সকল জ্ঞান নয়। আল্লাহর জ্ঞান মহান এবং বিশাল, এবং এটি তার মধ্যে একটি অংশ মাত্র। সুতরাং এটি অনেক জ্ঞানের একটি অংশ যা আল্লাহ তায়ালা আমাকে শিখিয়েছেন। তিনি এই জ্ঞানকে নিজের প্রতি নয়, বরং আল্লাহর প্রতি সম্পর্কিত করেছেন, কারণ আল্লাহ তাকে এই বিশেষ জ্ঞান না দিলে, তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। এর মাধ্যমে তিনি তাদের এই জ্ঞান কীভাবে পাওয়া যায় তা নিয়ে প্রশ্ন করার পথ বন্ধ করেছেন। এটি তাদের প্রতি একটি আহ্বান, যাতে তারা সঠিক পথে থাকে এবং তার সাথে থাকা সময় এবং তার কথা শোনা কাজে লাগাতে পারে। তিনি তাদের অবমূল্যায়ন করেননি, যদিও তাদের একজন মদ পরিবেশনকারী এবং অন্যজন পাচক। তিনি এই জ্ঞানের কারণ তাদের কাছে প্রকাশ করে বলেছেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। [**নিশ্চয় আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের ধর্মমত যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না। আর যারা আখিরাতের সাথে কুফরকারী।**] আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা কুফরির মাঝে বেড়ে উঠেছে এবং এর সাথে যুক্ত ছিল। [**যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না।**] অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে অস্বীকারকারী অনুরূপভাবে তারা পরকাল, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকারকারী।

তারপর তিনি তাদের ত্যাগের বিবরণ থেকে গ্রহণের বিবরণের দিকে নিয়ে যান: [**আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সংগত নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।**] অর্থাৎ, তিনি যে পথ অনুসরণ করেছেন

তা ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম অনুসরণ করেছেন, তাদের নাম ক্রমানুসারে উল্লেখ করেছেন: প্রথমে ইবরাহিম আঃ, তারপর তার পুত্র ইসহাক আঃ, এবং ইয়াকুব আঃ; যিনি ইউসুফের আঃ পিতা। তারপর তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের মানহায বা পথ ব্যাখ্যা করে বলেন: [**আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সংগত নয়।**] তিনি নিশ্চিত করেন যে আল্লাহর সাথে শিরক করা কোনভাবেই উচিত নয়। কেননা [مِن شَيۡءٖ] বাক্যটি সর্বতভাবে শিরককে অস্বীকার করে এবং এর দাবী অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ বাস্তবায়িত হয়। এরপর তিনি এই হেদায়েত প্রাপ্তির কারণকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: [**এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।**] তিনি নিশ্চিত করেন যে হেদায়েত প্রাপ্তির এই অনুগ্রহ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং এটি শুধু তাদের প্রতি নয়, বরং [**সমস্ত মানুষের প্রতিও।**] আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্ববাদের উপর অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং রসূলদের প্রেরণ করেছেন; [**কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।**] অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ এই তাওহীদ ও রাসূল প্রেরণের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ নয় এবং আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে না ও তাঁর ইবাদত করেনা। এটি তাদের জন্য একটি আহ্বান, যাতে তারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, এবং আল্লাহর ইবাদত করে; যাতে তারা সঠিক পথে থাকে এবং আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

ইউসুফ আঃ এর বক্তব্য উপস্থাপনার সৌন্দর্য হলো 'কওম' শব্দের ব্যবহার: [**নিশ্চয় আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের ধর্মমত যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না; আর যারা আখিরাতের সাথে কুফরকারী।**] যাতে 'কওম' শব্দটি অনেক মানুষকে নির্দেশ করে। তিনি পিতৃপুরুষদের ধর্ম গ্রহণ করে বলেছেন: [**আমি আমার পিতৃপুরুষদের মিল্লাত অনুসরণ করি।**] যা নির্দেশ করে যে, তারা সেই সম্প্রদায়ের অংশ ছিল, তবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এটা দেখানোর জন্য যে প্রকৃত নির্ভরতা সত্যের উপর হতে হবে, যদিও তার অনুসারীরা কম সংখ্যক হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা দলীল ও সঠিকতার সূচক নয়।

পুরো সম্প্রদায় নষ্ট হলেও, তার একটি অংশ নষ্ট হতে বাধ্য নয়। এইভাবে, সৎ অংশটি মিথ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটা উভয় ধরনের স্পষ্ট পার্থক্য এবং বিরোধ প্রদর্শন করে, এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে নিজেদের জীবনে উভয় ধরনের ফলাফল নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করে।

﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠ يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرٗاۖ وَأَمَّا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦۖ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ ٤١ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ ذِكۡرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِينَ﴾

অর্থ: [**হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ?* তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহরই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে, এটাই শাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।* হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার মনিবকে মদ পান করবে এবং অন্যজন শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।* আর ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো, কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল; কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন।**] আয়াত নং: ৩৯-৪২।

কারাবন্দীদ্বয়ের সাথে আলাপটি রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও শিরক পরিত্যাগের আহ্বানের দিকে এগিয়ে চলল; যেহেতু তারা তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের পরকালের অংশের দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন যা ঈমানের সত্যতাকে নিশ্চিত করে। প্রশ্নটি একটি তুলনামূলক পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবন করতে উদ্বুদ্ধ করে। [**হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ?**]

সুতরাং তিনি এমন আহ্বান দিয়ে শুরু করলেন যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের মনোযোগ ঈমানের দিকে টানে। তাদের সাথে কারাগারে থাকার অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে [**হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়!**] এ আহ্বান করেন; যা তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপভাবে তাদের মনের ভেতরে এক ধরনের আত্মিক ও মানসিক শান্তি স্থাপন করেন।

[**ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ?**] আপনারা কি দেখেন যে, বিচ্ছিন্ন প্রভুরা, যাদের মানুষ পূজা করে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির একটি করে মূর্তি থাকে যাকে সে আহ্বান করে এবং উপাসনা করে; এটা কি ভালো, নাকি সকলে একক আল্লাহকে উপাসনা করা ভালো? যিনি একা তার সত্ত্বায়, যিনি তার শক্তি ও মহিমায় সকলকে জয় করে রেখেছেন, যাকে কেউ অপারগ করতে পারে না। এটি এমন একটি প্রশ্ন যা তাদের চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করে তাদের বিভিন্ন মূর্তি ও উপাসনার ধরণ সম্পর্কে এবং তারা যেসব মূর্তির উপাসনা করে, সেগুলোর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে। তারা তাদের নিজেদের হাত দিয়ে পাথর ও মাটি দিয়ে এই মূর্তিগুলি তৈরি করেছে। তাহলে কি এই সমস্ত মূর্তিগুলির উপাসনা ভালো, নাকি একক আল্লাহর উপাসনা? যার কোনো অংশীদার নেই এবং সমস্ত মানুষ একসাথে তার উপাসনা করে অন্য সব কিছুর উপাসনা করা ছেড়ে দিয়ে এবং তিনি সেই গুণাবলী সম্পন্ন যেই গুণাবলী ঐ সকল মূর্তিগুলোর নেই। তিনি তাদের অবস্থানকে ভুল প্রমাণ করে দেখালেন এবং তিনি যে তাওহীদের উপর রয়েছেন তা সঠিক প্রমাণ করলেন। এখানে তিনি তাদের মূর্তিগুলোককে গালি দেননি, যাতে তার ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়; বরং তিনি প্রজ্ঞার সাথে পার্থক্য তুলে ধরেছেন, যাতে তারা চিন্তা ও ভাবনা করতে পারে এবং স্বাভাবিক সত্যের সাথে একমত হতে পারে ও যা তাদের মেনে চলতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। কেননা নিরেট অজ্ঞতা দূর করতে ভুল ধারণা দূর করে সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এটি আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে কৌশল ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং শিরক ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ দেয়, কারণ তাদের বিশ্বাস শিরক দ্বারা মিশ্রিত ছিল।

অতঃপর ইউসুফ আঃ তাদের উপাসনা এবং তাদের উপাস্য মূর্তির প্রকৃত হাকীকত উন্মোচনের দিকে নিয়ে যান: [**তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি।**] সুতরাং তোমরা যে উপাস্যগুলোর উপাসনা করছ তা শুধুই কতগুলো নাম; যেগুলো তোমরা রেখেছো। যদি সে উপাস্যগুলো সত্যি হতো, তাহলে সেগুলো নিজেদের নাম নিজেরাই রাখতো, তাদের উপাসকরা তাদের জন্য তা নির্বাচন করত না। [**এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি।**] অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই; যা তোমাদের উপাসনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। [**বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহরই**] অর্থাৎ, এগুলো বাতিল করা বা সত্য প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহই দিতে পারেন। তাই আল্লাহর বাইরে কোনো ফয়সালা নেই। ফলে তোমরা যেগুলোকে উপাস্য মনে করো তা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। তোমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা আল্লাহর আদেশের বিপরীত। কেননা [**তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে।**] বস্তুত আল্লাহর আদেশ হল তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা; ফলে তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। [**এটাই শাশ্বত দ্বীন**] অর্থাৎ, এটাই ন্যায় ও সরল-সঠিক দ্বীন। [**কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।**] অর্থাৎ, অধিকাংশ মানুষ শিরকে লিপ্ত, কারণ তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অন্য উপাস্যদের দিকেও চালিত। সুতরাং তারা তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানে না এবং এর ফলে যে শাস্তি রয়েছে, আর যারা আনুগত্য করবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার; এ সম্পর্কে তারা বে-খবর। তাই এটি জানার পর তোমাদের উচিত আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা ও তাঁর ইবাদত করা এবং অধিকাংশ অজ্ঞ মানুষের মতো না হওয়া। এতে তাদের শিরক ও মুশরিকদের সংখ্যায় প্রতারিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি তাদের উভয়কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে বললেন: [**হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে এবং অন্যজন শূলবিদ্ধ হবে;**

অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।] ইউসুফ আঃ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার কথা শুরু করেন পূর্বে যেমন তাদেরকে [**হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়!**] সম্বোধন দিয়ে শুরু করেছিলেন। এটি এমন সম্বোধন যা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদের কারাসঙ্গের স্মৃতিকে জাগ্রত করে এবং এটি তাদের প্রতি খাঁটি নসীহতকে অবধারিত করে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, বন্ধুত্বেরও অধিকার রয়েছে। [**তোমাদের দুজনের একজন**] তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় নাম উল্লেখ করলেনা শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট মনে করলেন; কেননা রুটি প্রস্তুতকারীকে শূলে চড়ানো হবে এটি তাকে সরাসরি বলাটাকে তিনি অপছন্দ করছিলেন। এটি ইউসুফ আঃ এর বিচক্ষণতা ও হেকমত ছিল। [**তোমাদের দুজনের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে**] অর্থাৎ সে কারাগার থেকে বের হবে এবং মদ পরিবেশন করবে। আর রুটি প্রস্তুতকারীর ব্যাপারে বললেন: [**অন্যজন শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে।**] তিনি এখানে নাম উল্লেখ না করে বললেন [**শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে।**] এটি ঐ ব্যক্তি যে স্বপ্নে দেখেছিল মাথায় করে রুটি বহন করতে এবং তা হতে পাখি খেতে। তারপর তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটবে: [**যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।**]

অতঃপর স্বপ্নের বিষয়টি শেষ হলো এর ব্যাখ্যা অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়নের সাথে; যেই ব্যাখ্যা সম্পর্কে তোমরা উভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে। আর [**সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।**] বাক্যটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবীতার নির্দেশক, যা বোঝায় যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অহী। কেননা এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে জানার দাবী করা যায় কেবল আল্লাহর অহীর মাধ্যমেই। এটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ আঃ এর খাবারের ব্যাপারে তাদের জানানো ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা নিশ্চিত করে। ইবনে জারীর আত-তাবারী রহঃ বলেন: "নবীগণের জন্য এমন কিছু জায়েয নয় যে, তারা ভবিষ্যতে কোন কিছু ঘটার সংবাদ দিবেন অতঃপর

তা ঘটবে না অথবা সংবাদ দিবেন যে, এটি ঘটবে না অতঃপর তা ঘটবে।"[1] অতঃপর এখানে (ظَنَّ) শব্দটি জানার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের জন্য নিশ্চিত করে, পানকারীর কাছে একটি অনুরোধ করলেন: [**তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলবে।**] ইউসুফ আঃ আশা করেছিলেন যে যিনি বেঁচে যাবে এবং তার প্রভুকে মদ পান করাবে, অর্থাৎ রাজার মদ পরিবেশক, সে রাজাকে তার ব্যাপারে অবহিত করবে। [**তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলবে।**] যে অচিরেই মুক্তি পাবে ইউসুফ আঃ তাকে বলেছিলেন: 'রাজার কাছে আমার ব্যাপারে কথা বলো, যা তুমি দেখেছো, আমার সম্পর্কে জেনেছো এবং যে অন্যায় আমার প্রতি করা হয়েছে।' তিনি আশা করেছিলেন যে রাজা তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে পুনরায় বিবেচনা করবেন। [**কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল; কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন।**] অর্থাৎ, শয়তান মদ পরিবেশন কারীকে বাদশার নিকট ইউসুফ আঃ এর বিষয় উল্লেখ করাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: শয়তান মদ পরিবেশন কারীকে বাদশার নিকট ইউসুফ আঃ এর বিষয় উল্লেখ করাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর মুজাহিদ, মুকাতিল এবং যাজ্জাজ রহঃ বলেন: শয়তান ইউসুফ আঃ কে তার রবের স্মরণ করাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।[2] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ 'শয়তান মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিকে তার মনিবের নিকট ইউসুফ আঃ বিষয় স্মরণ করাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল' ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[3] এ অর্থের প্রতি নির্দেশ করে মদ পরিবেশনকারী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী: [**আর সে দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ**

(১) জামেউল বায়ান (১৩/১৭১)।

(২) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৪/১৭৪)।

(৩) আল-ফাতাওয়া (১৫/১১২)।

হল সে বলল, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।] সুতরাং ভুলের পর যার মনে পড়েছিল সে হল মদ পরিবেশনকারী। তাই প্রমাণিত হল যে, প্রথম ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং শয়তান মদ পরিবেশনকারীকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কত বছর কারাগারে কাটিয়েছেন; সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন: **[কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন।]** কাতাদা রহঃ বলেন: ইউসুফ আঃ সাত বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন এবং বলা হয় যে [بضع] শব্দটি তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।[1] এটি ছিল একটি মহান পরীক্ষা! যা বুঝায় যে, নবী ও রসূলগণ পরীক্ষা থেকে মুক্ত নন, তবে পরবর্তীতে তাদের জন্য মহান মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা আসে।

(১) প্রাগুক্ত (১৩/১৭৫-১৭৬)।

﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ
قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمٖۖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَٰيَ إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ ٤٣
وَمَا نَحۡنُ بِتَأۡوِيلِ ٱلۡأَحۡلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ٤٤ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنۡهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعۡدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم
بِتَأۡوِيلِهِۦ فَأَرۡسِلُونِ ٤٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ
عِجَافٞ وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٤٦ قَالَ
تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي
مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ
بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ﴾ অর্থ: **[আর রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে সভাষদগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।* তারা বলল, এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।* আর সে দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল সে বলল, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।* সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও তারা জানতে পারে।* ইউসুফ বললেন, তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ছাড়া বাকী সবগুলো শীষসহ রেখে দেবে।* এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর, যা আগে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকেরা তা খাবে; শুধুমাত্র সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ছাড়া।* তারপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ ফলের রস নিংড়াবে।]** আয়াত নং: ৪৩-৪৯।

অতঃপর, কুরআনুল কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে সেই স্বপ্নের বর্ণনার দিকে যা তৎকালীন মিশরের বাদশা দেখেছিল এবং যে স্বপ্নকে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর জেল থেকে মুক্তি ও আযীযের স্ত্রীর দোষ স্বীকারোক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: [**আর রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে সভাষদগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।**] আযীয যার মন্ত্রী ছিল মিশরের সেই বাদশাহ বলল: সে ঘুমের মাঝে একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি বর্ণনা করেছে বর্তমান কাল দিয়ে [**আমি স্বপ্নে দেখলাম**]; অতীত কাল দিয়ে নয়। অথচ তার স্বপ্ন দেখার বিষয়টি গত হয়ে গেছে। এর কারণ হল, এটি স্বপ্নের দৃশ্যের উপস্থিত বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত; কেমন যেন সেটি তার সাথে ঘটতেছে তার উপস্থাপনার সময় এবং তার সাথে খাওয়ার প্রসঙ্গ [**তাদেরকে খেয়ে ফেলছে**] উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে ঘটনার অবস্থা ও তার চিত্র মননে পূর্ণতা পায়। [**আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী**] অর্থাৎ, সেগুলোর শরীর সুস্থ-সবল ও মোটাতাজা। [**তাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে**] অর্থাৎ, সেগুলোকে অতিশয় সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে। অতি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দুর্বল কর্তৃক শক্তিশালীকে খেয়ে ফেলা এবং দুর্বল সবলের উপর শক্তিমান হওয়া। এটি এমন একটি বিষয় যা বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। আর স্বপ্নের সম্পূরক বর্ণনা হল: [**এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক**] সাতটি শীষকে সাতটি গাভীর সাথে আতফ বা সংযোজন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সাতটি সবুজ শীষ; যার মাঝে দানা সৃষ্টি হয়েছে অনুরূপ সংখ্যার সাতটি শুষ্ক শীষ; যা কাটার সময়ে উপনীত হয়েছে। এমন সাতটি শুষ্ক শীষ সাতটি সবুজ শীষকে পেঁচিয়ে ধরে তাকে পরাজিত করে ফেলেছে। অত্র আয়াতে বর্ণনাগত অলংকার রয়েছে; আর তা হল সাতটি শীষ অপর সাতটিকে খেয়ে

ফেলার বিষয়টিকে পুনরুল্লেখ না করে সাতটি গরু অপর সাতটি গরুকে খেয়ে ফেলার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার সাথে সাদৃশ্য প্রদানকে যথেষ্ট মনে করার কারণে।

অতঃপর বাদশাহ তার নিকটের সভাসদগণকে সম্বোধন করে তাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানিয়ে বললেন: [**হে সভাষদগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।**] তিনি আহ্বান সূচক অব্যয় [**হে**] দিয়ে শুরু করেছেন; তার উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি শক্তভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাদের যা বলবেন তার গুরুত্ব বুঝাতে। [**হে সভাষদগণ!**] অর্থাৎ, হে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ! [**যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।**] অর্থাৎ আমার স্বপ্ন কীসের বার্তা দিচ্ছে সে বিষয়ে আমাকে অবহিত কর। [**যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার**] অর্থাৎ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জান তাহলে বাস্তব জীবনে এ স্বপ্নের পরিণতি কী হতে পারে; সে সম্পর্কে আমাকে জানাও। এ সম্বোধন সবার জন্য ছিল। সুতরাং যারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে তারা যেন আমাকে অবহিত করে আর যারা জানেনা তারা যে অজ্ঞাত বশত অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা না করে।

বাদশাহের সভাসদবর্গ দুটি জবাব দিলেন; তন্মধ্যে প্রথমটি হল: [**তারা বলল, এটা অর্থহীন স্বপ্ন।**] তাই আপনি এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েন না। কেননা এটি বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন যা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে থাকে এবং যার কোন বাস্তবতা নেই ও এটি মনের খেয়ালের অংশ। তাদের এ কথা নির্দেশ করে যে, তারা এটিকে ব্যাখ্যাযোগ্য স্বপ্ন মনে করেনি বরং তারা এটিকে অর্থহীন স্বপ্ন হিসেবে দেখেছিল যার কোন ব্যাখ্যা হয় না। দ্বিতীয়টি হল: [**আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।**] তদুপরি আমরা সাধারণভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ নই। সম্ভবত তাদের এ কথার মাঝে কোন হেকমত রয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করেছেন। [**আর সে দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল**

এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল সে বলল, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।] এই মদ পরিবেশনকারী; যে কিনা হত্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। [**আর দুজনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল সে বলল**] ইউসুফ আঃ তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যেন তার অবস্থা ও বিষয়টি বাদশাহের নিকট উপস্থাপন করে; কিন্তু শয়তান তাকে বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। অতঃপর বিষয়টি তার স্মরণে আসে [**দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হল।**] অর্থাৎ বাদশাহ যখন তার স্বপ্নের বিষয়টি উপস্থাপন করল এবং উপবিষ্ট সভাসদবর্গ ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করল তখন পানীয় পরিবেশক ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি স্বরণ হল। আর এই স্মরণ হওয়ার বিষয়টি ছিল [**দীর্ঘকাল পরে**] অর্থাৎ বহু বছর পরে। এটি প্রমাণ যে, ভুলে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইউসুফ আঃ এর বিষয়টি তাঁর মালিকের কাছে উপস্থাপন না করা যেমনটি ইউসুফ আঃ তাকে বলেছিলেন।

বাদশাহের মদ পরিবেশক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন: [**আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।**] আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করব; অতএব, আমাকে অনুমতি দাও। সে এখানে কথা বলা শুরু করেছে উত্তম পুরুষ [**আমি**] সর্বনাম ব্যবহার করে। মূলতঃ এর মধ্য দিয়ে বাদশাহ ও উপস্থিত সভাসদবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যখন তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে ব্যাখ্যা জানার প্রতি বাদশাহের তীব্র আগ্রহ থাকার পরেও। সে তার কথার সাথে যুক্ত করে বলে [**কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।**] অর্থাৎ, তোমরা আমাকে যে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। যে সুন্দরভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে তার ব্যাপারে সুক্ষ্মভাবে সে তার নিশ্চয়তাকে প্রমাণ করে বলেছে: [**আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।**] অর্থাৎ, সে তার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারার সক্ষমতার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা

প্রদান করেছে। আর সে কথার শুরুতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছে; [**আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও।**] শক্তভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নিশ্চয়তা বুঝাতে।

অতঃপর, বাদশাহের পানীয় পরিবেশনকারী ইউসুফ আঃ এর নিকট গমন করলেন তার প্রশংসা করে বললেন: [**সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও তারা জানতে পারে।**] বাদশাহের পানীয় পরিবেশনকারী ইউসুফ আঃ কে সম্বোধন করা শুরু করলেন তাকে [**হে ইউসুফ!**] বলে ডাকার মাধ্যমে। সে মূলতঃ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সতর্কীকরণ ও সম্মানসূচক [**হে**] অব্যয় ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। অতঃপর, সে তার সম্পর্কে জ্ঞাত প্রশংসা ও স্তুতি উল্লেখ করেছে [**হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী!**] বলে। সিদ্দীক বা সত্যবাদী গুণটি হল সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত, এটিকে অনুসন্ধান করা এবং এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে মিথ্যার দিকে ধাবিত না হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সত্যবাদিতা হল কথা ও কাজে বাস্তবতার অনুকুল হওয়া। এটি একটি সর্বব্যাপী গুণ ঐ ব্যক্তির জন্য যে সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অবিচল, সত্যবাদিতা যার বৈশিষ্ট্য, প্রতীক এবং উপাধী; যে এটিকে ধারণ করে কথা ও কাজে সত্যাবাদিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এখান থেকে মর্যাদাসম্পন্নদের তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। অতঃপর সে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছে যেমনটি মিশরের বাদশাহের জবানে বর্ণিত হয়েছে: [**সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন।**] এটি নির্দেশ করে বর্ণনার ক্ষেত্রে তার আমানত রক্ষা ও সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করার প্রতি। অতঃপর পানীয় পরিবেশক

ব্যক্তি ইউসুফ আঃ কে বলল, সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে যেতে চায় সেখানে, যেখান থেকে সে আগমন করেছে। [**যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও তারা জানতে পারে।**] সে আবেদন করেছে আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। [**যাতে**] আমি ব্যাখ্যা লাভ করি এবং প্রমাণ করতে পারি, যে ব্যক্তি স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে তার সম্বন্ধে আমি জানি। পানীয় পরিবেশক ব্যক্তিটি বাদশা ও তার সঙ্গীদের 'লোকজন' শব্দে সম্বোধন করার কারণ হল, তারা মিশরের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে। অনুরূপভাবে তার থেকে তারা সেই ব্যাখ্যা জানার অপেক্ষা করছিল যেই ব্যাখ্যা করতে তারা অপারগতা প্রকাশ করেছিল; যাতে তারাও এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা ইউসুফ আঃ এর মর্যাদা ও তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী; বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।

ইউসুফ আঃ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষেরা সাতটি উর্বর বছর পাবে এবং উক্ত বছরগুলোতে পূর্ণ মাত্রায় ফসল উৎপন্ন হবে। অতঃপর সাতটি খরার বছর আসবে যে বছরগুলোতে কোন কিছু উৎপন্ন হবে না। ইউসুফ আঃ বাদশাহের পানীয় পরিবেশককে সরাসরি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন: [**তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে**] অর্থাৎ, সাতবছর ধারাবাহিকভাবে চাষাবাদ করবে। [**অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ছাড়া বাকী সবগুলো শীষসহ রেখে দেবে।**] অর্থাৎ তোমরা এই উর্বর বছরগুলোতে যে শস্য কাটবে তা শীষসহ রেখে দিবে এবং শস্যকে শীষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না; যাতে পোকামাকড়ে খেয়ে না ফেলে। তবে সে শস্যগুলো শীষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে যা প্রতি বছর তোমাদের খাবারের জন্য প্রয়োজন হবে। তিনি তাদেরকে নির্দেশনা দিলেন অল্প পরিমাণ খেতে আর বেশি পরিমাণ রেখে দিতে যাতে উর্বর সাত বছরের পরে আগত কঠিন সাত বছরের জন্য রেখে দেয়া শস্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার সুক্ষ্মতার দিক হল, তিনি প্রয়োজনকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন; আর তা হল

শুধু খাওয়ার জন্য নির্ধারিত। [**যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে**] সাতটি উর্বর বছরের পরে আসবে খরা [**এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর**] অর্থাৎ, সাতটি কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর আসবে; যা মানুষের জন্য অনেক কঠিন হবে। [**যা আগে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকেরা তা খাবে; শুধুমাত্র সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ছাড়া।**] তোমরা যে ফসলগুলো উর্বর বছরগুলোতে তার শীষসহ সঞ্চয় করে রেখেছিলে এই দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে তোমরা তা খাবে [**শুধুমাত্র সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ছাড়া।**] যাতে এগুলো ফসল ফলানোর জন্য বীজ হিসেবে অবশিষ্ট থাকে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করবে। [**তারপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ ফলের রস নিংড়াবে।**] অর্থাৎ, সাতটি দুর্ভিক্ষের বছরের পর আসবে এমন এক বছর যে বছর মানুষদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, বৃষ্টিপাতের ফলে বছরটিতে কল্যাণকর ফসল উৎপন্ন হবে এবং মানুষেরা আঙ্গুর, তিল ও জয়তুনের রস নিংড়াবে। এখান থেকে আল্লাহর অনুগ্রহের বিষয়টি প্রতীয়মান হয় এবং বান্দাদেরকে দুর্ভিক্ষ দেয়ার বিষয়টি যাতে তারা পাপ থেকে ফিরে আসে এবং বিপদাপদ দীর্ঘস্থায়ী না হয়। বরং তিনি বিপদের পরে কল্যাণ দান করেন। আর এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের অন্যতম। অনুরূপভাবে তাঁর অনুগ্রহের মাঝে হল বাদশাহকে স্বপ্ন দেখানো; যাতে মানুষেরা তাদের কার্যকলাপে সতর্কতা অবলম্বন করে। বিশেষভাবে বাদশাহকে স্বপ্ন দেখানোর কারণ হল তিনি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল। তিনি ব্যতীত যদি তার উজীর বা সাধারণ কাউকে দেখানো হত তাহলে তিনি গুরুত্ব প্রদান করতেন না। তাকে দেখানো হয়েছে যাতে স্বপ্নটি ইউসুফ আঃ এর জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপলক্ষ হয়। এখান থেকে আমরা জীবনযাপনের জন্য সঞ্চয়, সংরক্ষণ, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বুঝতে পারি। কেননা এগুলো উপকরণ অবলম্বনের পর্যায়ভুক্ত। আর তার সঞ্চয় করা ও সংরক্ষণ করা ছিল ভবিষ্যতে জীবনে কি

ঘটতে যাচ্ছে এবং আল্লাহর পদক্ষেপের বিষয়ে জ্ঞান না থাকার দরুন। তাই এ ঘটনা পরিকল্পনা, অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দেয়।

﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرۡجِعۡ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسۡـَٔلۡهُ مَا بَالُ ٱلنِّسۡوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيۡدِهِنَّ عَلِيمٞ ٥٠ قَالَ مَا خَطۡبُكُنَّ إِذۡ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفۡسِهِۦۚ قُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمۡنَا عَلَيۡهِ مِن سُوٓءٖۚ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡـَٰٔنَ حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٥١ ذَٰلِكَ لِيَعۡلَمَ أَنِّي لَمۡ أَخُنۡهُ بِٱلۡغَيۡبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي كَيۡدَ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٢ * وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣ وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِينٞ ٥٤ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُۚ نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُۖ وَلَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٥٧﴾

অর্থঃ [**আর রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।**

রাজা নারীদেরকে বলল, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এতদিনে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এটা এ জন্যে যে, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, কেননা নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া

করেন। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল আস্থাভাজন। ইউসুফ বললেন, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। আর এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছে তার প্রতি আমার রহমত দান করি; এবং আমি মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।] আয়াত নং: ৫০-৫৭।

অতঃপর ঘটনা প্রবাহ আমাদেরকে মিসরের বাদশার প্রাসাদে নিয়ে গেছে, [**আর রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।**] পানি পরিবেশনকারী যখন বাদশা, তার উপদেষ্টা মণ্ডলী ও তার সভাসদকে বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ইউসুফ আঃ কি বলেছেন সে সম্পর্কে অবহিত করল, তিনি তাকে তিনি তাকে নিসে আসার আদেশ দিলেন, [**আর রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস।**] বাদশা তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তিকে ইউসুফ আঃ কে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন, যা প্রমাণ করে যে, এই স্বপ্ন যার ব্যাখ্যা করা বাদশা তার ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তাতে তাদের মস্তিষ্ক ও বিবেক পেরেশান হয়ে গিয়েছিল, ইউসুফ আঃ তার ব্যাখ্যা করতে পারায় বাদশা তার জ্ঞান ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অতঃপর বাদশার দূত ইউসুফ আঃ এর নিকট গেলেন [**অতঃপর যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল**] অর্থাৎ দূত যখন ইউসুফ আঃ এর নিকট

আসল, বাদশার নিকট তার উপস্থিতিতে বাদশার আগ্রহের খবর নিয়ে; ইউসুফ আঃ তাকে উত্তর দিলেন [**তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি!**] অর্থাৎ তুমি তোমার মুনিব বাদশার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বলঃ [**যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।**] অর্থাৎ যে নারীরা বাদশার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়েছিল এবং খাদ্য কাটার পারিবর্তে তাদের হাত কেটে দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বাদশাকে জিজ্ঞেস কর, তাদের হাত কাটার কারণ কী ছিল? যেন ঐ সমস্ত নারীদের ঘটনা পুনঃতদন্তের মাধ্যমে বাদশার নিকট স্পষ্ট হয় যে তার উপর কী পরিমাণ যুলুম করা হয়েছিল, এর মাঝে এই বার্তা রয়েছে যে, ইউসুফ আঃ এর বিরুদ্ধে নারীদের কঠিন চক্রান্ত ছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। আর তাদের সম্পর্কে তার জ্ঞান অতি সুক্ষ্ম। কেনন আরবী (عليم) শব্দের অর্থঃ ইলমের গভীরতা ও তার সকল অংশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, যার নিকট থেকে কোন কিছুই গোপন নয়। তাই তিনি দূতের সাথে দ্রুত বের হয়ে পড়লেন না, বরং তিনি এ ব্যাপারে দেরি করলেন, যেন বাদশার স্ত্রী ও তার সঙ্গীদের বিষয়টি এবং তার উপর যে যুলুম, অপবাদ ও জেল হয়েছে তা স্পষ্ট করণে স্বীয় লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং শুধুমাত্র বের হওয়ার বিষয়ে তার চিন্তা সীমাবদ্ধ থাকেনি যা তাকে বাদশার নিকট তার বিষয়টি সরাসরি পেশ করতে সুযোগ করে দিত, হয়ত তাকে সরাসরি কারামুক্তও করা হত স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তার জ্ঞানের ফযিলত জানার কারণে; বরং তিনি মানুষের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করতে ও তার নির্দোষিতা বাস্তবায়ন করতে চাইলেন। ইউসুফ আঃ এর হিকমত ও আল্লাহর তাওফীকে তিনি নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন [**তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি!**] শুধুমাত্র বাদশার স্ত্রীকে প্রশ্ন করতে বলেননি, বরং অন্যান্য নারীদের সাথে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; যদিও ঘটনা তার বাড়ীতেই ঘটেছিল এবং সে-ই

এই সাক্ষাতের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছিল। সম্ভবত এর কারণ হল নারীদের থেকে এর সাক্ষী, প্রমাণ, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ও প্ররোচনাদানকারীদের প্রকৃত অবস্থা বের করে আনা এবং বাদশার স্ত্রী কর্তৃক নারীদের নিকট ইউসুফ আঃ কে প্ররোচনা দেয়া ও তাদের সামনে তাকে কারারুদ্ধ করার হুমকি দেয়ার বিষয়টির স্বীকৃতি আদায় করা। অনুরূপভাবে তাকে এককভাবে উল্লেখ না করার মাঝে সম্মান, শিষ্টাচার ও তার স্বামীর হকের হেফাযত রয়েছে; যিনি তার মুনিব হিসেবে গণ্য ও যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায়। কেননা নারীরা বাদশার স্ত্রীর কর্মের ব্যাপারে তার বিপক্ষে ইউসুফ আঃ পক্ষের সাক্ষী।

আর [**যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি!**] বাক্যটি তাদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকিফহাল হওয়ার প্রশ্ন, যেন ঘটনার পিছনের রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে। সুতরাং যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত ঘটনার জানার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কেননা বাদশার স্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে, হয়ত সে তার মেধা দিয়ে হককে গোপন করার চেষ্টা করবে এবং ইউসুফ আঃ এর উপর যুলুমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবে। যা থেকে দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন ও মূল পয়েন্ট অনুধাবনের গুরুত্ব বুঝা যায় এবং কোন বিষয়কে এমন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে দেখা যাবে না যা তাকে আরো খারাপ করে, বরং এমন দৃষ্টিতে দেখতে হবে যা প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত করবে এবং ইনসাফ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। হতে পারে যে অপবাদ ও যুলুম প্রকাশ সরাসরি যালিমের পক্ষ থেকে হয়নি বরং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে হয়েছে।

অতঃপর ইউসুফ আঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এখানে ষড়যন্ত্র হয়েছে [**নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।**] তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, এটি নারীদের সমন্বিত ষড়যন্ত্র। কেননা তারা সুশোভিত করেছিল এবং ইউসুফ আঃ কে বাদশার স্ত্রীর আহবানে সাড়া দিতে ও তার

চাহিদা পুরণ করতে আদেশ করেছিল। আর হয়ত তাদের এই আহবানের ফলে তাদের জন্যও ইউসুফের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব করবে। বিশেষত যখন তারা ইউসুফ আঃ এর সৌন্দর্যে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে তাদের হাত কেটে দিয়েছিল; অন্তর ও বিবেকশূন্য হয়ে এমনকি অনুভূতিশূন্য হয়ে। যেহেতু তারা কোন অনুভূতি ছাড়াই তাদের হাত কেটে দিয়েছিল। সুতরাং ঐ সমস্ত নারীদের নিকট প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী রয়েছে যা বাদশার অত্যাচারী স্ত্রী গোপন করেছিল। ইউসুফ আঃ এর সুন্দর বক্তব্যের দিক হল তিনি কুমন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেননি বরং হাত কাটার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা তা অধিক প্রভাব বিস্তারকারী ও শক্তিশালী দলিল, যার মাধ্যমে তার পূর্বের কারণ ও উপকরণগুলো এবং তার পরের কারাভোগের বিষয় চলে আসবে। অনুরূপভাবে এটি তার সুন্দর বাচনভঙ্গি, শিষ্টাচার, ধৈর্য ও আল্লাহর তাওফীকের পরিচায়ক।

আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর ইউসুফ আঃ এর উত্তরের উপর ভিত্তি করে বাদশা সাড়া দিলেন [**রাজা নারীদেরকে বলল, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল?**] যা প্রমাণ করে যে, বাদশা আযীযে মিসরের স্ত্রী ও তার সাথে থাকা প্রসাদের নারীদেরকে ডেকে পাঠালেন, অতঃপর তিনি বাদশার স্ত্রী সহ নারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন [**রাজা নারীদেরকে বলল, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল?**] সুতরাং তাদেরকে বাদশার জিজ্ঞাসা ছিল অপবাদের জিজ্ঞাসা, যে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তাই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন (إِذْ) শব্দ দিয়ে, অর্থাৎ যখন তোমরা ছুরি দিয়ে হাত কেটে দিয়েছিলে। সুতরাং তাদেরকে বলেন নাই যে কোন ঘটনার কারণে তোমরা হাত কেটে দিয়েছিলে, বরং এর বাইরে গিয়ে তাদের থেকে সংঘটিত কর্মকে নিশ্চিত করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, এক তো বিষয়টি প্রচার হয়ে গেছিল, দুই তিনি ইউসুফ আঃ এর কথাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তার রাজসিক কাজের অভিজ্ঞতা ও বিষয়টি সমাধানের দৃঢ় ইচ্ছার কারণে তিনি স্বয়ং তা পরিচালনা

করেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এসবগুলোই ছিল ইউসুফ আঃ নিষ্কলুষতা প্রমাণের জন্য। [**তোমাদের কি হয়েছিল?**] আরবী (الخطب) বলা হয় বিরাট বিষয়কে। অর্থাৎ ইউসুফ আঃ এর এই বিরাট বিষয়ে তোমাদের কি হয়েছিল [**যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে**]। প্ররোচনাদানকারীদের মাঝে তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে, যেভাবে ইউসুফ আঃ হাত কাটার ক্ষেত্রে তাদেরকে একত্রিত করেছিলেন, যেন প্রকৃত প্ররোচনাদানকারীকে চেনা যায় এবং সকল ধরণের প্ররোচনাদানকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে; যা আযীযের স্ত্রীর পক্ষ থেকে খারাপ কাজ করার জন্য হয়েছিল এবং অন্যদের পক্ষ থেকে তাকে সে কাজে উৎসাহিত করার জন্য হয়েছিল। আবার হতে পারে যে বাদশা জেনেছিলেন যে, তারাও ইউসুফকে কিছুটা প্ররোচনা দিয়েছিল।

সুতরাং নারীদের উত্তর ছিল যা আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন তাদের ভাষায় [**তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।**] তারা বর্ণনা শুরু করল (حَاشَ لِلَّهِ) দ্বারা, অর্থাৎ আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আমাদের এমন বিষয় উল্লেখ করা থেকে যা তাঁর মাঝে নেই বা আমরা তার উপর মিথ্যারোপ করবো। [**আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।**] অর্থাৎ আমরা তার ব্যাপারে কখনোই কোন খারাপ জানিনা। তারা ইউসুফ আঃ থেকে সামান্যতম দোষকেও না করে দিল। কেননা বাক্যে (من) শব্দটি অংশ বিশেষ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তারা ইউসুফ আঃ থেকে সকলকে অস্বীকার করল। এটি ইউসুফ আঃ এর পবিত্রতা বর্ণনায় জোরদান। ফলে তারা সাক্ষ্য দিল যে, হারামে অগ্রগামী করে এমন যে কোন দোষ থেকে ইউসুফ আঃ মুক্ত। এই বর্ণনার একটি ফায়েদা হল, তারা আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলেনি, বরং শুধু ইউসুফ আঃ পবিত্রতা বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করেছে ও তাদের নিজেদের থেকে অপবাদকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের উত্তর নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা প্রত্যেকে তার নিজের সম্পর্কে কথা বলেছিল এবং তাদের নিকট আযীযের স্ত্রী

বিপক্ষে সাক্ষ্য চাওয়া হয়নি। সেসময় আযীযের স্ত্রী নিজেই সরাসরি স্বীকারোক্তি দিল [**আযীযের স্ত্রী বলল, এতদিনে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] তার উত্তর তিনটি বিষয়কে শামিল করেছে, প্রথমঃ [**এতদিনে সত্য প্রকাশ হল**] ঐ সমস্ত নারীদের পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি ও ইউসুফ আঃ এর পবিত্র বর্ণনার পর তার সামনে স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না [**এতদিনে সত্য প্রকাশ হল**] সে সময় উল্লেখ করল যখন সত্য থেকে পলায়নের কোন স্থান নেই [**এতদিনে**] অর্থাৎ এই মূহুর্তে [**সত্য প্রকাশ হল**] সত্য উন্মোচিত হল, যেখানে গোপনের কোন সুযোগ নেই, বাতিল থেকে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। [**আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম**]। তার উত্তরের এটি দ্বিতীয় বিষয়: [**আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম**]। আমি নিজেই তাকে প্ররাচনা দিয়েছিলাম, যা প্রমাণ কর যে ইউসুফ আঃ এর পক্ষ থেকে তাকে প্ররোচনা দেয়ার সমান্য কোন ঘটনা ঘটেনি। তৃতীয় বিষয়ঃ তার পক্ষ হতে ইউসুফ আঃ এর পবিত্রতা ঘোষনা [**আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।**] অর্থাৎ ইউসুফ আঃ সত্যবাদীদের একজন, যিনি সত্যবাদীতার গুণে গুণান্বিত, যারা কথা ও কর্মে মিথ্যা বলে না তিনি তাদের একজন। কেননা তার চলাফেরা বাস্তবতা মাফিক, সুতরাং তিনি তার বিপরীত করেন না।

অতঃপর আযীযের স্ত্রী তার বক্তব্যে নিজের প্রশংসা করতে উদ্যত হলেন [**এটা এ জন্যে যে, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।**] তিনি ইঙ্গিত সূচক (ذلك) শব্দ দ্বারা তার স্বীকারক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই স্বীকারক্তি এজন্য যে, যেন আমার স্বামী আযীযে মিসর জানতে পারে, আমি তার অনুপস্থিতিতে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে তার সাথে খিয়ানত করিনি। কেননা আমি তাকে পাইনি, তবে আমার পক্ষ থেকে ইউসুফ আঃ-কে প্ররোচনা দেয়া হয়েছিল; যা আমি স্বীকার করেছি। সুতরাং সে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়াকে অস্বীকার

করল। যা তার মেধা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর বহন করে। কেননা সে পরিস্থিতিকে স্বল্প ক্ষতির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কারণ অশ্লীল কর্ম সম্পাদনের চেয়ে প্ররোচনার ক্ষতি কম। অতঃপর এটাকে সে আল্লাহর হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত করেছে [**এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না**] কেননা আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের কর্মকে সঠিক করেন না, ষড়যন্তকে বিশুদ্ধ ও সহজতর করেন না এবং যে আমানতের খিয়ানত করে তাকে পথ প্রদর্শনও করেন না। বরং পরিণতিতে তাকে লাঞ্ছিত করেন। যা প্রমাণ করে, সে যে খিয়ানতের ইচ্ছা করেছিল আল্লাহ তা বাস্তবায়নের তাওফীক দেননি। সুতরাং ইউসুফকে তার আহবানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেছেন। আর আমার ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন, আমাকে তা বাস্তবায়নের পথ দেখাননি। শাওকানী রহঃ বলেন: অর্থাৎ তাকে অটল রাখেন ও শুদ্ধ করেননি, অথবা তাদের এমন ষড়যন্ত্রের পথ দেখাননি যা স্থায়ী প্রভাবকরূপে সংঘটিত হয়।[১] তাই এখানে পথপ্রদর্শনকে ষড়যন্ত্রের সম্পৃক্ত করা হয়েছে (**বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না**)। কেননা খিয়ানতকারীর কর্মে ষড়যন্তই অধিক প্রকাশ পায় এবং অন্যের উপর তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকে। ফলস্বরূপ সে তাওফীক প্রাপ্ত হয় না, অথচ বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যা স্পষ্ট করে যে, ষড়যন্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতিকে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে, তা দ্বারা শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রত্যেক মুমিনের জন্য বাস্তবিক শিক্ষা রয়েছে যে, সে যেন সকল ধরণের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকে। অনুরূপভাবে হেদায়াতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করার প্রমাণ করে এবং তিনিই হলেন সকল বিষয়ের পরিচালক ও তাওফীকদাতা। আর এটা তার ও তার সম্প্রদায়ের শিরক ও পাপ মুক্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করেন না। কেননা শিরকের মাঝে আল্লাহকে স্বীকার করা ও

(১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/৩৪)।

অন্যকে তাঁর অংশীদার হিসেবে সাব্যস্ত করার সমন্বয় হয়। বিশেষত আমরা যদি এর সাথে নারীদের বক্তব্যকে মিলিয়ে নেয় [**এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] এই বক্তব্য তাদের ঈমানের প্রমাণ বহন করে, সুতরাং তাদের কথা [**অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য!**] এবং [**এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।**] এর মাঝে ঈমানের প্রমাণ রয়েছে।

তারপর, আজিজে মিসরের স্ত্রী মানব প্রকৃতির বাস্তবতা বর্ণনার দিকে অগ্রসর হলেন, যাতে এর মাধ্যমে তার উপর আসা নিন্দা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তিনি মানবিক ত্রুটির প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করলেন এবং নিজেকেই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলেন [**আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা**] নিজেকে নির্দোষ দাবি করছি না; যে আমার থেকে ভুল হতেই পারে না। নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করছি না, কারণ আমারও ভুল হতে পারে। হয়তো তিনি সৎ ছিলেন, কিন্তু ইউসুফের সৌন্দর্য এবং শয়তানের প্ররোচনা তাকে যে পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়েছিল ও তার মাধ্যমে প্ররোচনা সংঘটিত হয়েছিল। এই বাস্তবতা সাব্যস্তকরণ প্রমাণ করে যে, মানুষকে সবসময় সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে, সেই সব পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। তিনি নিজেকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত করার পর [**আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা**] সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দিকে অগ্রসর হলেন [**কেননা নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।**] তিনি মানব প্রকৃতির হাকিকত সাব্যস্ত করলেন। [**কেননা নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে**] এখানে সাধারণভাবে বলেছেন যাতে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেন অন্যরাও এ হাকিকতে যুক্ত হয়, তা থেকে নিজেকে মুক্ত মনে না করে ও নিজেকে নির্দোষ না ভাবে। সবাই মন্দ প্ররোচনায় আক্রান্ত হয়। এতে তিনি তার স্বামী, রাজা ও সকল মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ

করেছেন, যেন কেউই নিজেকে পবিত্র দাবি করতে পারে না, কারণ আত্মা সবসময় মন্দের দিকে ধাবিত হয়।

সুতরাং কেউই নিজেকে নির্দোষ দাবী করতে পারে না। আমি যদি এ বিষয়ে জড়িত হয়ে থাকি তবে অন্যরাও তাতে জড়িত হতে পারে বা অন্য কোন খারাপ কাজে [**কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।**] অর্থাৎ আল্লাহ যাকে রহমতত ও তাওফীক দ্বারা রক্ষা করেছেন সে ব্যতীত। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত ও সফলতা দ্বারা সুরক্ষিতদের ব্যতিক্রম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আত্মার অবস্থা তিনটি: মন্দের প্ররোচক (إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ), দ্বিতীয়টি: নাফসে লাওয়ামা; যেটি সূরা কিয়ামাহর মাধ্যে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন ﴿وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ [**আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার।**] যা পাপের জন্য নিজেকে নিন্দা করে এবং তৃতীয়টি: নাফসে মুতমাইন্না যা সূরা আল-ফজরে বর্ণিত হয়েছে ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ﴾ [**হে প্রশান্ত আত্মা!**] যা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে সে ব্যপারে সন্তুষ্ট এবং পাপের দিকে আকৃষ্ট হয় না।

তার কথা [**কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।**] প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বেশি ছিল। তার কথায় এবং তার জাতির কিছু লোকের কথায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায়। তবে এতে বাধা নেই যে তারপরও তারা শিরকের মধ্যে ছিল, কারণ মুশরিকও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে তারা ঐ মূর্তিদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। তারপর, তিনি সবার সামনে ব্যাখ্যা করলেন যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু "إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [**নিশ্চয়ই আমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।**] তিনি আল্লাহর রুবুবিয়াত সাব্যস্ত করলেন "إن ربي" (নিশ্চয়ই আমার **রব**) তিনি পাপ ক্ষমা করেন ও তা গোপন রাখেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু। যা ইঙ্গিত দেয় যে তিনি তার এবং

যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের পাপ গোপন রাখা ও ক্ষমা করার আবেদন করছেন।

যখন রাজার ইউসুফ আঃ-এর নিষ্কলুষতা, সততা, জ্ঞান, মর্যাদা, বিশ্বস্ততা এবং অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকার শক্তি স্পষ্ট হল, তখন তিনি ইউসুফকে প্রাধান্য দিতে ও নিজের খাস ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন; দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করার জন্য। **[আর রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।]**

[আমার কাছে নিয়ে আস।] রাজার এই কথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ইউসুফ মহিলাদের সাথে রাজার কথা বলার সময় রাজপ্রাসাদের বাইরে ছিলেন। মহিলাদের সাথে রাজার কথা বলার পর, রাজা তাকে ডেকে পাঠান এবং আশপাশের লোকদেরকে বলেন, **[আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব।]** রাজা ইউসুফ আঃ-কে নিজের জন্য নিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সাথে কথা বলার পূর্বেই, কারণ তিনি ইউসুফের অসাধারণ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ইউসুফ আঃ একজন অনন্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। **[আর রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব।]** আমি তাকে আমার খাস ব্যক্তিতে পরিণত করব, আর এটা খাস করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর, যাতে তিনি বাদশার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোন। এটা আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ ছিল, যিনি ইউসুফকে ক্রমাগত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। কঠিন সময় ও পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে শক্তিশালী ও সফল করেছিলেন, এবং প্রতিটি কঠিন সময় থেকে বিজয়ী করে বের করেছিলেন। তিনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন তার ভাইদের ক্রোধ থেকে, অন্ধকার কূপ থেকে, পণ্য হিসেবে বিক্রি হওয়া থেকে, আজিজের স্ত্রীর প্ররোচনা

থেকে, জেল থেকে; যেন বাদশা তাকে চয়ন করেন এবং তার প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন নেন ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাকে সবার উপরে প্রাধান্য দেন।

এরপর মিসরের বাদশা ইউসুফ আঃ এর সাথে সরাসরি কথা বললেন, [**তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল**] এটি প্রমাণ করে যে ইউসুফ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন, বাদশা তাকে নিজের জন্য খাস লোক হিসেবে চয়ন নেয়ার পর। অতঃপর বাদশা তাকে বললেন: [**তখন রাজা বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।**] আজ থেকে তুমি একটি উচ্চ ও সম্মানিত স্থানে পৌঁছেছ কেননা তুমি [**মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।**] [**মর্যাদাশীল**] অর্থ উচ্চস্থান ও মর্যাদাপূর্ণ, যা তোমার মন যা কিছু চাই তা অর্জনের সক্ষমতা প্রকাশ করে এবং [**আস্থাভাজন**] অর্থ তোমার উপর অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। এই প্রসঙ্গটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি একটি সাধারণ ও সার্বিক বিষয় ছিল [**মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।**] এটি একটি উচ্চ মর্যাদা এবং রাজার ইউসুফ আঃ এর প্রতি মহা আস্থা, যা প্রমাণ করে যে ইউসুফ আঃ যখন বাদশার সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ প্রদত্ত তার জ্ঞান ও মর্যাদার সাথে কথা বলেছিলেন, যা রাজাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে তার সামনে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যার উন্নত চিন্তাধারা, বিশুদ্ধ বাচন ভঙ্গি, উত্তম আচরণ, গভীর জ্ঞান, কথার ব্যাখ্যা, আমানত আদায়, মানসিক নিরাপত্তা, শক্তিশালী মতামত ও সম্মানজনক চরিত্র ধারণে ক্ষেত্রে কোন তুলনা নেই।

এতে বোঝা যায় যে আল্লাহ তাআলা ইউসুফকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী দিয়েছেন, যা মিসরের রাজাকে তাকে বেছে নেওয়া ও তাকে ক্ষমতায়িত করার কারণ হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রাধান্য দেয়া, তাদের কাজের সুযোগ দেওয়া ও পদে অধিষ্ঠিত করার গুরুত্ব প্রকাশ করে। আর এটি একজন ব্যক্তির সততা ও সক্ষমতার গুণ ধারণ করার গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং ব্যক্তি তা জীবনে উদ্দীপনা নিয়ে চর্চা করবে। যাতে তা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আর কাউকে প্রাধান্য দেয়ার মূল কারণ যেন হয় সক্ষমতা ও বিশ্বস্থতা এবং সততা ও

আমানতদারিতা। ইউসুফ আঃ ছিলেন জেলে বন্দী, বাদশার প্রাসাদে তার কোন বিশেষ মর্যাদা ছিল না, কিন্তু এটি তাকে চয়ন করতে ও ক্ষমতায়ন করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে হবে আল্লাহ তাকে যে উত্তম বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র দিয়েছেন তার আলোকে।

ইউসুফ রাজার কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান সুচক কথা শোনার পরে [**ইউসুফ বললেন, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।**] রাজা নিকট থেকে দেশের সম্পদ ও উপার্জন সম্পর্কিত ধনভান্ডারের দায়িত্ব ও তা বন্টনের ক্ষমতা চাইলেন। বিশেষ করে সামনে সাত বছরে উর্বরতা এবং সমৃদ্ধি আসছে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ ও শস্য ভান্ডাবেরর অপ্রতুলতা আসছে, যা পরিচালনার জন্য উচ্চ দক্ষতাসপন্ন ব্যক্তি প্রয়োজন, যেন দুভিক্ষের সাত বছরের বিপদ মোকাবেলা করতে পারে। ইউসুফ আঃ রাজাকে নিশ্চিত করলেন যে তিনি সেই ভান্ডারের [**উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।**]

তিনি পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের রক্ষক, গনিজসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালনকারী, সম্পদের উপর হেফাজতকারী এবং খরচের দায়িত্বশীল। তিনি জানতেন সঙ্কটের বছরগুলো সম্পর্কে, তিনি জানতেন কি পরিমাণ খরচ করতে হবে উর্বর বছরের জন্য এবং কতটুকু সঞ্চয় থাকবে সঙ্কটের বছরের জন্য। এটি সঙ্কটের বছরগুলোতে জনগণকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার ইউসুফ আঃ এর আগ্রহের অংশ ছিল। আর যাতে জনগণকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করা যায় এবং তাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। এটি প্রমাণ করে যে, অপরিচিত লোকদের নিকট বিশেষ গুণাবলীর ও পরিচয় প্রকাশে দোষের কিছু নেই, যদি তাতে অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

এটি ইউসুফ আঃ এর জন্য ছিল সঠিক দ্বীন প্রচার করা এবং জনগণকে তার চারপাশে সমবেত করার একটি মাধ্যম। অনুরূপভাবে তার এই আবেদনে রাজার থেকে দেশের সামনে আসন্ন সঙ্কটের বিষয়ে বাদশার আতঙ্ক ও উদ্বেগ কমিয়ে দিবে। এটি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

ইউসুফের আঃ কথা বিশেষ পদ প্রার্থনা ছিল না, বরং এটি ছিল উপযুক্ত চয়ন। কেননা রাজা তার উপর দ্রুত দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন: [**আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।**] এতে ইউসুফ আঃ এর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে, যা তিনি তার পিতাকে বর্ণনা করেছিলেন যেমনটি সুরার প্রথমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে তিনিই ইউসুফকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন: [**আর এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম;**] যেমনভাবে আমি তাকে তার ভাইদের থেকে রক্ষা করেছিলাম, কুপের অন্ধকার থেকে বের করেছিলাম, এবং রাজার হৃদয়কে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারপর রাজা তার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন। আমি তাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছি, যা তাকে মিশরের ভূমিতে কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল [**আর এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম;**] এবং মিশর দেশে তার আদেশ ও নিষেধ কার্যকর করেছি। [**আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম;**] এই শব্দটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালাই ইউসুফ আঃ-কে মিশরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তা অর্জনের পথগুলো সহজ করে দিয়েছিলেন। ফলে তার পরিচালনা বাদশার পরিচালনার মত হয়ে গেছিল। কেউ তার সাথে কোন বিষয়ে তর্ক করত না, আর তার আদেশ বাস্তবায়ন করা হত। আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষমতায়নের সমন্ধ নিজের দিকে করেছেন: [**আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম;**] আল্লাহ তায়ালা তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যা ক্ষমতায়নে পৌছার ক্ষেত্রে স্থীয়িত্বে নির্দেশনা প্রদান করে, আর তা পরিচালনা এবং কার্য সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত।

এটি স্পষ্ট করে যে আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে ক্ষমতায়িত করেন, তবে তার জন্য কারণগুলোকে সহজ করে দেন। ফলে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না, বা আল্লাহ তাকে যে ছোট-বড় বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছেন তা বাতিল করতে পারে না। এটি একটি আক্বিদাগত বিশ্বাসের বিষয় যা মুমিনের আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে: [**আর এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম;**

সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন।] আল্লাহ তায়ালা তাকে মিশরের আরও ক্ষমতা দিয়েছেন, যেন সে রাজা। ফলে তার আদেশ ও নিষেধের বাস্তবায়নে পুরোপুরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হোন, এমনকি রাজা তার নির্দেশনার ভিত্তিতে আদেশ জারি করতেন। মিশরের লোকেরা তার আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলত, ফলে তার পূর্ণ ক্ষমতায়ন ঘটেছিল। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: [তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন।] অর্থাৎ তিনি যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারতেন, কেউ তাকে বাধা দিতে পারত না বা তার আদেশ-নিষেধ অমান্য করতে পারত না। বরং তার পূর্ণ ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হত। এই সবগুলোই ছিল আল্লাহ তায়ালার তাওফীকে, কারণ তিনিই ইউসুফ আঃ-এর জন্য কারণগুলো সহজ করে দিয়েছেন যা তাকে ক্ষমতার শীর্ষে উন্নীত করেছে।

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: [আমি যাকে ইচ্ছে তার প্রতি আমার রহমত দান করি] অর্থাৎ, আমি নবুয়ত, মুক্তি, এবং ক্ষমতায়নের মতো আমাদের নিয়ামত যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করি; যাতে স্পষ্ট হয় যে আল্লাহর ইচ্ছা সবকিছুর উপরে। তিনি যাকে ইচ্ছা নবুয়ত, সম্মান, জ্ঞান, বা অন্য যেকোন কিছু তার মহান করুণার মাধ্যমে প্রদান করেন। তদুপরি, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের কাজ বৃথা যেতে দেন না: [এবং আমি মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না।] তাই সৎকর্মশীলদের কাজ তাদের প্রভুর কাছে কখনও নষ্ট হবে না, বরং তিনি তা তাদের জন্য সংরক্ষণ করবেন, তার বিনিময় তাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করবেন এবং তাদের পুরস্কৃত করবেন। এতে প্রতিটি মুমিনকে সৎকর্মশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে সে তার অংশ অর্জন করতে পারে এবং ইউসুফ আঃ এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পরকালে তার মহা অনুগ্রহরে সংবাদ দিয়েছেন [আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।] আমি মুমিনদেরকে পরকালে যে কল্যাণ দান করব তা তারা দুনিয়াতে যে প্রতিদান লাভ করে তার চেয়ে মহা উত্তম। আর

এটি সকল মুমিন মুত্তাকীদের জন্য। আর ইউসুফ আঃ এর বিষয়টি হল তাকে পরকালে যা দান করব, তা দুনিয়াতে তাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে উত্তম। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন যখন তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, ফলে ঈমান ও তাকওয়ার সমন্বয় ঘটায়; তার জন্য পরকালে আল্লাহর নিকট দুনিয়ায় যা অর্জন করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। এর এটি মুমিনের নিকট তাকওয়ার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে; যে তাকওয়ায় পাপকে ভয় করে তা বর্জন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে সে অনুযায়ী আমল করা সমন্বিত থাকে।

﴿وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ٱئۡتُونِي بِأَخٖ لَّكُم مِّنۡ أَبِيكُمۡۚ أَلَا تَرَوۡنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلۡكَيۡلَ وَأَنَا۠ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ ٥٩ فَإِن لَّمۡ تَأۡتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيۡلَ لَكُمۡ عِندِي وَلَا تَقۡرَبُونِ ٦٠ قَالُواْ سَنُرَٰوِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ٦١ وَقَالَ لِفِتۡيَٰنِهِ ٱجۡعَلُواْ بِضَٰعَتَهُمۡ فِي رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَعۡرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٦٢ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيهِمۡ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكَيۡلُ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٦٣ قَالَ هَلۡ ءَامَنُكُمۡ عَلَيۡهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمۡ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبۡلُ فَٱللَّهُ خَيۡرٌ حَٰفِظٗاۖ وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٦٤ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمۡ وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمۡ رُدَّتۡ إِلَيۡهِمۡۖ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبۡغِيۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتۡ إِلَيۡنَاۖ وَنَمِيرُ أَهۡلَنَا وَنَحۡفَظُ أَخَانَا وَنَزۡدَادُ كَيۡلَ بَعِيرٖۖ ذَٰلِكَ كَيۡلٞ يَسِيرٞ ٦٥ قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمۡۖ فَلَمَّآ ءَاتَوۡهُ مَوۡثِقَهُمۡ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٞ ٦٦﴾

মহান আল্লাহ বলেন: [আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল। অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।* আর তিনি যখন তাদেরকে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।* কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না।* তারা বলল, তার ব্যাপারে আমরা তার পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।* ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে।* অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের

সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পরিমাপ করে রসদ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।* তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তোমাদেরকে তার ভাই সম্বন্ধে? তবে আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।* আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আরো এক উট বোঝাই পণ্য আনব; ঐ পরিমাণ শস্য অতি সহজ।* পিতা বললেন, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা বেষ্টিত হয়ে পড় (তবে ভিন্ন কথা)। তারপর যখন তারা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।] আয়াত নং: ৫৮-৬৬।

এরপর ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে ইউসুফ আঃ এর যমীনের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বশীল হওয়ার পর, দূর্ভিক্ষের বছরগুলোতে নিয়ে গেছে। তার ভাইয়েরা ফিলিস্তিনের কেনান অঞ্চল থেকে মিসরে তার নিকট এসেছে খাদ্য অনুসন্ধান করতে। আরবী মিরা (ميرة) শব্দের অর্থ হল সে খাদ্য যা কয়েক বছর সংরক্ষণ করে রাখা যায়, অথবা যা মানুষ সফরের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। এখানের পটভূমী বছর ও ঘটনা প্রবাহকে সংক্ষিপ্ত করে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে সেখানে নিয়ে গেছে; যাতে মানুষ দ্রুত সময়ের প্রস্থান ও অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করতে পারে। মূলত দূর্বল শক্তিশালী এবং শক্তিশালী দূর্বল হয়ে পড়েছে; যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে হুকুম একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি যেভাবে চান পরিবর্তন করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য

করেন এবং তিনি হেকমতের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। [**আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল। অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।**] ইউসুফের ভাইয়েরা সে স্থান দিয়ে প্রবেশ করল যেখান দিয়ে সাধারণত মানুষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। [**আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল।**] প্রমাণ করে যে, ইউসুফ আঃ নিজেই ধনভাণ্ডার পরিচালনা করতেন। যেহেতু তারা তার নিকট প্রবেশ করেছিল। আর তিনি তা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বন্টন করতেন। আল্লাহর বাণী [**আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল**] প্রমাণ করে যে, তার সব ভাই এসেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল দশজন। আর তাদের সকলের একত্রে আশা প্রমাণ করে যে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ ব্যক্তি সংখ্যার সমানুপাতিক। অনুরূপভাবে তারা অধিক সংখ্যায় এসেছিল যাতে একটা দল হতে পারে; যেন তাদের ক্ষতি করার কেউ দুঃসাহস না দেখায়। অত্র আয়াাতে উপকরণ গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে, কেননা ইয়াকুব আঃ একজন নবী অথচ তিনি খাদ্য সংগ্রহের জন্য তার সন্তানদেরকে অন্য দেশে প্রেরণ করছেন।

আর এখানেই চেনা-অচেনার বিষয়টি ঘটল [**অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।**] অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ইউসুফ আঃ তার ভাইদেরকে চিন্তে পারলেন। এটা মূলত ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক এবং আল্লাহ তাকে যে ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা দিয়েছিলেন তার ফল। অথচ তার ভাইদের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাকে চিন্তে পারল না। যা প্রমাণ করে যে, কখনো একক ব্যক্তির বিচক্ষণতা আল্লাহ তাওফীক দিলে একদল লোকের চেয়েও বেশি হতে পারে। আরো প্রমাণ করে যে, তাকে কূপে নিক্ষেপের সময় সে ছোট ছিল, এখন বড় হওয়ার পর তার অবয়ব পরিবর্তন হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল প্রায় সাত বছর, তাই এখন তাকে তাদের নিকট অপরিচিত লেগেছিল তার অবয়ব পরিবর্তন হওয়ার কারণে। [**কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।**] এই বাক্য থেকে বুঝা

যায় তাদের হৃদয়ে সামন্য কল্পনাও আসেনি কিংবা সন্দেহ জাগেনি যে, তিনি ইউসুফ আঃ হতে পারেন। কাজেই তিনি তাদের নিকট একেবারেই অপরিচিত ছিলেন। পক্ষান্তরে [**অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন**] বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে, তারা তার ভাই মর্মে তিনি পূর্ণ নিশ্চিত। তিনি প্রথম দেখাতেই তাদেরকে চিন্তে পেরেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, জ্ঞান, বিদ্যা ও বিচক্ষণতা আল্লাহর পক্ষ হতে, যা অন্তর্দৃষ্টিকে শক্তিশালী ও সঠিকপথে পরিচালিত করে। আর কোন বিষয় মূলত আধিক্যের উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে আল্লাহ পক্ষ হতে দান, তাওফীক ও হেদায়াতের উপর।

অতঃপর ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে নিয়ে গেছে ইউসুফ আাঃ এর গভীর হিকমত বর্ণনার দিকে [**আর তিনি যখন তাদেরকে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন**] অর্থাৎ যখন তাদের বাহন ও প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করে দিলেন। এখানে বাক্যের প্রকাশ ভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, তাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুত করে দিলেন, কোন কিছুতে ঘাটতি রাখলেন না। তাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছু প্রস্তুত করার পর এবং যখন তারা তৃপ্ত হল যে তাদের আসার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন: [**তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস।**] এই দাবী প্রমাণ করে যে, তাদের মাঝে পূর্বে কথোপকথন হয়েছিল যার মাধ্যমে তাদের অবস্থা, তার পিতার এবং সহোদর ভাইয়ের অবস্থা জেনেছিলেন। যার ফলে তিনি এই দাবী করেছিলেন।

[**তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস।**] ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তাদের ভাই বিনইয়ামিন সম্পর্কে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ও তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জেনেছিলেন, তিনি তাকে পরবর্তীবার উপস্থিত করার জন্য তাদেরকে বললেন, যেন তারা বেশি করে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, আর এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ণ দানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। [**তোমরা কি দেখছ না যে, আমি**

মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।] এখানে তাদেরকে পুনরায় ফিরে আসা এবং তাদের ভাইকে সাথে আনার মাধ্যমে বেশি খাবার সংগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তারপর বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছেন সম্মতিসূচক প্রশ্নের মাধ্যমে; যা তার পূর্ণ দান ও আতিথিয়তার স্বীকৃতি দেয়। [**তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।**] অর্থাৎ তোমরা কি দেখছ না যে, আমি তোমাদেরকে পরিমাপে পূর্ণ মাত্রায় দিচ্ছি, সামান্যতম কম করছি না। অনুরূপভাবে [**আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।**] অর্থাৎ আমি মেহমাদের পূর্ণাঙ্গ সম্মান করছি। সুতরাং আমিই উত্তম অতিথিপরায়ণ। [**আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।**] এখানে সকল মেহমানদের কথা বলা হয়েছে, তার ভাইয়েরা হোক বা অন্য কেউ হোক; শুধু তাদেরকেই খাস করেন নি। যা তার উত্তম চরিত্র ও উন্নত চিন্তাধারার প্রমাণ বহন করে। এতে প্রমাণ রয়েছে যে, প্রয়োজনে মানুষ তার ভাল গুণ বর্ণনা করতে পারে; কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য, অহংকার করার জন্য নয়। কেননা ইউসুফ আঃ তার ভাল কাজের প্রশংসা করেছেন, [**তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।**] এখানে দুটি বিষয় স্বচক্ষে দেখার কথা বলা হয়েছে, এক: পরিমাপ ঠিক মত দেয়া, দুই: মেহমানদের ভালভাবে মেহমাদারিত্ব করা। আর তাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে।

ইউসুফ আঃ এর উত্তম কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হল, তিনি তাদের মেহমাদারিত্ব করা ও পূর্ণাঙ্গ খাদ্য সামগ্রী প্রদানের পর তাদের সাথে তার ভাইয়ের বিষয়ে কথা বলেছেন; যেন তারা প্রশান্তি পায় এবং তার সাথে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারে। যা প্রমাণ করে যে, মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রথমে প্রয়োজন পূরণ করতে হবে তারপর তার সাথে কথা বলতে হবে; কেননা এতে তার ব্রেইন যেকোন ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবে। এজন্যই নবী সাঃ এর নিকট যখন হাকীম বিন হিযাম

রাঃ ছাগল চেয়েছিলেন, তিনি তাকে দিয়েছিলেন, সে পুনরায় চাইলে তিনি আবারো দেন, তারপর তিনি তাকে নসীহা করেন। হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর বললেনঃ (হে হাকীম, এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয়না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুদা মেটেনা।)[1]

ইউসুফ আঃ তার ভাইদেরকে উৎসাহিত করার পর, সতর্কীকরণ কৌশল ব্যবহার করেছেন। [**কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না।**] তাদের খাদ্য সামগ্রী লাভের জন্য তার ভাইকে নিয়ে আসার শর্ত করলেন। যদি তারা তাদের ভাইকে না নিয়ে আসে তবে তিনি তাদের নিকট খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করবেন না। যা প্রমাণ করে যে, তিনি জানতেন প্রয়োজনের তাগিদে তাদেরকে অবশ্যই আবার আসতে হবে। [**তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না।**] অর্থাৎ তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবো না এবং মেহমানের সম্মানও তোমরা পাবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।

ইউসুফ আঃ এর পরিস্থিতি পরিচালনা করার দক্ষতা এবং তার ভাইকে কাছে রাখার তীব্র ইচ্ছার ক্ষেত্রে তার হিকমত প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার নববী হিকমতের পাশাপাশি কৌশলগত পরিকল্পনার দক্ষতার প্রকাশ ঘটে, যা

(১) সহীহ বুখারী (২/২৮৯-২৯০, হা: ২৭৫০)।

সমাপ্তিতে একটি সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল পরিস্থিতি পরিচালনার চিত্র তুলে ধরে।

তার ভাইয়েরা তার অনুরোধ মেনে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা সেই ব্যাপারে চেষ্টা করবে হবে। [**তারা বলল, তার ব্যাপারে আমরা তার পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।**] আমরা তার বাবাকে সম্মত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবো এবং তাকে আমাদের সাথে আনার জন্য সচেষ্ট হবো। কারণ "মুরাওয়াদা" শব্দটি পুনরায় চেষ্টা এবং অনুরোধের কঠোর পরিশ্রম করা বোঝায়। [**তার ব্যাপারে আমরা তার পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব**] তাদের এই কথাগুলো প্রমাণ করে যে তাদের বাবা ছেলে বেনিয়ামিন সম্পর্কিত বিষয়ে তাদেরকে বিশ্বাস করেন না; তারা ইউসুফ আঃ এর সাথে যা করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। তাকে তাদের সাথে আনা সহজ কাজ নয়। তারপর তারা তাকে আনার ব্যাপারে দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়ে বলল: [**আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।**] এবং আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবকিছু করবো যাতে তাকে আমাদের সাথে নিয়ে আসা যায়। তাদের **"আমরা"** শব্দটির ব্যবহার প্রমাণ করে যে তারা সবাই একত্রে তাকে নিয়ে আসার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই, যা প্রমাণ করে যে তারা একটি দল এবং ঐক্যবদ্ধ; যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে একতার শক্তির প্রভাব প্রমাণ করে, সিদ্ধান্তটি সঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন।

তারপর প্রেক্ষাপট নিয়ে যায় ইউসুফ আঃ এর তার ভাইদের সাথে কথোপকথন শেষ হওয়ার পর কি করলেন সে দিকে। [**ইউসুফ তার কর্মচারীদেরকে বললেন, তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে।**] ইউসুফ আঃ তার দাসদের যারা মালপত্র তুলে দিচ্ছিলেন তাদের আদেশ দেন যে তারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের জন্য যে মূল্য নিয়ে এসেছিলেন তাদের যে পণ্যগুলো তাদের ব্যাগে রেখে দিতে।

[**তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও**] তারা খাদ্যমূল্য হিসেবে যা দিয়েছে তা তাদের মালপত্রে রেখে দাও। বিদায়াহ (البضاعة) বলা হয় ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত বস্তুকে। এটা তারা মিসর থেকে যা ক্রয় করবে তার মূল্য হবে। এটা ছিল পণ্য দিয়ে পণ্য ক্রয়। ইউসুফ আঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রে ফেরত দিতে বললেন। [**তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও।**] আর রিহাল (الرحال) বলা হয় যা সফরের জন্য প্রস্তুত করা হয়। তিনি তাদের পণ্য ফিরিয়ে দিলেন তাদেরকে মালপত্র দেওয়া সত্ত্বেও। এতে দেখা যায় যে ইউসুফ (আঃ) তাদের কোনো মূল্য না নিয়েই তাদের পণ্য দিয়েছেন।

এই লোড-আনলোডের কাজে নিয়োজিত খাদেমেদের "ফিতিয়া" (الفتية) বলা ইঙ্গিত করে যে তারা তরুণ ছিল। তিনি সঠিক ব্যক্তিদের নির্বাচন করেছিলেন যারা প্রাণীর পিঠে মালামাল লোড-আনলোড করতে পারবে। [**তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও**] আরো প্রমাণ করে যে, ইউসুফ আঃ এর খাদেমরা ছিল খাদ্য প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রস্তুত করার দায়িত্বে। আর আগমনকারীদের অতিথি হিসেবে সমাদর করা হত, এমনকি তাদের মালপত্রের দড়িগুলোও বেঁধে দেওয়া হত। যদি এমন না হত, তবে ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তাদের মালামাল সম্পর্কে জানতে পারত এবং তাদের পণ্য চিনতে পারত। কিন্তু তারা তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর আগে তা জানতে পারেনি।

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা পুনরায় তাদের মালপত্রে মূল্য ফেরত দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন, [**যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে।**] তাদের নিজ আবাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার পর তারা তাদের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যা তারা দিয়েছিল তা দেখা হয়ত তাদের ফেরত আসার কারণ হবে, কারণ বিনামূল্যে রসদ নেওয়া ইয়াকুব আঃ গ্রহণ করতেন না। তাই তিনি তার পুত্রদের সেই মালপত্রের মূল্যসহ

ফেরত পাঠাবেন। এটা ইঙ্গিত দেয় ইউসুফ আঃ-এর প্রজ্ঞা এবং আল্লাহ বিষয়গুলো পরিচালনাতে তাকে যে কৌশল ও জ্ঞান দিয়েছেন তার দিকে।

উলামাগণ পুনরায় মালপত্র ফেরত দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন; ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ইউসুফ আঃ ভয় পেয়েছিলেন যে তার পিতার কাছে তাদের পরবর্তী সফরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকতে পারে, তাই তিনি তাদের মুদ্রাগুলো তাদের ব্যাগে রেখে দিলেন।

যহ্হাক বলেন, ইউসুফ আঃ চেয়েছিলেন যে তারা যখন তাদের মালপত্র চিনতে পারবে তখন ফেরত না দিয়ে তা রেখে দিতে পারবেনা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তার পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করলেন, বিশেষত যখন তাদের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।[1] ইউসুফ আঃ হয়ত উলামাদের উল্লেখিত এই সব কারণেই মালপত্র ফেরত দিয়েছিলেন, যাতে তার পিতা ও ভাইদের জন্য সুবিধা হয় এবং তারা তার কাছে ফিরে আসার কারণ হয় অথবা তিনি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও মেহমানদারিত্ব করার আশায় তা করেছিলেন।

কুরআন এ বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছে: [**ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে।**] "যাতে তারা আবার ফিরে আসে" এই বাক্যাংশটি মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যটি ব্যাখ্যা করেছে, তা হল তাদের ফিরে আসা এবং অন্যান্য কারণগুলোও এর সাথে একত্রিত হতে কোন সমস্যা নেই; যা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের শাখা বা উপশাখা হতে পারে।

তারপর মহিমান্বিত প্রেক্ষাপটটি ইউসুফের ভাইদের তাদের দেশে ফিরে আসা এবং তাদের পিতাকে সবচেয়ে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দেওয়ার অবস্থা বর্ণনা করার দিকে নিয়ে গেছে, তা হল, তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/১৮৯)।

বন্ধ হয়ে গেছে (**অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।**] এটি ইউসুফ আঃ এর কথার উপর ভিত্তি করে ছিল [**কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না।**] এটি ছিল একটি শর্ত। তারপর তারা তাদের পিতার কাছে সমাধানের বিষয়টি দাবী করল [**কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পরিমাপ করে রসদ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।**] আমাদের সাথে আমাদের ভাই বেনিয়ামিনকে পাঠান যাতে সে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে এবং আমরা তার সাথে থাকবো এবং তাকে যে কোনও ক্ষতি বা বিপদ থেকে রক্ষা করবো।

এই কথাটি তাদের ব্যাগে থাকা জিনিসগুলো খোলার আগে বলা হয়েছিল, যেমনটি পরে স্পষ্ট হবে। তাদের ভাইকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়া এই সমস্যার সমাধানের শর্ত হয়ে দাঁড়াল। এতে কথা সাজানোর তীক্ষ্ণ দক্ষতা, সমস্যা উপস্থাপনে পর্যায়ক্রমিকতা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমাধানগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষার ইঙ্গিত রয়েছে। তারা প্রথমে সমস্যাটি উপস্থাপন করেছিল, তারপর তাদের ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল সমাধানটির বর্ণনা করেছিল। বর্ণনার গভীরতা হল অতিরিক্ত কথা না বলা, ফলে সমস্যা একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছিল [**আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।**] এবং তারা তাদের কথাবার্তা "হে আমাদের পিতা" দিয়ে শুরু করেছিল যাতে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং পরবর্তী কথার গুরুত্ব বোঝায়। তারা সমাধানটি একটি আকর্ষনীয় বাক্যে উপস্থাপন করেছিল, আর তা হল তাদের ভাইকে নিয়ে যাওয়া। যেন এর জন্য শর্ত হল [**কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পরিমাপ করে রসদ পেতে পারি।**] যদি আপনি তাকে আমাদের সাথে পাঠান, তবে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবো, যদি না পাঠান তাহলে আমাদের জন্য খাদ্য

সরবরাহ বন্ধ। এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং শক্তিশালী অর্থের সাথে উচ্চমাত্রার বর্ণনা শৈলী ছিল।

ইয়াকুব আঃ তাদের জবাব দিলেন; যা আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণনা করেছেন, [**তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তোমাদেরকে তার ভাই সম্বন্ধে? তবে আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।**] ইয়াকুব আঃ তাদেরকে ইউসুফের ক্ষেত্রে তাদের ভরসা করার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং অস্বীকারমূলক প্রশ্নবোধক বাক্যে এটিকে যুক্ত করলেন: [**তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তোমাদেরকে তার ভাই সম্বন্ধে?**] তিনি তাদেরকে বুঝালেন যে, ইউসুফের ক্ষেত্রে তাদের ভরসা করে তিনি যা আশা করেছিলেন তা পূরণ হয়নি, রক্ষা এবং যত্নের ক্ষেত্রে, তাহলে আমি কিভাবে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর ভরসা করবো? যা প্রমাণ করে যে তিনি তার সন্তানদের থেকে সেই দীর্ঘ সময়কালে এমন কিছু দেখেননি যা তাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং কিভাবে আমি তোমাদের উপর ভরসা করবো এবং তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করবো? তিনি তাদের দ্বারা হেফাযতের ব্যাপারে নিরাশ এবং তাদের কথার [**আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।**] প্রতি বিশ্বাস করেন না।

তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করার সিদ্ধান্তের নিয়ে গেলেন, তাদের উপর নয়। [**তবে আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ**] কারণ আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম রক্ষক, তিনি তাদের থেকে বেশি হেফাযতকারী, এবং তাঁর উপর ভরসা করাই উত্তম, তাদের উপর নয়। আল্লাহ্ তায়ালার হেফাযত ভাইয়ের ক্ষেত্রে ভাইদের এবং সন্তানের ক্ষেত্রে পিতামাতার হেফাযক অপেক্ষা বেশি। "সর্বোত্তম" শব্দটি আল্লাহ তায়ালার পরম শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ করে, তার চেয়ে বড় হেফাযতকারী আর কেউ নেই। এটি আরো শক্তিশালী করা হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার মহান গুণাবলীর মাধ্যমে [**তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।**]

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বোত্তম দয়ালু, তিনি তোমাদের থেকে বেশি দয়ালু আমার অবস্থা এবং দুর্বলতার প্রতি। ইয়াকুব আঃ-এর কথায় প্রমাণ হয়েছে যে, তার পুত্র বেনিয়ামিনকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্য তার সম্মতির ইঙ্গিত বিদ্যমান, তাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করে এবং তার এবং তার পুত্র বেনিয়ামিনের প্রতি আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করে। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। আর কারণ যতই শক্তিশালী হোক না কেন কখনও তা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করতে পারে, উদাসীন ও অমনোযোগী হতে পারে। কিন্তু কারণের সৃষ্টিকর্তা সর্বোত্তম রক্ষক, তিনি সর্বাধিক দয়ালু এবং সমস্ত কারণের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী।

ইয়াকুব আঃ ও তার সন্তানদের মধ্যে এই কথোপকথনের পর, কোরআনের পবিত্র বর্ণনা করে যে তারা তাদের মালপত্র খোলার দিকে মনোনিবেশ করল। [**আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে।**] অর্থাৎ, যখন তারা তাদের সঙ্গে আনা খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী খুলল, তারা দেখতে পেল যে তাদের মালপত্র যা মূল্য হিসেবে তারা মিশরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে তা ফেরত দেওয়া হয়েছে; যা ইউসুফ আঃ -এর কর্মচারীরা তাদের মালামালের সাথে ফেরত পাঠিয়েছিল। যার অর্থ হল তাদেরকে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে, কারণ সেটি তাদের প্রাপ্ত মালামালের মূল্য ছিল। হয়তো তাদেরকে ফেরত দেওয়া ইউসুফ আঃ -এর উদারতার প্রমাণ ছিল, যার কারণে তাদের খাদ্যের মূল্য নেয়া হয়নি। বস্তুত তা ছিল তাদেরকে পুনরায় মিশরে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদানকারী।

এটি প্রমাণিত হয় তাদের এই বক্তব্য দ্বারা: [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।**] তারা তাদের পিতাকে (يَا أَبَانَا) এইভাবে ডেকেছিল যাতে তিনি মিশরের বাদশার এই উদারতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা**

আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।] অর্থাৎ এই উদারতার পর আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি, আমরা এই অনুগ্রহের পরে আর কি চাইতে পারি; আমাদেরকে সম্মানজনক আতিথিয়তার পর, আবার এই খাদ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও এখানে ব্যাখ্যা রয়েছে যে ফেরত দেওয়া পণ্যমূল্য তাদের পুনরায় ফিরে আসা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। (وَنَمِيرُ أَهْلَنَا), অর্থাৎ আমরা আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য আনব (وَنَحْفَظُ أَخَانَا) এবং আমাদের ভাইকে রক্ষা করব (وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ) এবং আমাদের সাথে বেনিয়ামিনকে নিয়ে গেলে আরও একটি উটের সামান পরিমাণ খাদ্য বাড়বে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ছিল, যা একটি উট বহন করতে পারে। (ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) আমাদের ভাই বেনিয়ামিনের কারণে এই অতিরিক্ত পরিমাণ মিশরের রাজ্যের জন্য খুবই তুচ্ছ, তাই তা বাড়িয়ে দিতে তার কোন সমস্যা হবে না।

এরপর, ইয়াকুব আঃ তাদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করার শর্তে সম্মতি দেন [**পিতা বললেন, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর**] অর্থাৎ আমি তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা তাকে হেফাযত করার জন্য আল্লাহর নামে একটি প্রতিশ্রুতি দাও। আমি তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নামে একটি প্রতিশ্রুতি চাই। আল্লাহর সাথে এই প্রতিশ্রুতিকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত হতে চান যে তোমরা বেনিয়ামিনকে অবশ্যই আমার নিকট ফেরত নিয়ে আসবে। তিনি একটি মাত্র অবস্থায় তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, তা (إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ) অর্থাৎ যদি তোমরা এমন পরিস্থিতিতে পড়ো যেখানে শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হও বা ধ্বংস হও, তাহলে এই প্রতিশ্রুতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। অন্যথায়, তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে করা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে।

এই ক্ষেত্রে নবুওয়াতি প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষের ক্ষমতার বাইরে থাকা অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মাধ্যমে ও তার সন্তানদেরকে সক্ষমতার বাইরের বিষয়ে ছাড় দেয়ার মাধ্যমে। এ থেকে বোঝা যায় যে, অন্যদের হক হল তাদেরকে সেই সব কাজের জন্য ক্ষমা করতে হবে যা তারা করতে অক্ষম; যদিও তা নিজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন। এটি আরও প্রমাণ করে যে একজন মানুষকে তার ক্ষমতার বাইরের ও সাধ্যাতীত কোনও কাজের জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়।

এরপর, আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তাদের পিতাকে তার চাহিদা মাফিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে [**তারপর যখন তারা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।**] তারা যখন তাদের পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি আল্লাহকে তাদের উপর সাক্ষী রাখলেন, [**আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।**] এইভাবে তিনি আল্লাহতে সাক্ষী করে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উৎসাহিত করেন, তিনি আমাদের নির্ভরতা প্রতীক ও তিনিই আমাদের উপর পর্যবেক্ষক। এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষ যখন কোনও বিষয়ে ভীত বা সংশয়গ্রস্ত হয়, তখন সে কাছের মানুষদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নিতে পারে, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে এবং তাদেরকে আল্লাহর নজরদারি, জ্ঞান, ক্ষমা ও হিসাব গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٦٧ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَهُمۡ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغۡنِي عَنۡهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍ إِلَّا حَاجَةٗ فِي نَفۡسِ يَعۡقُوبَ قَضَىٰهَاۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٖ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦٨ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَخَاهُۖ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٦٩﴾

[আর তিনি বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। হুকুমের মালিক তো আল্লাহই। আমি তারই উপর নির্ভর করি। আর আল্লাহরই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে।* আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীতে তা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়াকুব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করছিলেন আর অবশ্যই তিনি আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না।* আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর, কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।] আয়াত নং: ৬৭-৬৯।

ইয়াকুব আঃ তার সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া এবং আল্লাহকে তাদের অঙ্গীকারের বিষয়ে সাক্ষী রাখার পর, তিনি তাদের মিশরে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন যাতে তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। তিনি বলেন: **[আর তিনি বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।]**

ইয়াকুব আঃ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য (يَا بَنِيَّ) **[হে আমার সন্তানরা]** বলে সম্বোধন করেন, যাতে তারা শহরে প্রবেশের বিষয়ে তার পরামর্শ গুরুত্বসহকারে শোনে। তিনি স্নেহ এবং মমতার সাথে তাদেরকে **[হে**

আমার সন্তানরা] বলে ডাকে যাতে তারা তার নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্যমী হয়। **[তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।]** এটি ছিল একটি সতর্কবার্তা ও নির্দেশনামূলক নিষেধাজ্ঞা, যাতে তারা শহরে প্রবেশের সময় একসঙ্গে না থেকে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। ফলে, তারা সবাই শহরের মধ্যে গিয়ে একত্রিত হবে।

ইমাম ইবন জারির আত-তবারি রহঃ যাহহাক ও কাতাদার কথার উপর ভিত্তি করে বলেছেন, তারা ছিলেন সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় পুরুষ, তাই একসঙ্গে প্রবেশ করলে নজর লাগার আশঙ্কা ছিল। ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, ইয়াকুব আঃ তাদের নজর লাগার আশঙ্কায় সতর্ক করেছিলেন।[1] কেননা সংখ্যার আধিক্যের কারণে অনেক সময় নজর লেগে থাকে।

এ থেকে অকল্যাণ থেকে রক্ষার কারার কারণ গ্রহণ করার গুরুত্ব বুঝা যায়। তারপর তিনি এই নিষেধাজ্ঞাকে শক্তিশালী করেন কারণের সাথে আল্লাহর তাকদীরকে সম্পকৃক্ত করার মাধ্যমে, **[আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না।]** কেননা এই উপকরণ গ্রহণ প্রমাণ করে না যে, আমরা আল্লাহর অমুখাপেক্ষী। কেননা সতর্কতা অবলম্বন, আল্লাহর তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ যা চান যেভাবে চান তাই হয়। বরং এই উপকরণ গ্রহণ আল্লাহর আল্লাহর আদেশ মাফিকই চলা। এ থেকে বুঝা যায় যে, আমি এর মাধ্যমে তোমাদের থেকে আল্লাহর তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারবো না, **[হুকুমের মালিক তো আল্লাহই।]**

ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে। কোন অবস্থাতেই কোন বান্দা সেই ফয়সালা বদলাতে পারে না। "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" অর্থাৎ, "আমি তার ওপর নির্ভর করেছি," এখানে অতীত কাল ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ছেলেদের প্রতি তার অসিয়ত ও নসীহার তার তায়াক্কুল অগ্রগামী। অর্থাৎ আমি তোমাদের

(১) তাফসীরে তবারী (১৩/২৩৬-২৩৮)।

হেফাযত ও আমার নিকট নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করি; তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশের উপর নয়।

অথবা এটা হচ্ছে তাওক্কুলের পদ্ধতির ব্যবহারিক শিক্ষা, এবং তাওক্কুলের সাথে উপকরণ গ্রহণের সমন্বয়, এবং আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত, বিধান ও তাকদীরের ব্যাপারে যে বিশ্বাস মুমিনের থাকা উচিত, তা হল আল্লাহর তাকদীর অবশ্যম্ভাবীভাবে কার্যকর হবে। তাই ইয়াকু সাল্লাল্লাহু আঃ তার সন্তানদের এবং অন্যদের জন্য তাওক্কুলের আক্বীদা সাব্যস্ত করেছেন [**আমি তারই উপর নির্ভর করি। আর আল্লাহরই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে।**] আমি আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুল করেছি, এবং প্রত্যেকের উপর তাওক্কুল গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করতে হবে, কারণগুলোর উপর নয়; একথা বর্ণনা করার জন্য যে, উপকরণগুলো গ্রহণ শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়ার অংশ যা পালন করতে হয় আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে। এখানে তার সন্তানদের জন্য একটি সতর্কবার্তা ও শিক্ষা রয়েছে যে তাদের অসীয়তকৃত কারণগুলোর উপর নির্ভর করা উচিত নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার উপর প্রকৃত নির্ভর করা উচিত।

এতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে পিতার পক্ষ হতে তার সন্তানদের প্রতি পরামর্শের গুরুত্বের বর্ণনা রয়েছে এবং তাদেরকে এমন একটি কারণের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে, যা তাদের বিশ্বাস, ঈমান ও ধর্মের ক্ষতি করতে পারে, বা তাদের মধ্যে কোনও ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, বা প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা তৈরী করতে পারে। তাই তিনি তাদের জন্য তার কারণভিত্তিক পরামর্শ ও তার সাথে তাদের আবশ্যকীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন, অথবা এমন বিষয় প্রকাশ করেছেন যার মাধ্যমে তাদেরবি শুদ্ধ আক্বীদা পূর্ণতা পাবে। আর (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, তাদের এবং অন্যান্য মুমিনদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ সত্যিকার মুমিনদের আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুল করা ওয়াজিব; উপকরণগুলোর উপর নয়। বস্তুত

কারণগুলো হল একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকুলের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর তিনিই সেগুলোর এবং তাদের পরিচালনাকারী।

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মিশরে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, [**আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল।**] তারা তাদের পিতার নির্দেশনা অনুসারে বিভিন্ন দরজা দিয়ে মিশরে প্রবেশ করল। তারা তাদের পিতা ইয়াকুব আঃ-এর নির্দেশনা ও আদেশ পালন করল। এতে তাদের পিতার প্রতি তাদের আনুগত্য এবং আদেশ পালন ও এর গুরুত্ব অনুধাবনের প্রমাণ রয়েছে।

তারপর আল্লাহ তাদের পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাকদীরের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, [**তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীতে তা তাদের কোন কাজে আসল না।**] ইয়াকুব আঃ-এর পরামর্শ এবং তার সন্তানদের তা অনুসরণ করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে তাদের মুক্ত করতে পারত না। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা মিশরে নিরাপদে প্রবেশ করবে। তবে এটি ইয়াকুবের মনে থাকা একটি অভিপ্রায় ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছিলেন [**ইয়াকুব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করছিলেন।**] সন্তানদের ক্ষেত্রে ইয়াকুব আঃ-এর মনে ভয় থাকার কারণে তা করেছিলেন। তাফসিরকারগণ বলেছেন যে তা ছিল নজর লাগার ভয়ের কারণে। মুজাহিদ রহঃ বলেন, তার সন্তানদের উপর নজর লাগার ভয়ের কারণে তা করেছিলেন।[1]

তাদের এই নিরাপত্তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নিশ্চিত ছিল, এমনকি তারা একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেও আল্লাহ নির্ধারণ করেছিলেন যে তাদের কোনও ক্ষতি বা সমস্যা হবে না। তবে ইয়াকুব আঃ তার মনস্তাত্ত্বিক ভয়ের দিকটি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি ভবিষ্যৎ ও আল্লাহর

(১) তাফসীরে তবারী (১৩/২৩৯)।

সিদ্ধান্ত জানতেন না। আল্লাহ যদি নির্ধারণ করতেন যে ইয়াকুব তাদের ক্ষেত্রে যে ভয় পেয়েছিলেন তা ঘটবে, তবে তা অবশ্যই ঘটত যদিও তারা বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করত।

আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে গায়েবের বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা তার মাঝে মানসিক উদ্বেগ তৈরি করে; যতই তার ঈমান শক্তিশালী হোক না কেন। আর এর মুক্তি বা উপশমের উপায় হল, উপকরণ গ্রহণ এবং আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুলে সমন্বয়ের মাধ্যমে। নবী ইয়াকুব আঃ যিনি একজন নবী হয়েও তার সন্তানদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তিনি উপকরণ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুল করেন। ফলে তার সন্তানদের জন্য তার মনে নজর লাগার যে ভয় ছিল সে বিষয়ে তিনি প্রশান্ত ছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনি তার সাধ্যমত সব কারণ গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুল করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারণ করেছেন, তাই ঘটবে এবং বাস্তবায়িত হবে। তাই কারণ গ্রহণের মাধ্যমে মনের ভয় দূর করা এবং আল্লাহ তায়ালার উপর তাওক্কুলের মাধ্যমে মনকে শক্তিশালী করা কতই না প্রয়োজন। সাথে সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করবেন তা অবশ্যই ঘটবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারণ করবেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক।

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অত্যান্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীর মাধ্যমে প্রশংসা করেছেন, [**আর অবশ্যই তিনি আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিলেন।**] কেননা ইয়াকুব আঃ আমার দেয়া শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানী। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রব্বানী শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে যাকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক জ্ঞান দান ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিয়েছেন, সে আল্লাহর নিকট থেকে মহা নিয়ামতপ্রাপ্ত। এটি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতি চূড়ান্ত প্রশংসা ও সম্মানের প্রমাণবাহক, যিনি আল্লাহ তায়ালার সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহ

তায়ালা সেই জ্ঞানের কারণে তার প্রশংসা করেছেন; যা নিশ্চিত করে যে তার আচরণ আল্লাহ তায়ালার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে হয় [**কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না।**] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

আল্লামা সূয়ূতী রহ. বলেন: (أَكْثَرَ النَّاسِ) বলতে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা (لَا يَعْلَمُونَ) অর্থাৎ তারা জানে না আল্লাহ কিভাবে তার নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি ইলহাম করেন।[1] ইয়াকুব আঃ ছিলেন সেই অল্পসংখ্যক মানুষদের মধ্যে, যারা আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং তা রক্ষা করেছেন। এতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতি চূড়ান্ত প্রশংসা এবং সম্মানের প্রকাশ পায়।

তারপর প্রসঙ্গ ও মহৎ প্রেক্ষাপট তাদের সে অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে যখন তারা ইউসুফ আঃ এর নিকট প্রবেশ করেছিল [**আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলেন।**] যখন তারা ইউসুফের কাছে এসে পৌঁছায় এবং তার সভায় প্রবেশ করে, (آوى إليه أخاهُ) তিনি তার ভাই বেনিয়ামিনকে কাছে টেনে নেন, যাতে তিনি তাকে গোপনে বলতে পারেন [**নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর, কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।**] ইউসুফ তার ভাই বেনিয়ামিনকে দুটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন, প্রথমত: তাদের মধ্যকার সম্পর্কের কথা, [**আমি তোমার সহোদর**] তিনি তাকে জানান যে তিনি তার ভাই ইউসুফ, এবং হয়তো কিছু বিস্তারিত বিবরণও দেন যা তাকে নিশ্চিত করে যে তিনি তার ভাই। দ্বিতীয়ত: যে বিষয়টি ইউসুফ তার ভাইকে গোপনে বলেছিলেন তা হল, [**কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।**] তিনি তার ভাই বেনিয়ামিনকে তাদের কর্মের কারণে এবং ইউসুফ আঃ থেকে আলাদা হওয়ার কারণে তাদের পিতার যে কষ্ট হয়েছে তার জন্য ও ইউসুফ আঃ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল তার জন্য দুঃখ ও আফসোস করতে

(১) তাফসীরুল জালালাইন (২৪৩)।

নিষেধ করলেন। আর হতে পারে যে, তিনি তাকে এই তিনটির সবকটির কারণেই আফসোস করতে নিষেধ করেছিলেন; তা হল, ইউসুফ আঃ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তার পিতার দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তার ভাই ইউসুফ আঃ এর জন্য দুঃখিত হওয়া, অনুরূপভাবে তার সহোদরের সাথে তাদের খারাপ আচরণের কারণে। এখানের বাক্য শৈলী প্রমাণ করে যে, তাদের সে কর্মের প্রভাব চলমান রয়েছে; তা ইউসুফ আঃ কিংবা বিনিয়ামিন, বা তাদের পিতার ক্ষেত্রে হোক। ইবনে কাসীর সহ অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, ইউসুফ তার ভাইদের বিষয়ের কি পরিকল্পনা করেছিলেন তা তাকে জানিয়েছিলেন। তার ভাইকে সবকিছু জানিয়ে বলেছিলেন: [**কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।**] সুতরাং তুমি আমার বিরুদ্ধে তাদের কর্মের জন্য আফসোস করো না। আর তিনি তাকে তাদের বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন এবং তার সাথে একমত হলেন যে, সে তাকে নিজের নিকট রেখে দিতে কৌশল করবেন।[1]

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫০২)।

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ * قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ ۙ إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ﴾

[অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, অতঃপর এক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে বললঃ হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। তারা তাদের দিকে ফিরে তাকাল এবং বললঃ তোমরা কি হারিয়েছ? তারা বললঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামীন। ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই। তারা বললঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি? তারা বলল, 'তার শাস্তি হল যার মালের ভিতর ওটা পাওয়া যাবে তাকেই ধরে রাখা হবে। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আমরা এভাবেই শাস্ত দিয়ে থাকি।

অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার আইনে

তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতনা, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি, প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।

তারা বললঃ সে যদি চুরি করে থাকে তার (সহোদর) ভাইওতো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল, এতে ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলনা। সে মনে মনে বললঃ তোমাদের অবস্থাতো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবগত। তারা বললঃ হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরাতো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। সে বললঃ যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।] আয়াত নং: ৭০-৭৯।

আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ আঃ তার ভাইদের সাথে কৌশলের পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে তিনি তার পিতাকে তার কাছে মিশরে স্থানান্তর করার মাধ্যম হিসাবে তার ভাইকে তার কাছে রাখেন। এখানে শক্তিশালী অলংকার শাস্ত্রের দিক হল, আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ-এর তার ভাইদের সাথে কথোপকথন ও তার আপন ভাই বিনিয়ামিন সাথে গোপন আলোচনার পট পরিবর্তন করে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সামঞ্জস্যতার সাথে তাদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতির দিকে ফিরে গেছেন, যাতে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কথায় অলঙ্কারিক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সকল বিশুদ্ধভাষী একত্রিত হয়েও সে স্তরে পৌঁছতে পারবে না। (جَهَّزَهُم) শব্দের অর্থ পূর্বে আলোচিত হয়েছে, এটা তাদের সফরের পূর্ণ প্রস্তুতির প্রমাণ করে। এ শব্দটি সুস্পষ্ট বর্ণনা করে পরিচয়ের ক্ষেত্রে ঐ কর্মের, যার উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল। এখানে অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যতম দিক হল, যা দিয়ে তাদের প্রস্তুত করেছেন তার বর্ণনা করেছেন সু স্পষ্ট বিশেষণে, সংক্ষিপ্ত শব্দে কিন্তু অর্থে পরিপূর্ণ শব্দ দিয়ে; কেননা তা

তাদের সফরে যা বহন করেছে সকল শব্দ ভান্ডারকে একত্রিত করেছে। (بِجَهَازِهِمْ) শব্দটি তাদের সফরের সাথে সম্পৃক্ত কাংক্ষিত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে,তা থেকে কোন কিছু ঘাটতি হয়নি। তিনি তাদের জন্য যা ভাল, প্রয়োজন ও রসদ বাবদ তাদের সফরে উপযুক্ত তা প্রস্তুত করার পর তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছে সে বিষয়ে তারা আশ্বস্ত হয়েছে এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলেছেন। (فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ) এ আয়াত টি প্রমাণ করে যে ইউসুফ আ: প্রস্তুতির কাজটি করেছেন অথচ বাস্তবে তার সেবকগণ প্রস্তুতির কাজটি করেছেন। এর কারন হচ্ছে তিনি কাজটি পরিচালনা করেছেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ি নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তার থেকে যা হয় তা হল (جعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحۡلِ أَخِيهِ) صواع শব্দটি এখানে سقاية অর্থে এসেছে, যা স্বর্ণের তৈরি, মণিমুক্তা খচিত।[1] যা দ্বারা খাদ্য মাপা হয়। যা তিনি রেখেছেন তার ভাইয়ের আসবাব পত্রে, যা তার উট বহন করে।

অত:পর একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করল হে যাত্রীদল তোমরা নিশ্চয়ই চোর। আয়াতে আজান শব্দটি পুনরাবৃত্তি বুঝায়, এ থেকে বুঝা যায় ঘোষক বার বার ইউসুফ আ: এর ভাইদের আহবান করছিলেন। ঘোষনাকারীর নাম নির্দিষ্ট করার গুরুত্ব না থাকার কারনে তা উল্লেখ করা হয়নি । ঘোষনাকারী ইউসুফ আ: এর কর্মচারী যুবকদের একজন, আয়াতে কাউকে নির্দিষ্টভাবে নির্ধারন করা হয়নি বরং সাধারনভাবে এসেছে। তাদেরকে (عير) এর দিকে নিসবত করা হয়েছে আর (عير) হল উট যার উপর তাদের আসবাব পত্র বহন করে এর অর্থ হল হে যাত্রীদল (যেমনি ভাবে বলা হয় واسأل القرية বা গ্রামকে জিজ্ঞাসা কর, এর অর্থ হল গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা কর।)

অত:পর যাত্রীদলের মাঝে কার কাছে পান পাত্র আছে তা না জানার কারনে তাদের সবাইকে চোর হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। তাদেরকে চোর বলা মিথ্যা নয় কেননা তারা ইউসুফ আঃ কে তার পিতার কাছ থেকে কৌশলে নিয়ে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, এটা তাদের পিতার কাছ থেকে চুরিই ছিল।

(১) তাফসীরুল জালালাইন (২৪৪)।

অধিকাংশের ভিত্তিতে বিনইয়ামিনও তাদের সাথে এ গুণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের চোর অপবাদ দেওয়ার আরেকটি কারন হতে পারে তাদের আসবাব পত্রে পান পাত্র পাওয়ার উপর ভিত্তি করে, ফলে তাদের অবস্থা চোরের অবস্থা। আর এটি হল ইউসুফ আঃ কৌশল যাতে তিনি পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও পরিবারের সকলকে মিশরে তার কাছে একত্রিত করতে পারেন। أيتها العير বাক্যটি আহুতদের বিশেষগুনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য । অত:পর তাদের আহবানের কারন হিসাবে বলা হয় নিশ্চয়ই তোমরা চোর। বাক্যের প্রেক্ষাপট ও বাকরীতি তাদের বিরুদ্ধে চুরির প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করেছে; সম্ভবত সেসময় অন্য কেউ ছিল না যাতে তাদের সন্দেহ করা যায়।

ইউসুফ আ: এর ভাইয়েরা হারানো বস্তুর প্রশ্নের উত্তরে তাদের দিকে মুখ করে বলেন তোমরা কি খুঁজতেছ? وأقبلوا عليهم বাক্যটি প্রমাণ করে যে ঘোষক তাদের চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, আরো বুঝা যায় যে,তারা দূরে ছিলেন না, শুধুমাত্র তাদের অভিমুখী হওয়া ও তাদের থেকে অল্প দূরত্বের কারনে আহবানকারী তাদের ডেকেছিল যাতে তারা আহবান শুনতে পায়। তাই তারা তাদের দিকে অভিমুখী হয়ে আহবানকারীকে প্রশ্ন করল তোমরা কি খুঁজতেছ। আল্লাহর বাণী وأقبلوا عليهم প্রমাণ করে সেখানে ইউসুফ আ: এর অনেক কর্মচারী ছিল আর আহবানকারী ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন। ইউসুফ আঃ এর ভাইদের বক্তব্য তোমরা কি খুঁজতেছ এটিও তা প্রমাণ করে।ইউসুফ আঃ এর কর্মচারীগন সাড়া দিয়ে বলল: [**তারা বললঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামীন।**] ইউসুফ আঃ এর কর্মচারীগন বলল: আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি। পানপাত্রকে বাদশাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে কারণ তা বাদশাহর ছিল, অনুরূপভাবে চোরকে ভয় দেখাতে এবং অপরাধের ভয়াবহতা বুঝাতে; আর বিষয়টি সহজ ও তুচ্ছ নয়। বরং যে তা এনে দিবে তারা তার জন্য বিরাট পুরস্কার ঘোষনা করেছে বিষয়টির বড়ত্ব ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, তা হল অনেক খাদ্যদ্রব্য যা এক উট বোঝাই সমপরিমাণ। তারা পানপাত্রের গুরুত্ব প্রকাশে মনোযোগী হয়েছে এভাবে যে,

ঘোষনাকারী বা তাদের প্রধান কর্তা এর বিনিময়ে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার জিম্মাদার হয়েছে। এখানে একজন কথাবার্তা বলেছেন, যা প্রমাণ করে সে বাদশাহর পানপাত্র চুরির বিষয়ে নিযুক্ত গ্রুপের প্রধান কর্তা ছিলেন|

অতঃপর ইউসুফের ভাইয়েরা স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিল: [**আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান যে, এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।**] তারা তাদের কথা আল্লাহর নামে শপথ করে শুরু করেছে। এখানে শপথ আশ্চর্য অর্থ বহন করে। সাথে সাথে তাদের জোরদান ইউসুফের সেবকদের প্রতি যে আমাদের বিষয়ে তোমাদের জানা আছে, যা তোমাদের কাছে প্রমান করে আমরা মিশরে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য আসেনি। তাদের ভাষায় আল্লাহ তায়ালা বলেন: তোমরা তো জান যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। শপথের পর তারা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য নিশ্চয়তাবোধক অক্ষর لقد ব্যবহার করেছে। অতঃপর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা ব্যক্তিদের অবগত হওয়ার বর্ণানা দিয়ে বলেন لقد علمتم অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা জান আমাদের অবস্থা, বিষয় ও নৈতিকতা সম্পর্কে **যে** [**এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।**] এখানে তারা দুটি বিষয় অস্বীকার করেছে, প্রথম: [**এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি।**] এটা সাধারণ বিষয় যা সকল ধরনের ফাসাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে الأرض। শব্দটি সকল স্থানকে বুঝায় যেখানে তারা অবস্থান করে এবং চলাফেরা করে। তারা নিজেদের থেকে (ফাসাদ) অস্বীকার করছে, যা থেকে তাদের দেশ মুক্ত। সুতরাং আমরা স্বভাবিকভাবে এ দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য আসিনি। দ্বিতীয় অস্বীকার হল, আমরা চুরি করিনি, এখানে ফাসাদের ব্যাপকতা থেকে চুরি করাকে খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা এটা অপবাদের ভিত্তি। وما كنا سارقين বাক্যটি প্রমাণ করে তারা তাদের অতীত জীবনে কখনও চুরি করেনি এবং আজকেও না। কেননা وما كنا বাক্যটি অতীত এবং বর্তমানে কোন কিছু না করা বুঝায়। মূলত তোমরা আমাদের ব্যাপারে জান আমরা এখানে বা অন্য স্থানে ফাসাদ করি না। অনুরুপ আমাদের থেকে চুরি সংঘটিত হওয়া সম্ভব না। لقد علمتم দ্বারা ইঙ্গিত করা

হয়েছে যা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল পণ্যের মূল্য, তা হচ্ছে যখন তারা তাদের পিতাকে বলেছিল: **[আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এই তো আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।]**

অতঃপর ঘোষনাকারী ও তার সাথীরা ইউসুফ আঃ এর ভাইদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন: **[তারা বললঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি?]** অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কথা মিথ্যাবাদী হলে, যার আসবাব পত্রে পানপাত্রে পাওয়া যাবে তার পরিণতি কি হবে? উত্তরে ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা বলল: **[এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়। এভাবে আমরা যালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।]** অর্থাৎ যার আসবাবপত্রে পানপাত্র পাওয়া যাবে সেই তার বিনিময়। চোরের শাস্তি হল যার কাছ থেকে চুরি করেছে চোরকে তার কাছে হস্তান্তর করা, চুরিকৃত বস্তু চোরকে ধরবে আর সেই তার বিনিময়। كذلك نجزى الظالمين আর আমি এভাবেই জালেমদের সাথে এমনি করি যখন তারা জুলম করে। ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: আমি জালিমদের সাথে এমন করি যখন তারা চুরি করে। আর তা ইয়াকুব আঃ এর শরীয়তের আইন ও বিধান।[1] এ থেকে বুঝা যায় ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তাদেরকে তাদের দেশের শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছে, তারা মিথ্যা বলেনি। আর ইউসুফ আঃ এটাই চেয়েছিলেন যাতে তিনি তার আপন ভাইকে তার কাছে রাখতে পারেন।

অতঃপর তিনি নিশ্চিত হতে প্রথমে তাদের থলি তল্লাশি আরম্ভ শুরু করলেন, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **[অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল]** যেহেতু পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল যে পানপাত্র তার সহোদর বিনইয়ামিনের থলেতে আছে। আর ইউসুফ আঃ এর চমৎকার এ ব্যবস্থা ঐ কৌশলের জন্য যা তিনি তার পরিবারের কল্যাণে ইচ্ছা করেছেন। অতঃপর বলেন: **[পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের**

(১) তাফসীরে কুরতুবী (৯/১৫৩)।

করল।] অর্থাৎ অতঃপর তিনি তার সহোদর বিনইয়ামিনের থলে থেকে পানপাত্র বের করলেন। ফলে তার উপর চুরি প্রমানিত হল এবং শাস্তিস্বরুপ বাদশাহর তত্বাবধায়ক তার ভাই ইউসুফ আঃ এর সেবা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **[এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম]** অর্থ: আর আমি এভাবেই ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে এই পরিকল্পনার জন্য তার অন্তরে অনুপ্রেরণা দিলেন। ইবনুল আনবারী রহিঃ বলেন: যখন আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ এর ভাইদের ধারনার বাহিরে ইউসুফকে সম্মান ও নেয়ামত দেওয়ার জন্য যা ব্যবস্থা করার তা করলেন। (এখানে মাখলুকদের চক্রান্তের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে কেননা তারা যাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদের থেকে তা গোপন করে।)[1] যাতে মুমিন জানতে পারে মানুষের জীবন চলার পথে আল্লাহর ইচ্ছা ও কৌশল রয়েছে। তাই আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে সাহায্য করতে বা শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করতে চান তখন তার জন্য শক্ত পরিকল্পনা করেন, অত্যাচারীকে তার কর্মের অনিষ্টতায় নিপতিত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে অন্যের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার জন্য বান্দার আবশ্যক আল্লাহর উপর ভরসা করা, তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া এবং সকল কিছু তার কাছে সমর্পণ করা। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তার দিকে ﴿الكيد﴾ শব্দটি নিসবত করেছেন। যা প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে এই বুদ্ধি ও কৌশলের ইলহাম করেছেন। যদি আল্লাহ তায়ালা ইউসুফের প্রতি ইলহাম না করতেন তবে তাকে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন: **[আল্লাহ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার সহোদরকে সে (দাস বানিয়ে) আটক করতে পারত না।]** অর্থাৎ বাদশাহর আইন বা নিয়ম অনুযায়ি ইউসুফ

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/১৯৭)।

আঃ তার ভাই বিনইয়ামিন কে আটক করতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার ভাইদের স্বীকৃতির মাধ্যমে দাস বানিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন, যা ইউসুফ আঃ মেনে নিয়েছেন। আর এ দাস বানানো নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর তা আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর জন্য পরিকল্পনা করেছেন স্বয়ং তাঁর ইচ্ছায়, শুধুমাত্র ইউসুফ আঃ এর ইচ্ছায়া নয়। এর ব্যাখ্যায় ইবনুল জাওযি রহিঃ যা বলেন তার সার- সংক্ষপ হল: বাদশাহর আইন বা নিয়ম অনুযায়ি ইউসুফ আঃ তার ভাই কে আটক করতে পারত না, কেননা বাদশাহর আইন ছিল কেউ চুরি করলে তাকে প্রহার করা হবে এবং অর্থদন্ড ধার্য করা। যদি সে তার ভাইয়ের প্রতি বাদশাহর আইন বাস্তবায়ন করতেন তবে সে তাকে আটকে রাখতে পারতেন না। তাই আল্লাহ তায়ালা তার ভাইদের মুখের স্বীকৃতিটাই বাস্তবায়ন করেছেন। আর তা হল চোরের শাস্তি দাসত্ব, এটাই হল আল্লাহ পরিকল্পনা ইউসুফের জন্য অনুগ্রহ স্বরুপ, যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তার চাওয়া বাস্তবায়ন হয়। এটিই আল্লাহর বাণী إلا أن يشاء الله এর অর্থ।[1] ইবনে কাসীর রাহিঃ বলেন: আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নির্ধারিত করলেন যা তার ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত দিয়েছে কেননা তিনি তাদের আইন জানতেন। এ কারনে আল্লাহ তায়ালা তার প্রশংসা করে বলেন: **[আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।]**[2] যাতে করে মুমিনরা জানতে পারে এই ব্যবস্থাপনা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে। যদি আল্লাহর ইচ্ছা, বড় অনুগ্রহ ও পদক্ষেপ না থাকত তবে বনি ইয়ামিনের বিষয়ে তা সংঘটিত হত না। যা মুসলিমদের আল্লার উপর ভরসা, তার কাছে প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়ার গুরুত্ব শিক্ষা দেয়। আর তিনিই হলেন উত্তম সাহায্যকারী।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিরাট ক্ষমতা ও দয়ার সংবাদ দিয়ে বলেন: **[আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।]** অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ঈমান, আমল, হেদায়ত, তাওফীক প্রভৃতি দিয়ে সম্মান বৃদ্ধি করি, যেমন ইউসুফ আঃ এর সম্মান বৃদ্ধি করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন: وفوق كل

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/১৯৭)।

(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫০৩)।

ذي علم عليم অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী রয়েছে যাকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান দিয়েছেন তবে চূড়ান্ত জ্ঞান আল্লাহরই। এতে উপদেশ রয়েছে ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে এবং এতে মানুষের তারতম্যের ব্যাপারেও। আলেমের কর্তব্য সে অহংকার করবে না কেননা সে তার চেয়ে জ্ঞানী পাবে, যা মুমিনের মাঝে নম্রতা বৃদ্ধি করবে এবং সে তার জ্ঞান নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে না।

অতঃপর ইউসুফ আঃ এর ভাইদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের ভাই বিনইয়ামিনের চুরি সাব্যস্ত করা, আর তা ছিল তার ভাই ইউসুফের কারনে, কেননা তার থেকে চুরি সংঘটিত হয়েছিল। আর তারা জানত না তাদের সাথে কথা বলছে স্বয়ং ইউসুফ। এ বর্ণনা কুরআনের ভাষায় **[তারা বললঃ সে যদি চুরি করে থাকে তার (সহোদর) ভাইওতো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল।]**

সাইদ ইবনে যুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইউসুফ আঃ তার **নানার, মায়ের পিতা** মূর্তি চুরি করে তা ভেঙ্গে রাস্তায় ফেলেছিলেন। এ কারণে তার ভাইয়েরা তাকে দোষারোপ করত।(1)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন:فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم অর্থাৎ ইউসুফ এর প্রতিক্রিয়া ও উত্তর নিজের মধ্যে গোাপন রাখলেন এবং তা প্রকাশ করলেন না, যাতে জওয়াবের সাথে তার সম্মানের ব্যাপারে তাদের কথাও গোপন থাকে। অতঃপর মনে মনে তাদের কাছে প্রকাশ না করে বললেন: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون অর্থাৎ তোমরা কাজ ও অবস্থানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট, তোমরা তোমাদের ভাই বিনইয়ামিনকে চোর সাব্যস্ত করেছ অথচ সে তা থেকে নির্দোশ ও তোমাদের ভাই ইউসুফকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছ এবং তোমরা তোমাদের পিতার সাথে মিথ্যা বলেছ যে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং তোমরা কর্ম, অবস্থা ও স্থানের দিক দিকে খুবই নিকৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কথা, কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হিসাব নিবেন। আর এটা প্রমান করে যে, আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ কে তাওফীক দান করেছেন, যার কারনে সে মনের মধ্যে চলা কথাকে গোপন রেখেছেন ও তাদেরকে কিছুই বলেননি

(১) তাফসীরে তবারী (১৩/২৭৩)।

এবং তাদের প্রতি রাগও প্রকাশ করেননি। এটা মুসলিমদের শিক্ষা দেয় যে সে কেমন সহনশীল হবে এবং কেমনে কোন বিষয় প্রজ্ঞা ও হিকমতের সাথে সমাধান করবে।

অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম সৌন্দর্য্য ও কুরআনুল কারীমের প্রেক্ষাপটের যথার্থতা হল فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم এ বাক্যটি আহলে ইলমগণ এ আয়াতের ব্যাপারে যা বলেছেন তার সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযিঃ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন এখানে هاء সর্বনাম ফিরে গেছে পরবর্তী বাক্যের দিকে আর তা হলانا مكان شر أنتم ইবনে আব্বাস থেকে আরে বর্ণিত, এখানে هاء সর্বনাম ফিরছে ঐ বাক্যের দিকে যা তার সম্মানের ব্যাপারে বলেছে তা হল إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل সুতরাং অর্থ হল: বাক্যের জওয়াব সে গোপন করেছে তাদের কোন উত্তর দেননি। ইবনুল আনবারী রহিঃ বলেন:এখানে هاء সর্বনাম ফিরছে প্রমাণেরে দিকে। অতএব অর্থ হল তার প্রতি তাদের চোরের অপবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রমাণ গোপন করেছেন(1)। ইউসুফ আঃ নিজের মনে গোপন রেখেছেন এ ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলো ঠিক আছে। কোন পুনরাবৃত্তি ছাড়াই বর্ণনা পরম্মরা সেই অর্থগুলোকে একত্রিত করেছে। যা বর্ণনা পরম্পরার সুন্দর গঠন সহ অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; যাতে সহযোগী অর্থসমূহ কোন রকম বৈপরীত্য ছাড়াই শামিল হয়। এটি কুরআনুল কারীমের অলঙ্কারিক অলৌকিকতা তার বিন্যাসের **সৌন্দয** এর ক্ষেত্রে ও তার অর্থপ্রদানের প্রশস্ততায়।

অতঃপর যখন তারা অনুধাবন করতে পারল যে (বিনইয়ামিন বিহীন) তাদের পিতা ইয়াকুব আঃ এর সামনে দাঁড়ানো তাদের জন্য কঠিন হবে এবং এর প্রভাব তাদের পিতার উপর গভীর হবে, তখন তার তাদের পিতাকে কেন্দ্র করে অনুগ্রহের সাথে তাকে সম্বোধন করে বলল: [**হে আযীয, এর পিতা তো অত্যন্ত বৃদ্ধ; কাজেই এর জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রাখুন।**] তারা তাকে আযীয উপাধিতে সম্বোধন করেছে, আরবী ভাষায় আযীয দ্বার

(১) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/১৯৯)।

বাদশাহ উদ্দেশ্য।[1] অনুরূপ তারা আহবান সূচক শব্দ يأيها দ্বারা সম্বোধন করেছে, যা তার কাছে মিনতি প্রকাশ বুঝায় ঐ বিষয়ে যা তারা বলবে তাদের পিতার অবস্থা স্পষ্ট করে এবং ঐ বিষয়ে যা তারা প্রস্তাব পেশ করেব তাদের ভাই বিনইয়ামিন এর পরিবর্তে অন্য কাউকে আটকে রাখার ব্যাপারে। তারা তাদের আবেদন পেশ করার আগে তাদের পিতার অবস্থা বর্ণনা করে বলে, তাদের পিতা অতি বৃদ্ধ, তার শক্তি সামর্থ্য নেই এখানে এসে তার সাথে সাক্ষাত করতে, বার্ধক্যের কারনে সে তার ব্যাপারে **ধৈর্য্য** ধারণ করতে পারবে না। আর বিনইয়ামিন সবার ছোট তাই ছোট ছেলের উপর পিতার প্রভাব প্রভাব বড় ছেলের উপর তার প্রভাবের মত নয়। তিনি পিতা তদুপরি বৃদ্ধ। যেহেতু বার্ধক্যের বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থা তাই তারা বয়স বেশি এ গুণটি যোগ করেছে। তারা এগুলো বলেছে ইউসুফ আঃ এর অন্তর নরম করতে এবং তার সহানুভূতি পেতে। অতঃপর তারা সমাধান পেশ করেছে যা তারা তার কাছে আশা করছে তা হল আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ি আমাদের একজনকে রাখুন তার জায়গায়। তারপর তারা তার উত্তম গুণাবলি উল্লেখ করে তাদের মিনতি শেষ করেছে। তা হল আপনি মহানুভবদের একজন, আপনার এ গুণের কারনে আমরা আশা করি তার পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রহণ করে তার পিতা ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। অতঃপর ইউসুফ আঃ এর উত্তরে বললেন: **[যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।]** অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যার কাছে আমাদের পানপাত্র পেয়েছি তার পরিবর্তে অন্যকে আটকে রাখার ব্যাপারে। যে অপরাধ করেনি আমরা তাকে কিভাবে শাস্তি দিব!! আসবাবপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের থেকেই ফয়সালা এসেছে যে, **[এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।]** সুতরাং যে অপরাধ করেনি আমরা তাকে কিভাবে শাস্তি দিব!! আর যদি আমরা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে আটকে রাখি তবে আমরা জুলম করে ফেলব।

---

(১) পূর্বোক্ত।

﴿فَلَمَّا ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيّٗاۖ قَالَ كَبِيرُهُمۡ أَلَمۡ تَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمۡ قَدۡ أَخَذَ عَلَيۡكُم مَّوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبۡلُ مَا فَرَّطتُمۡ فِي يُوسُفَۖ فَلَنۡ أَبۡرَحَ ٱلۡأَرۡضَ حَتَّىٰ يَأۡذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوۡ يَحۡكُمَ ٱللَّهُ لِيۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨٠ ٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ ٨١ وَسۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلۡعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقۡبَلۡنَا فِيهَاۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ٨٢ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٨٣ وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ ٨٤ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَٰلِكِينَ ٨٥ قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٦﴾

[অতঃপর যখন তারা তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিটি বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। কাজেই আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে যাব না যতক্ষন না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফয়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর আমরা তো গায়েব সংরক্ষণকারী নই। আর যে জনপদে আমরা ছিলাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

ইয়াকুব বললেন, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে, কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব; হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন সংবরণকারী

তারা বলল, আল্লাহর শপথ আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন, বা মারা যাবেন। তিনি বললেন, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে তা জানি যা তোমরা জান না।] আয়াত নং: ৮০-৮৬।

ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের পরিবর্তে তাদের একজনকে রাখার ব্যাপারে তার অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ে তারা পরস্পরে পরামর্শ করেন; আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন: **[যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল।]** অর্থাৎ বিন ইয়ামিনের পরিবর্তে তাদের একজনকে আটকের প্রস্তাব ইউসুফ আঃ গ্রহণ না করায় তাদের হতাশা চেপে বসল এবং নিজেরা পৃথক হয়ে তাদের এ অবস্থ থেকে বের হওয়ার উপায় খোজার জন্য পরামর্শ শুরু করল। এ আয়াতে কারীমা তাদের অবস্থা বিস্ময়কর সুক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছে, চাই তাদের হতাশ হওয়ার অবস্থা হোক বা তাদের পারস্পরিক পরামর্শের অবস্থা হোক। যে ক্রোধ তাদের পরিবেষ্টন করেছে ও যে চিন্তা ও উদ্বেগ তাদের উপর ভর করেছে; যার কারনে তাদের কাছে চরম হতাশা পৌঁছেছে, যেহেতু ইউসুফ আঃ কিছুতেই তাদের ব্যাপারে সাড়া দিবে না এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না । তাই তাদের হতাশার অবস্থা জোরদার শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে যা প্রমান করে নিশ্চিত ইউসুফ আঃ বিন ইয়ামিনের পরিবর্তে কাউকে গ্রহন করবেন না। যখন তাদের এ হতাশা চেপে বসল তারা সকল থেকে আলাদা হয়ে গেল। তাদের পরস্পরের মতবিনিময়ের অবস্থার চিত্র বর্ণন করা হয়েছে, তা হচ্ছে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গোপনে

কথা বলা। আর তা হচ্ছে এমন নিম্নস্বরে কথা বলা যা অন্য কেউ শুনতে না পায়। এটা অলঙ্কার শাস্ত্রের সুক্ষতা এবং তাদের অবস্থার চিত্র।

তারপর তাদের বড় ভাই তাদেরকে বললেন: [**তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন।**] অর্থাৎ তাদের গোপন কথা বড় ভাইয়ের আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়, যা তাদের পরস্পরের সম্মান ও মূল্যায়নের প্রমাণ করে। সে তার মত পেশ করল প্রশ্ন আকারে এবং সাথে সাথে যে বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার ছিল তার স্বীকৃতি নিলেন। তা হল [**তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন।**] তোমাদের কি মনে নেই তোমাদের পিতার ওয়াদা বিনইয়ামিনকে হেফাজত করা এবং তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে? এই অঙ্গীকারের স্তর হল তা আল্লাহর নামে, তার ছেলেকে হেফাজতের জন্য ও তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। এতে প্রমাণিত হয় তাদের আল্লাহর প্রতি ভয় ও তাদের পিতার কথা মেনে চলা এবং বিন ইয়ামিনের বিষয়ে তারা নিজেরা যে অঙ্গীকার করেছিল তা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার আগ্রহ। তাদের এ স্বীকৃতির পর ইউসুফ আঃ প্রতি তাদের বাড়াবাড়ির কথ স্মরণ করে দিয়ে বলেন: [**আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে।**] অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমাদের পক্ষ থেকে ইউসুফের বিষয়ে বাড়াবাড়ি সংঘটিত হয়েছে তোমাদের অবহেলা দ্বারা। এটা তাদের জন্য স্মরণযোগ্য যে তাদের সীমালঙ্গন ইউসুফের প্রতি আবশ্যক করেছে, বিনইয়ামিন বিষয়ে আমরা যা সংবাদ দিব তা আমাদের পিতার কাছে বিশ্বাস না হওয়া। যা ইয়াকুব আঃ কে নিশ্চিত করাবে যে তাদের সাথে কোন অঙ্গীকার ছিল না এবং তারা তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের বিষয়ে অবহেলা করেছে যেমন ইতিপূর্বে ইউসুফের সাথে করেছে। এমনকি সে নিশ্চিত হবে যে ইউসুফের সাথে তারা যা করেছে তা ছিল ইচ্ছাকৃত।

তাদের বড় ভাই যা বলেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে মিশরে অবস্থান করবে। যা আল্লাহ তায়ালার ভাষায়: **[আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে যাব না যতক্ষন না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ**

আমার জন্য কোন ফয়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।] অর্থাৎ সে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিশর পরিত্যগ না করার এবং সে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না। আর সে মিশরে অবস্থান করার বিষয় বর্ণনা করেছে فلن أبرح শব্দ দ্বারা, যা অবস্থান ও বসবাস করার অর্থ বুঝায়। দুটির কোন একটি কারনে সে এ দেশ পরিত্যাগ করতে পারে। এক: তার পিতা তাকে এ দেশ থেকে নিজ দেশে যাওয়ার অনুমতি যখন দিবেন। এতে যা স্পষ্ট হয় তা হল, বিনইয়ামিন ব্যতীত তার পিতার মুখামুখি হওয়া তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাস্কর। এতে আরো প্রমানিত হয় তাদের পিতার প্রতি সদাচরণের প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ তবে ইউসুফের ব্যাপারে তাদের থেকে সদাচরণ উঠে গিয়েছিল তার প্রতি প্রবল হিংসা কারনে।

দুই: [**বা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফয়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।**] আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষ থেকে আমার বিষয়ে কোন ফয়সালা দিবেন, ফলে আমি বের হবে অথবা আমার জন্য আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা মেনে নিব।

অতঃপর সে তার প্রতিপালকের গুণ বর্ণনা করে, যার তার সম্মান, মর্যদা, ক্ষমতা এবং ফয়সালার সাথে উপযুক্ত। তা হল وهو خير الحاكمين অর্থাৎ তিনি যে ফয়সালা করেন তা উত্তম, কেননা আল্লাহর ফয়সালা ইনসাফপুর্ণ ও হক। তার ফয়সালা কারো প্রতি জুলম হতে পারে না, বরং তা ইনসাফ অনুযায়ি। যা আল্লাহর প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ও শক্ত ঈমানের প্রমান করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি যা ফয়সালা করেন তা ইনসাফপূর্ণ ও হক এ কথার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা বান্দার প্রতি উত্তম ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত। অনুরূপ এতে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা যার যোগ্য তিনি, আর তিনিই প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

তাদের বড় ভাইয়ের মিশরে অবস্থানের সিদ্ধান্তের পর তিনি অবশিষ্টদের তাদের পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: [**তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও।**] আর তারা ওযর হিসাবে তাদের পিতাকে যা বলবে

তা বলে দিলেন। তা হল: [**হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর আমরা তো গায়েব সংরক্ষণকারী নই।**] তিনি শুরু করলেন যা তারা বলবে তাদের পিতাকে তা হল পিতৃত্বের সম্পৃক্ত সন্তুষ্টিমূলক আহবান يَٰٓأَبَانَا । অতঃপর তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের পক্ষ থেকে চুরি সংঘটিত হওয়ার জোরদান তা হল: [**নিশ্চয়ই আপনার ছেলে চুরি করেছে।**] ইউসুফের কর্মচারীগণ আমাদের সামনে তার আসবাবপত্র থেকে তা বের করার উপর ভিত্তি করে। তারপর সে চুরির হুকুমকে সুদৃঢ় করেছে তারা যা দেখেছে সেই প্রমানের উপর কেন্দ্র করে, তা হল তাদের ভাইয়ের আসবাবপত্র থেকে পানপত্র বের করা। কুরআনের ভাষায়: [**আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম।**] অর্থাৎ আমাদের সাক্ষ্যদান আমরা স্বচক্ষে দেখে যা জেনেছি তার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে কুরআনুল কারীমের সুক্ষ্মতা হচ্ছে সাক্ষ্যদানকে সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে তাদের ইলম বিহীন সাক্ষ্যকে অস্বীকার করা হয়েছে অতঃপর তারা যা দেখেছে সেই ইলমের উপর ভিত্তি করে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে করা তাদের অঙ্গীকার প্রতিকার করেছেন অদৃশ্যের বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাকে, যা সংঘটিত হয়েছে তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের ক্ষেত্রে এবং তা তাদের ইচ্ছায় হয়নি। তারা বলেন: [**আমরা তো গায়েব সংরক্ষণকারী নই।**] অর্থাৎ আমরা গায়েবের অধিকারী নই যে আমরা জানি যা সংঘটিত হবে ফলে আমরা তাকে বাঁচাব এবং সতর্ক করব। উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা গায়েব জানি না যে সে চুরি করবে বা চুরি করেছে; যদি জানতাম তবে অবশ্যই তাকে বাধা দিতাম। এ কথাটি আমভাবে এসেছে যা যেকোন ধরনের এবং যে কোন বিষয়ের গায়েবের বিষয়কে অস্বীকার করা বুঝায়।

অতঃপর তারা তাদের সত্যতার উপর মিশরবাসী ও সেখানে অবস্থানরত কাফেলাকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কুরআনের ভাষায়: [**যে জনপদে আমরা ছিলাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।**] তারা দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করেছে। এক: [**যে জনপদে আমরা ছিলাম**

সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।] মিশরবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন যারা সেখান দিয়ে অতিক্রম করেছে। সকল মিশরবাসী উদ্দেশ্য নয় বরং ঐ সকল অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন যারা তা জানে; তাদের মধ্যে অন্যতম ইউসুফ আঃ এর কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের ব্যতীত যে সকল অধিবাসী সেখান প্রবেশ করেছে তারা।

দুই: [**এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও।**] ঐ সমস্ত যাত্রীদলকে জিজ্ঞাসা করুন যাদের সাথে আমরা মিশরে সফর করেছি। এ থেকে বুঝা যায় যাত্রীদল এ বিষয় অবগত ছিল। আর এসব কিছু তাদের পিতা থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য। বিশেষত এর পূর্বে ইউসুফ আঃ এর বিষয় অতিবাহিত হয়েছে এবং সেখানে দাবী করা হয়েছে নেকড়ে তাকে খেয়েছে অথচ নেকড়ে তা থেকে মুক্ত। এখানে অন্যতম ফায়েদা হচ্ছে কখনো স্থানের নাম করা হয় তার অধিবাসীকে কেন্দ্র করে, কখনো কোন সমষ্টির গুণ বা নামকরণ করা তার মালিককে কেন্দ্র করে যেমন বলা হয়: গ্রামকে জিজ্ঞাসা কর উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা কর অনুরূপ বলা হয় কাফেলাকে দাও উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেলার লোকদেরকে দাও।

অতঃপর তারা তাদের পিতার কাছে বর্ণনা করছে যদি তুমি এই সাক্ষীগুলো যাচাই বাছাই কর তোমার কাছে নিশ্চিত হবে আমাদের সত্যতা। তাই তারা তাদের কথা শেষ করেছে বা যা দিয়ে তাদের ভাই তাদের পাঠিয়েছে, তা হল [**আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।**] অর্থাৎ আমরা যা তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি তার চুরির ব্যাপারে ও চুরিকৃত বস্তুসহ তাকে আটকের ব্যাপারে তা সত্য।

তাদের প্রতি আল্লাহর নবী ইয়াকুব আঃ এর প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝা যায় সে এ সংবাদ বিশ্বাস করেনি, ইতিপূর্বে ইউসুফ আঃ এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ইয়াকুব আঃ যা বললেন তা কুরআনের ভাষায়: [**না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে, কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব; হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] এতে বুঝা যায় তিনি তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষন

করেছেন তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের বিষয়ে, যেমনভাবে তিনি তাদের প্রতি মিথ্যার ধারণা পোষণ করেছিলেন ইতিপূর্বে ইউসুফের সাথে যা ঘটেছিল সে ক্ষেত্রে। **[না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।]** তাদের থেকে ইউসুফের প্রতি যা ঘটেছিল তার উপর অনুমান করে বিন ইয়ামিনের বিষয়ে তাদের প্রতি তিনি মন্দ ধারণা করেছেন। ইউসুফের বিষয়ে তাদের পিতার কাছে তাদের বক্তব্য ছিল নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। তার ছেলে বিন ইয়ামিনের বিষয়ে তার ধারণা ছিল সে চুরি করতে পারে না, তাই তিনি মনে করেন তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কিচ্ছা বানিয়ে দিয়েছে যা আমি বিশ্বাস করি না। أمرا শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আকারে এসেছে, যা প্রমান করে তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করছ, তোমাদের উদ্দেশ্য আমি জানি না। তাই তিনি এ বিষয়কে তিন পদ্ধতিতে প্রতিকার শুরু করেন:

প্রথম পদ্ধতি: তার উপর যে বিপদ এসেছে এবং সন্তানদের থেকে যা ঘটেছে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা, তিনি তাদের সাথে ধৈর্য ছাড়া অন্য কিছুর মোকাবেলা করেন নি; যা থেকে কোন বিষয় মোকাবেলায় ধৈর্য ও হেকমতের গুরুত্ব স্পষ্ট হয় এবং বিপদ মোকাবেলায় ধৈর্য অবলম্বন করার ফলে এবং সর্বোত্তম পন্থায় লক্ষ্য অর্জনে ফলে যে প্রজ্ঞা পাওয়া যায় তাও স্পষ্ট হয়। আরো স্পষ্ট হয় ধৈর্য ব্যক্তিকে এমন কর্ম থেকে দূরে রাখে যার পরিণতি হচ্ছে ভয়াবহ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: **[হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন।]** আল্লাহর কাছে আশা নিয়ে দোয়া করা; তিনি ইউসুফ আঃ, তার বিনইয়ামিন ও বিন ইয়ামিনের সাথে যে মিশরে থেকে গেছে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিবেন। বিপদ প্রতিকারে এটা সর্বোত্তম পদ্ধতি। যদিও ইউসুফের বিষয় অনেক আগেই গত হয়েছে কিন্তু তিনি ইউসুফ আঃ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিশ্বাসের কারনে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি তাকে তার কাছে ফিরে দিবেন। আর তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন হবে। এ থেকে আল্লাহর কাছে আশা, আকাঙ্খা এবং দোয়া কবুলের বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের

গুরুত্ব বুঝা যায়। যেহেতু عسى কাঙ্খিত ও প্রিয় বস্তু পাওয়ার প্রত্যাশায় ব্যবহৃত হয়; এখানে আশা আল্লাহর কাছে এবং কাঙ্খিত বিষয় তাদের সকলকে ফিরে পাওয়া; সাম্প্রতিক যারা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে শুধু তারাই নয় বরং দীর্ঘ কয়েক বছর আগে বিচ্ছিন্ন হওয়া ইউসুফ আঃও। যা প্রমান করে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইউসুফ আঃ এখনো জীবিত, মরেনি এবং নেকড়ে তাকে খায়নি।

তৃতীয় পদ্ধতি: আল্লাহর প্রশংসা করা তাঁর নাম ও সুন্দর গুণাবলী দ্বারা। [**নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] তা হচ্ছে তিনি সর্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত, তিনি ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অবস্থান জানেন এবং তিনি আমার প্রবল কষ্টের বিষয়েও অবগত। আর তিনি তাঁর কর্ম ও ফয়সালাতে প্রজ্ঞাময়, তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। [**নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] এটি ব্যাপক অর্থবোধক কায়েদা। তবে আয়াতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ি বুঝা যায় তিনি ইউসুফ ও তার ভাইয়ের বিষয়ে সর্বজ্ঞ আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর ব্যবস্থাপনায় ও সংরক্ষনে তাদের জন্য এবং তাদেরকে আমার কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে ব্যাপক অর্থ অনুযায়ি তিনি সর্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত, তিনি সকল কিছু অবগত; আসমান ও জমিনের কোন কিছুই তার কাছে অস্পষ্ট নেই, বান্দা সুক্ষ্ম যা কিছু গোপন করে বা অন্তরে লুকিয়ে রাখে সে বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনা ও ফয়সালাতে প্রজ্ঞাময়; তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হিকমতে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

অতঃপর ইয়াকুব আঃ তার সন্তানদের সাথে কথা লম্বা না করে উপরোক্ত কথা বলার পর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং দুঃখের সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এটা স্পষ্ট ক্রোধের সময় নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া সবচেয়ে সম্মানজনক ও সর্বোত্তম কাজ, যা জ্ঞানীরা করে থাকে। একজন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক তা করা, যা দ্বারা বাস্তবায়ন হবে জনস্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থ এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থ। আর তার মুখ ফিরে চলে যাওয়া তার অসন্তুষ্টি বুঝায়।

অতঃপর ইয়াকুব আঃ বলেন: [**হায় আমার আফসোস ইউসুফের জন্য।**] এ কথা তার প্রবল কষ্ট ও হতাশার অবস্থা বর্ণনা করে, এখানে আহবান সূচক

শব্দের ব্যবহার ইউসুফের বিষয়ে দীর্ঘ কষ্টের প্রমাণ করে। বিশেষ করে ইউসুফের কথা উল্লেখ করার কারন হচ্ছে, দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা যা তাকে প্রবল দুঃখের সাথে হতাশা পযন্ত নিয়ে গেছে, অতঃপর তার সাথে মিলিত হয়েছে বিন ইয়ামিনের বিচ্ছিন্নতার কষ্ট। ইবনুল জাওযী রাহিঃ বলেন: ইয়াকুব আঃ এর বক্তব্য يأأسفى على يوسف দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে প্রভূ! ইউসুফের প্রতি আমার আফসোস বা কষ্টের কারণে আমার প্রতি রহম কর।[1] এতে আল্লাহর নবী ইয়াকুব আঃ এর কষ্ট দ্বিগুণ হওয়া প্রমান করে। অতঃপর তার চলমান পুরাতন কষ্টের সাথে বিন ইয়ামিনের খবর এবং যে ভাই নিজে মিশরে থাকা আবশ্যক করে নিয়েছে তার খবর তাকে নাড়া দিয়েছে। এমনকি তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে যায় অনেক অশ্রু জলের কারনে। কুরআনের ভাষায়: **[আর তার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগ বশত:।** এটা প্রবল চিন্তা ও কষ্টের প্রভাব এবং হতাশা তাকে গিরে ধরেছিল। এমনকি তার অধিক কান্নার কারনে তার চক্ষুদ্বয়ের কালো রং সাদাতে পরিনত হয়। যা প্রমাণ করে তার অধিক কান্নার কারনে তার দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে যায় এবং এটাও প্রমাণ করে যে, সে বিশ্বাসী ছিল ইউসুফ আঃ এখনো জীবিত।

চিন্তা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, তবে পার্থক্য হচ্ছে এতে যে শঙ্কিত ও রাগান্বিত হয় এবং যে সবর করে এবং প্রতিদানের আশা করে যেমন ইয়াকুব আঃ সবর করেছেন এবং বলেছেন: **[পূর্ণ সবরই শ্রেয়।]** আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আঃ এর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন: **[সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।]** তিনি তার এ যন্ত্রণার সাথে তার কষ্টকে চেপে রেখেছেন, গোপন করেছেন এবং প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। আর তিনি দুঃখ-কষ্টকে কেন্দ্র করে কাজ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট অনুযায়ি কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি দুঃখ-কষ্টের সংবরণকারী ছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় নবীদের জীবন পরীক্ষা থেকে মুক্ত নয় এবং পরীক্ষা মানেই তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ এমন নয়। বরং তার মযদা আল্লাহর কাছে মহান, সুউচ্চ। কিন্তু এতে আল্লাহর রহস্য রয়েছে, যা

(১) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২০৩)।

তিনি তার বান্দার উপর পরিচালনা করেন। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথার অন্যতম অলঙ্কারিক দিকে হচ্ছে, তিনি কান্নার প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেছেন তা হল, তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেছে এবং কান্নার কথা উল্লেখ করেন নি, কান্নার কারন উল্লেখ করেছেন তা হল ভীষণ শোক।

চোখের কালো বর্ণ সাদাতে পরিনত হওয়া অধিক কান্না ও অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার প্রমান। আর চোখ সাদা হয়ে যাওয়ার কারন হল ভীষণ শোক এবং শোকের কারন হল অতিতের বিষয়ে চিন্তা আর তার সাথে কান্না ও অশ্রুর প্রবাহে চোখ সাদা হয়েছে। সুতরাং তা হল অধিক ক্রন্দনের প্রমান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন ইয়াকুবের সন্তানদের জওয়াব সম্পর্কে যা তারা তাদের পিতাকে দিয়েছিল। যা প্রমান করে তার সন্তানগণ তার কাছে এসেছে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে একাকী বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর। তারা যা বলেছে তা কুরআনের ভাষায় হল: **[আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন যাতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন বা মারা যাবেন।]** তারা তাদের পিতার সাথে কথোপকথন শুরু করেছে শপথের মাধ্যমে, তা তাদের পিতার প্রতি স্নেহ বশত: এবং তার কাজে আশ্চয হয়ে। তাই তারা বলল: আল্লাহর শপথ, আপনি সবসময় ইউসুফকে স্মরণ করে অবসাদগ্রস্থ হবেন না, **[এতে মমূষ হয়ে পড়বেন]** অর্থাৎ প্রবল চিন্তা আপনাকে শেষ করে দিবে। এতে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, আপনার বিবেককে নষ্ট করে দিবে, আপনার দেহকে ধ্বংস করে দিবে ও চিন্তা আপনাকে বার্ধক্যে পরিণত করে দিবে এবং এতে আপনি মৃত্যু কাছাকাছি চলে যাবেন। **[অথবা আপনি মারা যাবেন]** অর্থাৎ আপনার প্রবল চিন্তা আপনাকে আপনার মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনকে শেষ করে দিবে। এ আশংকা সন্তানদের পক্ষ থেকে তাদের পিতার প্রতি কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যদিও তারাই তার দুঃখ - কষ্টের কারণ ও উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মূল। এ কল্যাণ কামনা তাদের পিতার প্রতি তাদের স্নেহ অনুগ্রহের ইঙ্গিত দেয়, কারণ তারা চিন্তিত ব্যক্তির উপর চিন্তার ভয়াবহতা ও তার পরিণতি জানত। এটা তাদের অনুমান, সন্দেহ ও ধারণা, নিশ্চিত বিষয় নয়; কারণ তা গোপন নয় যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব

নির্ধারিত এবং সম্ভননা রয়েছে পরিবর্তন হওয়ার। বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ইউসুফ ও তার বিষয়ে তাদের পিতার ক্রমাগত স্মরণ বিস্ময় ও অপছন্দ বহন করে, কারণ ইউসুফের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটিও ইয়াকুব আঃ এর অসুস্থতা ও মৃত্যুর সম্ভবনায় অনুগ্রহ স্বরূপ।

تفتؤا تذكر يوسف বাক্যটির অন্যতম সুক্ষ্ম অলঙ্কারিক দিক হচ্ছে এতে এমন শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে যা অতীত ও সম্ভাব্য ধারাবাহিকতার সাথে বর্তমান বুঝায়। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি অতীতে চিন্তিত ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং এর উপর অব্যাহত রয়েছেন, যা আপনার শরীর ধ্বংস করে দিবে এবং শক্তি নষ্ট করে দিবে অথবা আপনাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। তাদের মূল কথ ছিল: আপনি ইউসুফের স্মরণ থেকে ও তার জন্য চিন্তা করা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন এবং তাকে ভুলে যাওয়া পযন্ত ব্যস্ত থাকুন।

ইয়াকুব আঃ এর প্রতি উত্তরে তার সন্তানদের বললেন: **[আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।]** তিনি তার অভিযোগ আল্লাহর কাছে সীমাবদ্ধ করেছেন, সীমাবদ্ধের শব্দ إنما দ্বারা। অর্থাৎ আমি আমার অভিযোগ নিবেদন করছি আল্লাহর কাছে যিনি একক যার কোন শরীক নেই; তোমাদের কাছে নয় এবং অন্য কোন বান্দার কাছেও নয়। বরং নিবেদন সর্বশক্তিমান আল্লাহর শানে পেশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ; ফলে তিনি অস্বীকার করছেন যে তার অভিযোগ ইউসুফের প্রতি তার কষ্টের কারনে। বস্তুত তার অভিযোগ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে নয়, তা সমাধানের আশায় ও লক্ষ্যে। কেননা অভিযোগের নিবেদন সীমাবদ্ধ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে। এর মাধ্যমে তিনি দোয়া, আশা করা, সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ করা প্রভৃতি ইবাদত এক আল্লাহ তায়ালার জন্য স্বীকৃতি দিচ্ছেন। কারন অভিযোগ হচ্ছে ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করা তা দূর ও অপসারণ করার নিমিত্তে সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপ অভিযোগ হল ব্যথার বিষয় বর্ণনা করা এবং যার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে তার ব্যথ্যা- পেশ করা। তিনি দুটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেন, এক: অসহনীয় বেদনা; দুই: দুঃখ-কষ্ট। আর অভিযোগ

পেশ এক আল্লাহর কাছে যার কোন শরীক নেই। তিনি বলেন: إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله

পেশকৃত অভিযোগের ক্রেন্দ্রবিন্দু আল্লাহর কাছে, যা এসেছে البث শব্দ দ্বারা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের ব্যথ্যা- বেদনা, লুক্কায়িত দুঃখ ভারাক্রন্ত এবং প্রবল কষ্ট প্রকাশ করা। সাথে সাথে البث হল প্রকাশ করা, প্রচার করা তবে তার মধ্যে তার প্রতিপালকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই তার অভিযোগ গোপনীয়তায় ভরপুর। অতঃপর البث শব্দের উপর الحزن শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে, আর الحزن হল শোক, কষ্ট, যন্ত্রণা; যা ইউসুফের বিচ্ছেদের ফলস্বরূপ ঘটেছে।

অতঃপর ইয়াকুব আঃ বিশেষ ভাবে আল্লাহ সম্পর্কে যা জানেন তা উল্লেখ করেন যে বিষয়ে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে তিনি বলেন: **[আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অধিক অবগত যা তোমরা জাননা।]** অর্থাৎ আমি এমন কিছু জানি যা আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়েছেন তোমরা তা অবগত নও। এতে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশেষায়িত করেছেন অহীর জ্ঞান দ্বারা, আর বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হল ইউসুফ আঃ এর বিষয়। ইমাম শাওকানী রাহিঃ এর ব্যখ্যায় বলেন: তাঁর অনুগ্রহ ও সহানুভূতি সম্পর্কে এবং বিপদে সবরের সওয়াব সম্পর্কে আমি অধিক অবগত, যা তোমরা অবগত নও।[1] এটা ব্যাপক অর্থবোধক ব্যখ্যা। আর ইবনে আব্বাস রাযিঃ এর ব্যখ্যায় বলেন: আমি জানি ইউসুফের স্বপ্ন সত্য আমি শীঘ্রই তাকে সেজদাহ করব[2], এটাই আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন।

ইয়াকুব আঃ বক্তব্য: **[আমি আল্লাহর ব্যাপারে অধিক অবগত যা তোমরা জাননা।]** এ থেকে বুঝা যায় যে, তোমরা আমাকে নিষেধ করা ও দোষারোপ করা থেকে বিরত থাক, সৃষ্টির কেউ আমাকে থামাতে পারবে না আমি যাতে আছি তা থেকে এবং আল্লাহ আমাকে যা জানিয়েছেন তা তোমরা যা জান তা

(১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/৪৯)।

(২) তাফসীরে তবারী (১৩/৩০৭)।

থেকে শ্রেষ্ঠ। এতে তাদের জন্য রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। তিনি চিন্তিত ও ব্যথিত থাকা সত্বেও তার সংলাপে তাদের সাথে রাগ ও ক্রোধের সাথে কথা বলেন নি, যা তার সহনশীলতা ও সবরের ইঙ্গিত দেয়। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় তা হল, ইউসুফ আঃ বাদশাহ হওয়ার পর তার পিতার ব্যাপারে কিভাবে সবর করলেন? ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: সঠিক কথা হল তা আল্লাহর নির্দেশ, যাতে ইয়াকুব আঃ এর সম্মান বৃদ্ধি পায় বিপদে সবর করার মাধ্যমে। আর ইউসুফ তার পিতার কষ্টের কারনে প্রচন্ড শোকে ছিলেন কিন্তু তিনি কারন দূর করতে অক্ষম ছিলেন।[1] যাতে স্পষ্ট হয় আল্লাহ তায়ালা যে তাকদীর পরিচালনা করেন তাতে বিশেষ রহস্য রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। জীবন এবং বয়স চলতে থাকে এবং শেষ হয় কিন্তু আল্লাহর মহা অনুগ্রহ অনঢ় যা পরির্বতন হয় না, শোকরগুজার ও সবর কারীদের পুরস্কারদানে তিনিই যথেষ্ট।

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে শোকর গুজার ও যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

(১) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২০৬)।

﴿يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيۡهِ قَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئۡنَا بِبِضَٰعَةٖ مُّزۡجَىٰةٖ فَأَوۡفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجۡزِي ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ ٨٨ قَالَ هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَعَلۡتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذۡ أَنتُمۡ جَٰهِلُونَ ٨٩ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِيۖ قَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَآۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٩٠ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ٩١ قَالَ لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ يَغۡفِرُ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٩٢﴾

[হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের সন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া।

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন তারা বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন; নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের পুরস্কৃত করেন।

তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর; আল্লাহ তো আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসহিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

তারা বলল, আল্লাহর শপথ আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম।

তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।] আয়াত নং: ৮৭-৯২।

আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন যে ইয়াকুব আঃ তার সন্তানদের সাথে তার সংলাপ শেষ করেছেন জেনে শুনে নিশ্চয়তার সাথে যে ইউসুফ আঃ জীবিত আছেন। তিনি বলেন: **[হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের সন্ধান কর।]** তিনি তার সন্তানদের পিতৃ স্নেহের সাথে আহবান সূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলেন: হে আমার পুত্রগণ। এতে সন্তানদের প্রতি তার কোমল আচরণ প্রকাশ পায়। দুঃখ-কষ্ট এবং ইউসুফের জন্য তার কষ্ট বন্দ করার জন্য সন্তানদের অনুরোধ তাকে তাদের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলতে বাধা দেয়নি, যাতে তিনি সন্তানদের (কষ্ট) ধারণ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারেন তাদের সাথে যাই ঘটুক। স্নেহ মিশ্রিত এ আহবানের পর তিনি তাদেরকে ইউসুফের অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলেন: **[তোমর যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর।]** ইউসুফকে খোঁজার নির্দেশ ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি নিশ্চিত তার জীবিত থাকার ব্যাপারে হয় স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে। ইউসুফ ও তার সহোদর বিন ইয়ামিনের একত্রে অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রমান করে যে তিনি নিশ্চিত সে মিশরে বিন ইয়ামিনের অবস্থানস্থলে আছে। যা সম্ভব্য করে ইউসুফের স্বপ্ন ও তার (ইয়াকুব) প্রতি আল্লাহর অহী মিলিত হওয়া। অতঃপর তিনি তার সন্তানদেরকে তাদেরে অনুসন্ধানের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিলেন তা হল অত্যন্ত গোপনে অনসন্ধান করা। تحسس হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত গোপনে কোন কিছু তালাশ করা। তা ইন্দ্রিয় ও সংবেদশীল কর্ম। তা এমন এক শব্দ যা সতর্কতা ও ধীরস্থিরতার সাথে অনুসন্ধানে জোরদার বুঝায়, এর জন্য প্রয়োজন কর্ম, প্রচেষ্টা, পুনরাবৃত্তি ও হতাশ না হওয়া যতক্ষণ না দুজনের খবর না পাওয়া যায়, যা প্রেরিত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও বুঝের গুরুত্ব দেয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, এতে কতক ক্ষেত্রে তীক্ষ্নতা ও সতর্কতার প্রয়োজন।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা হল আল্লাহর উপর ভরসা করা ও আস্থা রাখা এবং হতাশ না হওয়া তিনি বলেন: **[তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবে না।]** তিনি তাদেরকে অনুসন্ধানে ধৈর্যশীল ও আন্তরিক হওয়ার এবং তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ দেন। কেননা তাড়াহুড়া করা হল হতাশ হওয়ার কারন, তাই তিনি হতাশ হতে নিষেধ করেছেন। হতাশ হল, নিরাশ হওয়া আমাদের বিপদে আল্লাহর সাহায্য, দয়া অনুগ্রহ থেকে। সুতরাং তোমরা হতাশ হবে না আল্লাহর দয়া থেকে আমরা যে দুঃখ কষ্টে রয়েছি সে ব্যাপারে। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলেন হতাশ হওয়া কাফের সম্প্রদায়ের স্বভাব ও রীতি। তিনি বলেন: **[নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় কেবল হতাশ হয়।]** অর্থাৎ শুধুমাত্র অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়, কেননা তাদের উপলব্ধি আল্লাহর শক্তি থেকে বিচ্ছন্ন। ফলে তাদের উপর যে বিপদ নেমে আসে তার কারনে তাদের উপর নেমে আসে হতাশা ও নৈরাশ্য। এতে বুঝা যায় আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হওয়া ঈমান বিরোধি, কেননা আল্লাহর প্রতি ঈমান আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি ইলম ও বিশ্বাস আবশ্যক করে। এ ক্ষেত্রে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহর নবী ইয়াকুব আঃ এবং এতে রয়েছে তার সন্তানদের প্রতি উপদেশ হতাশ না হওয়ার।

অতঃপর ইউসুফ আঃ এর ভাইদের তাদের পিতার সাথে কথা বলার পট পরিবর্তন হয়ে মিশরে তাদের ইউসুফ আঃ এর কাছে প্রবেশের আলোচনা আরম্ভ হয়। **[অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল।]** অর্থাৎ ফিলিস্তিনেরে কেনানে তাদের পিতার সাথে তাদের কথোপকথনের পট পরিবর্তন হয়ে মিশরে ইউসুফের সাথে তাদের কথোপকথন শুরু হয়েছে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানের পট পরিবর্তনের বর্ণনা অত্যন্ত অলঙ্কারিক শাস্ত্রের সাথে এসেছে, কেননা সময় ও স্থানের দিকে অনেক দূরত্ব ছিল, তবে শ্রোতা ও তেলাওয়াতকারী স্হানান্তরের কোন বিরতি বা সময় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন না করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ও পিতার সাথে কথোপকথন থেকে মিশরে ইউসুফের সাথে কথোপকথনের আয়াতে আকৃষ্ট হয়। কারন হল

প্রেক্ষাপট তৈরিতে অলৌকিকতার ক্ষমতা, যাতে আলোচনাকালে ঘটনা ও সময়ের মানসিক পরিমাপ বাস্তবায়িত হয়। ফলে তারা তাদের পিতার নির্দেশে সাড়া দেয় এবং মিশরে যায় ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধানের জন্য।

ইউসুফের কাছে প্রবেশের সময় তারা তাকে বাদশাহ উপাধিতে সম্বোধন করে, তার মযাদা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ এবং তার উদার দানের আশায়। কুরআনের ভাষায়: **[অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন তারা বলল, হে আযীয!]** তারা তাদের বক্তব্য শুরু করেছে আহবান সূচক শব্দ يأيها দ্বারা, যা প্রমান করে তার সাথে সকল কথার ক্ষেত্রে তার সহানুভূতি লাভ তাদের প্রয়োজন বাস্তাবায়নের জন্য, যেমন অল্প ও তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য দান। অতঃপর তাদের প্রচুর অভাবের কারনে তারা তাদের বক্তব্য আরম্ভ করেছে তাদের প্রয়োজন ও দারিদ্রের কথা বর্ণনা করে, খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির আশায়। আর এ অবস্থার বর্ণনা এসেছে তিনটি শব্দের মাধ্যমে তা হল مسنا وأهلنا الضر এ বাক্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তবে অর্থ ও উদ্দেশ্যে বিস্তৃত এবং কষ্টের ভয়াবহতা প্রকাশে পরিপূর্ণ। مسنا শব্দটি ভীষণ প্রত্যক্ষ বিপদ আপদ বুঝায় যা তাদের স্পর্শ করেছে, তাদের জীবনের সবদিক থেকে বিপদ গ্রাস করেছ, তাদেরকে প্রবলভাবে যা স্পর্শ করেছে তা হল ক্ষুধা, তারা তা বর্ণনা করেছে তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা, তা হল বিপদ। উপরোক্ত বাক্যে তাদের জীবন ও শরীরের খারাপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের বিপদকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি বরং তারা বিশেষভাবে তাদের পরিবারকেও যুক্ত করেছে, বাদশাহকে এ কথা বুঝানোর জন্য যে তাদের পরিবার অপেক্ষায় আছে যা তাদের অভাব পূরণ করবে এর আশায়। যদিও এ ফরিয়াদে চূড়ান্ত বাগ্মীতা আছে তবে তা ইয়াকুব আঃ, তার পরিবার ও তার সন্তানাদির উপর যে বিপদ এসেছে তা প্রমান করে; দুঃখ-কষ্টের সাথে খাদ্যের অভাব একত্রিত হয়েছে। যাতে স্পষ্ট হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা তার প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর পক্ষ হেকমত স্বরূপ। সবসময় পরীক্ষা বান্দার প্রতি অসন্তুষ্টি বুঝায় না। আল্লাহর নবী ইয়াকুব আঃ এর প্রতি আল্লাহর পরীক্ষা ছিল সবর শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়ার জন্য এবং তাঁর প্রতি সু-ধারণা

পোষণের জন্য। এ থেকে আরো বুঝা যায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করা শরীয়ত সম্মত তার কাছে যে তা অপসারণ করতে পারবে, কেননা তা সবব বা মাধ্যম গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তারা বাদশাহ ইউসুফের কাছে যা নিয়ে এসেছে তার সংবাদ দিয়ে বলেন: আমরা তুচ্ছ পুজিঁ নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ খাদ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তারা যে পণ্য নিয়ে এসেছে তা مزجة অর্থাৎ তা অল্প এবং তুচ্ছ, যা ব্যবসায়ীরা ফেলে দেয় তার প্রতি আগ্রহ না থাকার কারনে। এ সুক্ষ্ম গুণের মধ্যে রয়েছে এমন স্পষ্টতা যা ঐ গুণাবলিকে একত্রিত করে যা মানুষ পরিত্যাগ করে। এর মাধ্যমে তাদের অভাবের পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে এবং স্পষ্ট হয়েছে তাদের ঐ অবস্থা যা তাদের বাধা দেয় বাদশাহর কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের উপযোক্ত বিনিময় প্রদান করতে। পক্ষান্তরে بضاعة শব্দের অর্থ হল, যা ব্যবসার প্রস্তুত করা হয়, এখানে ঐ পণ্য উদ্দেশ্য যার প্রয়োজন মিশরে রয়েছে। তাই তা হচ্ছে মিশর থেকে যা গ্রহণ করবে তার মূল্যস্বরূপ; তা হল এক পণ্যের বিনিময়ে অন্য পণ্য গ্রহণ করা।

অতঃপর তারা তাদের ফরিয়াদ বা অভিযোগ ক্রমান্বয়ে পেশ করার পর তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছে তা বর্ণনা করেন তা হল: [**আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন।**] অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ পণ্য নিয়ে এসেছি তার সমপরিমাণ রসদ দিবেন না বরং আমাদের পুরোপুরি রসদ দিয়ে সম্মান করুন এবং আমাদের অল্প ও তুচ্ছ পণ্যের কারনে কম দিবেন না। তারা বেশি চেয়ে বলল: আমাদের সাদকাহ করুন। অর্থাৎ তারা আগ্রহী ছিল তাদের পরিমাণ পূরণ করতে তাদের প্রতি সাদকাহ করতে। তারা ঐ সাদকার ধরন নির্ধারণ করেনি যা দিয়ে রসদ বৃদ্ধি হবে বা অন্য কিছু যা দিয়ে তাদের অভাব দূর হবে, যাতে বিষয়টি বাদশাহ তাদের পেশকৃত আবেদন থেকে নির্ধারণ করতে পারে। ইবনে ওয়াইনাহ রাহিঃ বলেন: তারা এ কথা বলত না যদি সাদকাহ তাদের জন্য হালাল না হত, তারা নবী, আর মুহাম্মদ সাঃ এর ক্ষেত্রে সাদকাহ

হারাম করা হয়েছে।[1] সাদকাহ শব্দটি সাধারনভাবে কোন ধরণ ও পরিমাণ উল্লেখ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের ভাই বিন ইয়ামিনের ফিরিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত করা। তারপর তারা ইউসুফ আঃ কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব ও তাঁর কাছে যা আছে তা আশা করার উৎসাহ দিয়ে বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ দানশীলদের পুরস্কৃত করেন। এতে রয়েছে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বেশি দানের উৎসাহ। তাদের পিতা ও তাদের পরিবারের অবস্থা ইউসুফ এর আবেগকে নাড়া দিয়েছে, তাই ইউসুফ তাদের সাথে নিজের পরিচয় দিলেন তারা তাদের সাথে যা করেছে তা স্মরণ করে দিয়ে। তিনি বলেন: তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন তাদের মন্দ কর্মের দিকে নিন্দা সূচক প্রশ্নের মাধ্যমে ও তারা যা করেছিল তার ভয়াবহতা বর্ণনা করে এবং ইউসুফ ও তার সহোদরের সাথে তাদের মন্দ আচরণের বিবরণ দিয়ে আর তা ভূলে যাওয়ার নয়। ইবনুল আনবারী রাহিঃ বলেন: তোমরা যা করেছ তা কতই না ভয়াবহ! তোমরা যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছ ও সত্যকে সংকীর্ণ করেছ তা কতই না নিন্দনীয়!।[2] তিনি একই সময় তাদের প্রতি স্নেহশীল হয়েছেন এবং দোষারোপের সাথে অজুহাত খুঁজেছেন কেননা তিনি তাদের অতিতের এ কর্মকে অজ্ঞতার কারন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কতই না অনুগ্রহশীল নবী, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ইশারার মাধ্যমে তোমাদের পূর্বের মন্দ কর্ম তোমাদের থেকে, এটা তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন। তিনি তাদেরকে তাদের কুৎসিত কর্মের সংবাদ দিয়েছেন, স্মরণ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের অতীত কর্মের কারনে বর্তমান অবস্থাতে কোন রায় দেননি বা বিচার করেন নি। إذ أنتم جاهلون বলা, এটা ইউসুফ আঃ এর সুন্দর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। যা প্রকাশ করে চারিত্রিক স্বভাব বিচারে সময়, পারস্পরিক ব্যবহারে ক্ষেত্রে, তিরস্কারের ক্ষেত্রে, ক্ষমতা ও সম্মান অর্জনের সময় এবং দুর্বলের সাথে ঝগড়ার সময় এবং নিজের প্রয়োজনের সময়; যেমনভাবে তিনি স্মরণ করানো

(১) তাফসীরে তাবারী (১৩/৩২৫)।

(২) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২০৯)।

ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেন নি এবং তাদের সাথে যা ঘটেছিল তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। যাতে স্পষ্ট হয় তিরস্কারের সময় কোমলতা প্রদর্শনের। পক্ষান্তরে বিন ইয়ামিনের সাথে তাদের খারাপ আচরণ তার স্পষ্ট করে বর্ণনার কারন হচ্ছে বিনইয়ামিন ইউসুফকে সংবাদ দিয়েছে তারা তার সাথে যে মন্দ আচরণ করেছে সে ব্যাপারে।

ইউসুফ আঃ তার ভাইদেরকে তার প্রতি যা করেছে এবং তার সহোচরের সাথে যে খারাপ আচরণ করেছে তার বর্ণনা দেওয়ার পর তারা তার প্রশ্নের উত্তরে সাড়া দেয় প্রশ্নবোধক প্রশ্নের মাধ্যমে, তার মাধ্যমে তারা স্বীকৃতি দেয় তাদের অন্তরে যা লুক্কায়িত আছে তার প্রশ্নের ব্যাপারে আর তা হল, [**তুমিই কি ইউসুফ?**] অর্থাৎ তারা বলছে আমরা তোমার প্রশ্নের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি যে নিশ্চয়ই তুমি ইউসুফ, তা কি ঠিক নয়? এর মাধ্যমে মূলত নিশ্চয়তা কামনা করছে সে তাদের ভাই ইউসুফ। তা এমন এক সাক্ষাত যাতে আত্মার অনুভূতিসমূহ ধারণ করে; যা সম্বোধনকারী একত্রিত করতে পারে না তার আধিক্যের কারনে, তার অর্থের প্রচুর গভীরতার কারনে। তাই ইউসুফ আঃ তাদের সমর্থনে ও নিশ্চয়তায় সরাসরি বলেন: [**আমি ইউসুফ**।] এরকম বলেন নি, হ্যাঁ, আমিই সে। বরং বলেছেন [**আমি ইউসুফ**] যাতে তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন তারা তার সাথে যা করেছিল যেন তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল: আমিই ইউসুফ যাকে তোমরা যাকে তোমরা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিলে। তারপর তার জওয়াবের পরিপূর্ণ করেন এ বলে যে এ হচ্ছে [**আমার সহোদর ভাই**] যার সাথে বিনিময় হয় হৃদ্যতা ও ভালোবাসা। এটি তাদের জন্য মেসেজ যে ভ্রাতৃত্ববোধ হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বহন করে। তিনি বলেন নি এ হচ্ছে আমার ভাই আর তোমরাও আমার ভাই বরং তিনি তৃপ্ততাবোধ করেছেন যার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বিনিময় হয় তাদের নির্ধারন করে। অনুরূপ এতে জোরদার বর্ণনা রয়েছে যে সে আমার মত কষ্ট ভোগ করেছে। هذا أخي এ বাক্যটি ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় যে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে আমাদের একত্রিত করেছেন!! তা আমাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ।যেমন তিনি বলেন কুরআনের ভাষায়: নিশ্চয়িই

আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এতে বুঝা যায় আল্লাহ আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার পর আমদের একত্রিত করা। এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে তার সম্মান, মর্যদা ও তার উচ্চ অবস্থান নিয়ে।

তারপর তিনি তাদেরকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বাস্তবায়ন হওয়ার কারন বর্ণনা করে বলেন: [**নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।**] অত্র আয়াতে কারনগুলো ব্যাপকতার অর্থে এসেছে, যাতে প্রমাণিত হয় এই নীতি তার জন্য ও তাদের জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য যারা এ গুণে গুণান্বিত হবে। প্রথম গুণ হচ্ছে: যে ব্যক্তি তাকওয়ার পথে চলবে আল্লাহর ভয়ে ও তার সওয়াবের আশায়। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে: যে আল্লাহর আনগত্যে, তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীরে, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থেকে, তার প্রবৃত্তিকে পরাজিত করার বিষয়ে সবর করে, আল্লাহ তায়লা তার প্রতি কল্যাণ দ্বারা অনুগ্রহ করেন। এখানে তিনি তাকওয়া ও সবরকে মুহসিনদের কাজ গুণ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়লা তার ইহসানের সওয়াব নষ্ট করবেন না; বরং তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন, তিনি তাকে তাকওয়া ও সবরের ক্ষতিপূরণ দিবেন এমন ক্ষেত্রে যা সে অর্জন করতে সক্ষম নয় তার কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ ফলস্বরূপ। এতে তাকওয়া ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর তাওফীক ও অনুগ্রহ অর্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার ভাইদের জন্য শিক্ষনীয় রয়েছে। এতে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক মুমিনের জন্য যে সে তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং মন্দের প্রতিক্রিয়া অনুরূপ মন্দ দ্বারা না দিয়ে সওয়াবের আশায় সামর্থ অনুযায়ী ধৈর্য দ্বারা সমাধান করবে। তদ্রূপ ইহসানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকওয়া এবং সবর, যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং সবর করবে সে মুহসীনদের দলে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা মুহসীনদের প্রতিদান সংরক্ষণ করবেন, নিষ্ফল করবেন না।

ইউসুফের বিষয়ে আল্লাহর বাণী: **[নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।]** এটি একটি শ্রেষ্ঠ নীতি প্রতারণা মোকাবেলায়, শত্রুতা মোকাবেলায়, হিংসা মোকাবেলায়, প্ররোচনা মোকাবেলায় ও জটিলতা মোকাবেলায়।

অতঃপর ইউসুফের ভাইদের জওয়াবের সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: [**আল্লাহর শপথ আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম।**] তারা তাদের বক্তব্য আল্লাহর শপথ দ্বারা শুরু করেছে তাদের অন্যায়ের ভয়াবহতার গুরুত্বের জন্য এবং তাকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদের উপর অনেক শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার কারনে। শপথ দ্বারা জোরদার ও সম্মান জানানোর পর তারা যা বলছে তা হচ্ছে তাদের কৃতকর্ম স্বীকার এবং তাদের উপর তাদের ভাই ইউসুফের শ্রেষ্ঠত্ব। তারপর তাদের কথায় জোরদান করেছে নিশ্চয়তাবোধক অব্যয় لقد দ্বারা। অর্থাৎ তারা বলছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্য থেকে তোমাকে চয়ন করেছে এবং তার মহা অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা তোমাকে বিশেষায়িত করেছে তা হচ্ছে রাজত্ব, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, রাজনীতি, সহনশীলতা, সবর, সুন্দর আচরণ ও সৌন্দর্য। অতঃপর তারা ইউসুফ ও তার সহোদরের সাথে তাদের ভূল স্বীকার করে বলছে وإن كنا لخاطئين অর্থাৎ, আমরা তো তোমার ব্যপারে অপরাধী। এখানে তার ভাইদের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে তারা স্বীকারোক্তির উদ্যোগ নেই বরং তারা তার চেয়ে শক্তিশালী কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছে তা হল কোন ব্যাখ্যায় প্রবেশ না করে নিজেদের ভূল মেনে নেওয়া। তা হচ্ছে অনুতপ্ত ও ওজর পেশের শক্তিশালী মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপকার করেছেন ইউসুফের ঘটনার মাধ্যমে যেহেতু তাতে তাদের জন্য ও অন্যদের জন্য উপদেশ রয়েছে। আর তারা শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর দিকে সমন্ধ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা তারা স্বীকার করে নিয়েছে। কুরআনের ভাষায় তা হল:

لقد ءاثرك الله علينا অতঃপর ইউসুফ তাদের এমন উদার কথা ও সুন্দর সম্বোধনে জবাব দিলেন যা তার মহানুভবতা ও উদার স্বভাবের প্রমাণ করে। তিনি বলেন: [**আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।**] অর্থাৎ তোমারা যা করেছ সে ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই, কোন দোষারোপ নেই এবং কোন তিরস্কার নেই। আমি তা আর কখনো পূনরাবৃত্তি করব না। আজ হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও নিষ্কলুষতার দিন।অলঙ্কার শাস্ত্রের সৌন্দর্য হচ্ছে, তিনি তাদের তোমাদের বলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তাদের মন খুশি হয়। যাতে ইউসুফ আঃ পারস্পরিক শান্তি স্থাপন, মহানুভবতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার অধিকার হরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে পারেন। তদ্রুপ যাতে তিনি হতে পারেন প্রত্যেক মুমিনের জন্য অধিকার হরণ ও ক্ষমা করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে, হিংসা থেকে নফসকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং অপরাধ ও অন্যায় স্বীকার করার পর অন্যায়কারীকে মার্জনা ও সম্মান করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও আদর্শ হতে পারেন। তার সুন্দর ক্ষমা ও কথার পর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেন। তিনি বলেন: [**আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।**] এটা হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। তিনি তার অবস্থান থেকে শুধু নেমেই আসেন নি বরং বিশেষ অনুগ্রহে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন যাতে আল্লাহ তায়ালা গোপন রাখেন তাদের থেকে যা সংঘটিত হয়েছে। তা হচ্ছে ইহসানের সুন্দর দিক কেননা তিনি তাদের সম্মানিত করেছেন এবং তাদের মনকে আনন্দ দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে যাতে তিনি তাদের দোষ গোপন রাখেন। অতঃপর তিনি তাদের আল্লাহর বিরাট রহমতের দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন: তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অর্থাৎ আল্লহর চেয়ে বড় দয়ালু কেউ নেই। যখন মনুষ আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পরের প্রতি রহম করে এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে ছাড় দেয় তখন পারস্পরিক সেই দয়ায় তারা আনন্দিত হয়। আল্লাহ তায়ালা সকল করুণাময়ের মধ্যে পরম করুণাময়, তার

করূণার কোন সীমা নেই। এতে রয়েছে তাদের মনে প্রশান্তি বৃদ্ধি, আল্লাহর স্মরণ এবং উপদেশ যাতে তারা ঘনিষ্ঠ ও আনন্দিত হতে আকস্মিক বিভীষিকার সময়।

﴿ٱذۡهَبُواْ بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلۡقُوهُ عَلَىٰ وَجۡهِ أَبِي يَأۡتِ بَصِيرٗا وَأۡتُونِي بِأَهۡلِكُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩٣ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلۡعِيرُ قَالَ أَبُوهُمۡ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَۖ لَوۡلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ٩٤ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَٰلِكَ ٱلۡقَدِيمِ ٩٥ فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ أَلۡقَىٰهُ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ فَٱرۡتَدَّ بَصِيرٗاۖ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٩٦ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ٩٧ قَالَ سَوۡفَ أَسۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٩٨﴾

[তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যখন যাত্রীদল বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বললেন, তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা বলল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তা তোমরা জান না? তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী। তিনি বললেন, অচিরেই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।] আয়াত নং: ৯৩-৯৮।

এছাড়া সৌন্দর্যপূর্ণ বিবৃতির প্রসঙ্গ ইউসুফ আঃ এর ভাইদের তাদের বাবার নিকট ফিরে আসার প্রস্তুতির বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়, যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে তারা তাকে বিষয়টির বিশদ বিবরণ জানিয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। [তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।) এখানে ইউসুফ আঃ তার ভাইদের তার পিতার কাছে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে শুরু

করে এবং তাদের তার জামাটি দেন। আর তাদেরকে এটি তার মুখের উপর ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে তার পিতা দৃষ্টি ফিরে পাবেন। তার নিশ্চিতকরণ প্রমাণ কারে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অহী এবং ইউসুফের জন্য একটি সম্মাননা, যাতে তার ভাইরা এবং অন্যরা আল্লাহর কাছে ইউসুফের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে। কারণ নিশ্চিতকরণ বিষয়টির সত্যতা নির্দেশ করে। এটি ইউসুফ আঃ-এর প্রতি আল্লাহর একটি মহান নিয়ামত। এছাড়া এটি ইয়াকুব আঃ এর সাথে তার পুত্রের দেখা হওয়ার বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে, যেখানে প্রথমে তিনি তার দিকে বহন করে নিয়ে আসা জামার সুবাস দূর থেকে ইউসুফের পান। এতে ইয়াকুব আঃ এর জন্য সুসংবাদ ও সম্মানের প্রমাণ রয়েছে; যে তার পুত্র ইউসুফ জীবিত আছেন, যাতে তিনি হঠাৎ করে অবাক না হন। যা পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া এবং হঠাৎ করে শক্তিশালী চমকপ্রদ পরিস্থিতির ভয়াবহতা নির্দেশ করে। [**আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।**] বাক্যটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলকে বোঝায়, এটি ব্যাপক এবং সমগ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে এবং তিনি শুধু তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আশার নির্দেশেই সন্তুষ্ট হননি, বরং "সবাইকে" শব্দটি যোগ করে এটি আরো নিশ্চিত করেছেন; যাতে কেউই যেন দেরি না করে, যত সংখ্যকই হোক না কেন এ বিষয়ে তার আগ্রহের প্রমাণ নির্দেশ করে।

তারপর তাদের যাত্রীদল শামের দিকে রওনা দিল [**আর যখন যাত্রীদল বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বললেন, তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।**] যখন তাদের কাফেলা মিশর থেকে যাত্রা করল এবং শামের দিকে রওনা হল, তখন তার পিতা ইয়াকুব আঃ বললেন: [**তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।**] বলা হয় যে বাতাস আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিল যাতে ইয়াকুবের কাছে ইউসুফের সুবাস নিয়ে

আসতে পারে সুসংবাদ বহনকারী আসার পূর্বেই। আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন এবং বাতাস তার সুবাস নিয়ে আসে।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: বাতাস প্রবাহিত হল এবং আট দিনের পথের দূরত্ব থেকে ইউসুফ আঃ-এর সুবাস নিয়ে আসল।(1) আর এটি ইয়াকুব আঃ এর জন্য একটি আল্লাহ প্রদত্ত মুজিযা; তিনি অনেক দূর থেকেই ইউসুফ আঃ-এর জামার ঘ্রাণ পেয়েছিলেন, জামা বহনকারী তার নিকটে আসার পূর্বেই।

এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেন। ইয়াকুব আঃ কিভাবে বহু বছর ধরে নিখোঁজ ইউসুফের সুবাস অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? ইবনে জুরাইজ রহঃ বলেছেন: ইউসুফ আঃ তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর সাতাত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছিল।(2) এটি আল্লাহ তায়ালার সেই বিশেষ নিয়ামত যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

সেই মূহুর্তে ইয়াকুব আঃ তার কাছে থাকা পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন যে তিনি ইউসুফের সুবাস পাচ্ছেন এবং তারা হয়ত তার কথা বিশ্বাস করবে না সেজন্য তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন [**তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর**।] যদি না তোমরা আমাকে তিরস্কার, নিন্দা ও দোষারোপ করো। ইবনে জারীর রহঃ এই অর্থগুলো উল্লেখ করেছেন।(3)

এখানে "تفندون" শব্দটির গুরুত্ব হল, এটি যার কথা হৃদয়াঙ্গম করা যায় না এমন সমস্ত দোষারোপের অর্থকে বোঝায়, কারণ এটি এমন একটি অলৌকিক বিষয় যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়, বিশেষত যখন তার জন্য কোন স্পষ্ট চিহ্ন নেই এবং পরিবারে কেউ এ বিষয়ে তার

(১) তাফসীরে তবারী (১৩/৩৩২-৩৩৩)।

(২) পূর্বোক্ত।

(৩) পূর্বোক্ত।

সাথে একমত নয়। সুতরাং ইউসুফ আঃ ঘ্রাণ অনুভব করা একটি অস্বাভাবিক বিষয়।

তার পরিবারের সদস্যরা তাকে জবাব দিল [**তারা বলল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।**] তারা তাদের কথা আল্লাহর শপথ দিয়ে শুরু করেছে: [**তারা বলল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।**] কারণ বাস্তবিক অর্থেই এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বিষয়। তারা জোর দিয়ে বলে যে আপনি ভুল করছেন। তারা মনে করে যে ইয়াকুব আঃ ইউসুফের প্রতি তার অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে এই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন; তাই তিনি তার কথা ভুলতে পারেননি। [**আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।**] যে ইউসুফ আঃ এখনো জীবিত আছেন। যা ইঙ্গিত করে যে ইয়াকুব আঃ নিশ্চিত ছিলেন যে ইউসুফ বেঁচে আছেন এবং আল্লাহ তাকে সেই স্বপ্নের সত্যতা দেখাবেন যা তিনি দেখেছিলেন।

অন্যদিকে, তার পরিবারের সদস্যরা এই সত্যটি না জানার কারণে তার কথাকে ভুল এবং বিভ্রান্তি হিসেবে মনে করল। এটি প্রমাণ করে যে মানুষ তার দেখা বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বিচার করে, কারণ তারা অদৃশ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ। এই পরিস্থিতিটি একটি উদাহরণ এবং চিত্র ঐ ব্যক্তির জন্য যে অদৃশ্যের বিষয়ে কিছু জানে আর যে জানে না তার পার্থক্যের বিষয়ে। সুতরাং এটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলের ঘটনা: একটি দল যা আল্লাহর গোপন সত্য সম্পর্কে জানে এবং অন্যটি সে সম্পর্কে অজ্ঞ; চায় তা হুকুমের ক্ষেত্রে হোক বা অপেক্ষা কিংবা প্রত্যাশার ক্ষেত্রে। এখানেই উভয় দলের মধ্যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই তারা ইয়াকুব আঃ-কে পুরাতন ভ্রষ্টার গুণে গুণান্বিত করল [**আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।**] কারণ অপেক্ষার সময় ৭৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এটি ইউসুফ আঃ এর স্মরণের দীর্ঘমেয়াদি পুরানো ব্যাপারকে প্রকাশ করে, যা পিতা ইয়াকুব আঃ এর গভীর ভালোবাসার

পরিচয় দেয়, সাথে সেই আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে যা তিনি দিনরাত বয়ে বেড়াচ্ছেন।

পরিবারের সদস্যদের ইয়াকুব আঃ এর প্রতি বাক্য [**আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।**] উক্তিটি তাদের উদ্দেশ্যে বলা ইয়াকুব আঃ এর কথা [**তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর।**] এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা তাদের অজ্ঞতা অনুযায়ী ইয়াকুব আঃ-কে সম্বোধন করেছিল। কেননা তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: যদি তোমরা আমাকে অপমান না কর, বা তিরস্কার না কর; আমার এ কথায় যে, আমি আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। এটা তাদের জ্ঞানে ধরবে না কারণ তাদের দাবী অনুযায়ী ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে।

এরপর ইউসুফ আঃ-এর আসল অবস্থান প্রকাশিত হওয়ার স্তর এসেছিল অনুরূপ ইয়াকুব আঃ এর জ্ঞানের হাকিকত প্রকাশিত হওয়ার সময়ও এসেছিল। তখন এটি পরিষ্কার হয়েছিল যে ইয়াকুব আঃ ভুল ছিলেন না, বরং আল্লাহর পক্ষ হতে ইলম প্রাপ্ত ছিলেন। [**অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তা তোমরা জান না?**] এতে বোঝা যায় যে ইয়াকুবের এক পুত্র দ্রুত ছুটে এসে তাকে ইউসুফের সুসংবাদ দিয়েছিল এবং ইয়াকুব আঃ কথার যথার্থতা নিশ্চিত করেছিল।

তার কোন সন্তান এই সুসংবাদ বাহক ছিল? ইমাম তাবারির মতে, এই সুসংবাদ বাহক ছিলেন ইয়াকুব আঃ-এর পুত্র ইয়াহুদা, যিনি ইউসুফের বৈমাত্রিয় ভাই।[1] সুদ্দী রহঃ বলেন, তিনি ছিলেন সেই পুত্র যিনি পূর্বে মিথ্যা রক্তমাখা জামা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি এর মাধ্যমে পূর্বের বিষয় মুছে দিতে

(১) তাফসীরে তবারী (১৩/৩৪৩)।

চেয়েছিলেন। সে জামা নিয়ে আসল এবং ইয়াকুব আঃ-এর চোখের উপর রাখার পরে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।[1] [**অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।**] যখন সুসংবাদ বাহক জামা নিয়ে আসল এবং ইয়াকুব আঃ-এর চোখের উপর রাখার পরে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল ও পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ হয়ে গেল। এটি আল্লাহর একটি মহান নিদর্শন, যা ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ) এর সম্মান ও মর্যাদাকে প্রমাণ করে। আর এতে তার পরিবার ও অন্যদের জন্য আল্লাহর নিকট তাদের উভয়ের উচ্চ মর্যাদার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ সময় ইয়াকুব আঃ তার পাশের লোকদেরকে বললেন: [**তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তা তোমরা জান না?**] একটি ইতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের স্বীকারক্তি আদায় করলেন; তা হল তিনি তাদের সাথে জ্ঞানের ভিত্তিকে কথা বলতেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিছু জানতের যা তারা জানত না, আল্লাহ অন্যদের থেকে অদৃশ্য রেখেছেন। ফলে তাদের নিকট ইয়াকুব আঃ মর্যাদা স্পষ্ট হল, আর তাদের উচিত ছিল তার কথার পূর্ণ অনুসরণ করা; যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়াতের জন্য মনোনিত করেছিলেন।

যখন ইউসুফের ভায়েরা মিশর থেকে ফিরে আসল ও তাদের পিতার নিকট পৌছল, তখন তারা প্রকৃত বাস্তবতা ও সত্য প্রকাশ করে বলল: [**তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।**] তারা তাদের পিতার নিকট দাবী করল যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিটক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা তাদের পিতাকে আহবানবাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করলেন [**হে আমাদের পিতা!**] তাদের তারা পিতার সহানুভূতি

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫০৮)।

লাভ করেন। অতঃপর তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন, [**আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন;**] তারা ক্ষমা প্রার্থনার সাথে নিজেদের ভুলের স্বীকারোক্তি প্রদান করল [**আমরা তো অপরাধী।**] যা তাদের চরম অনুশোচনা ও অপরাধবোধ প্রমাণ করে।

ইয়াকুব আঃ তাদেরকে মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইলেন, [**তিনি বললেন, অচিরেই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।**] তিনি তাদের জন্য পরবর্তীতে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইলেন, তাই তিনি ভবিষ্যতবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ অচিরেই আমি করবো। এতে তাদের জন্য ওয়াদা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি একাধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত সময় চয়ন করবেন। তারপর এমন শব্দ প্রয়োগ করলেন যা তাদেরকে ক্ষমার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে, [**নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**] আল্লাহ তায়ালাই বান্দাদের প্রতি মাফ, ক্ষমা ও দয়া করে থাকেন। এখানে তাদের আবেদনের সাথে উপযুক্ত আল্লাহর নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের তাওবা ও ইস্তেগফারের সময় দোয়ার সাথে উপযুক্ত আল্লাহর সুন্দর নামগুলো ব্যবহার করা জরুরী। তারা তাদের দাবীর মধ্যে তাদের পিতার নিকট থেকে মাফ এবং আল্লাহর নিটক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও পাপ মোচনের সমন্বয় করেছেন।

﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩ وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَايَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِيٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلۡبَدۡوِ مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِيٓۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٞ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ١٠٠ * رَبِّ قَدۡ ءَاتَيۡتَنِي مِنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِي مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾

[অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।] আয়াত নং: ৯৯-১০১।

হযরত ইয়াকুব আঃ ও তাঁর সন্তানরা এবং তাদের পরিবার মিসরে ভ্রমণ এবং সেখানে তার পুত্র ইউসুফ আঃ এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন। **[অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।]**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের মিসর দিকে ভ্রমণের বিশেষ কোন ঘটনা উল্লেখ করেননি, কারণ এ সময় এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে শিক্ষা

রয়েছে। ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের সংবাদ ভ্রমণের ঘটনাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবং এটি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যা পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে, ভ্রমণের দীর্ঘতাকে উপেক্ষা করে। এই পদ্ধতিতে মনকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং তার চাহিদাকে দ্রুত পূরণ করা হয়। সাথে পাঠকরা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে মূল বিষয়বস্তুতে মনোনিবেশ করতে পারেন; সফরের ঘটনাবলী উল্লেখ না করেই। [**তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল**] যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করলেন, [**তখন তিনি তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন**] অর্থাৎ তাদেরকে তার নিকটে স্থান দিলেন, সম্মান ও শ্রদ্ধায় তাদেরকে আপন করে নিলেন। যামাখশরী রহঃ বলেছেন, তিনি তাদেরকে কাছে টেনে নিলেন এবং আলিঙ্গন করলেন।[1] এখানে 'পিতা-মাতা' বলতে তার পিতা ও মাতাকে বোঝানো হয়েছে। কিছু মুফসসেরীনের মতে, এখানে 'পিতা-মাতা' বলতে তার পিতা ও খালাকে বোঝানো হয়েছে কারণ তার মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস রাঃ ও অন্যান্যরা এই মত পোষণ করেছেন।[2] আর তার মা ভাই বেনিয়ামিনের জন্মদানের সময় মারা গিয়েছিলেন।[3] ইবনে কাসির রহঃ বলেন, কুরআনের বাহ্যিক উপস্থাপনা তার মায়ের জীবিত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে।[4] হাসান রহঃ এবং ইবনে ইসহাক রহঃ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হল তার পিতা ও মাতা।[5] ইবনে জারির তাবারি রহঃ বলেছেন, ইবনে ইসহাকের মতই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়, কারণ সাধারণত মানুষদের ব্যবহরের ক্ষেত্রেই এটি প্রচলিত ছিল এবং তাদের নিকট পরিচিত ছিল, যদি না এটি প্রমাণিত হয় যে তার মা এর আগে মারা গিয়েছিলেন; এমন দলিল দ্বারা যা মান্য করা আবশ্যক।[6] আর সঠিক হল, এখানে উদ্দেশ্য হল তার পিতা ও

(১) তাফসীরে কাশশাফ (২/৪৯৪)।

(২) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২১৬)।

(৩) তাফসীরে কুরতুবী (৯/১৭২)।

(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫০৮)।

(৫) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২১৬)।

(৬) তাফসীরে তবারী (১৩/৩৫২)।

মাতা। সুতরাং এখানে মা বলতে তার খালাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও নবী সাঃ বলেছেন: (খালা মায়ের মতই।)[1], কেননা ইউসুফ আঃ এর এই কর্ম তাদের উচ্চ মর্যাদা ও বিরাট সম্মানের প্রামাণ বহন করে; আর সন্তানের সম্মান যতই উচ্চ হোক না কেন তা কখনো পিতা মাতার সম্মানের উপর প্রাধান্য পাবে না।

তারপর তাদের গ্রহণের পরে, উচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে অভ্যর্থনা, সুসংবাদ ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণ করে বললেন, [**এবং বললেন, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।**] এখানে আদেশটি হল সম্মানের আদেশ [**আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।**] অর্থাৎ মিশরে স্থায়ীভাবে নিরাপদে প্রবেশ করুন এবং তাদেরকে সেখানে সকল দিক থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেখানে প্রবেশকারীকে সকল ভয় থেকে মুক্ত থাকার সংবাদ দেয়া হয়েছে; যদিও সে দেশটি চিনে না বা সেখানে বাস করেনি। এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিরাপত্তা অর্জনকে সম্পর্কিত করা হয়েছে [**আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে**] এটি প্রবেশকারীর মনে স্বস্তি আনার গুরুত্ব প্রকাশ করে; যে সব বিষয় তারা অপছন্দ করে, বা ভয় করে তা থেকে। আর তাদের মনের ভিতর শান্তি পৌঁছানোর গুরুত্ব বুঝায়। এটি নিরাপত্তা গুরুত্ব বুঝায় যা মানব সুখের একটি প্রধান উপাদান। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।)[2]

ইউসুফ আঃ তার কাছে যে ক্ষমতা ছিল তার উপর নির্ভর করেননি, বরং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির উপরে আল্লাহর ইচ্ছাকে স্থান দিয়েছেন [**আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।**] যা স্পষ্ট করে যে, যতই সুযোগ ও প্রতিশ্রুতি পূরণের কারণগুলো সহজলভ্য হোক না কেন, আল্লাহ

(১) সহীহ বুখারী (৩/১৪৪, হা: ৪২৫১)।

(২) সুনানে তিরমিযি (হা: ২৩৪৬)।

থেকে সেগুলো রক্ষা করতে পারবে না এবং প্রতিশ্রুতি গুলো কিছুই নয় যদি আল্লাহ তা পরিপূর্ণ করতে সাহায্য না করেন বা তাওফীক না দেন।

"নিরাপদে" শব্দটি সকল দিক থেকে নিরাপত্তাকে একত্রিত করেছে: ক্ষুধা থেকে নিরাপত্তা, আঘাত ও যন্ত্রণা থেকে নিরাপত্তা এবং যে কোনো খারাপ ও ভয়ঙ্কর বিষয় থেকে নিরাপত্তা। এর অর্থ হল আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের জন্য মন ও আত্মার শান্তি অর্জন এবং ভয়ের অবসান হবে। এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্থান এবং যে সকল বিষয় তোমাদের জীবন ও মনকে ভালো করে তুলবে তা অর্জিত হবে।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন: তারা সেদিন মিশরে প্রবেশ করেছিল সত্তরের অধিক পুরুষ ও মহিলা। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেছেন: তারা তিরানব্বই জন ছিল, আর মুসা আঃ এর সাথে বের হয়েছিল ছয় লক্ষ সত্তর হাজার জন।[1] যা তাদের সেই বছরগুলোতে অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে। আরো প্রমাণ বহন করে কিভাবে আল্লাহ তাদের উপর বরকত দিয়েছেন ও কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে মিশরে নিয়ে নিয়ে গেছেন; যেন তাদের সন্তানরা মুসা আঃ এর সহযোগী হতে পারে। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: বলা হয়েছে যে, ইয়াকুব আঃ এর আগমনের বরকতে আল্লাহ তায়ালা মিশরবাসীর উপর হতে অবশিষ্ট বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে নিয়েছিলেন।[2]

ইউসুফ আঃ-এর তার পিতামাতাকে সম্মানিত করার আরেকটি নিদর্শন হল, তিনি তাদেরকে তার সিংহাসনে উঠিয়ে **[আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।]** তার পিতামাতার প্রতি তার মহত্ত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি নিদর্শন হল তিনি তাদের সেই সিংহাসনে বসান যেখানে তিনি নিজে বসতেন। কুরআনের ভাষার সূক্ষ্মতা হল, তাদেরকে সিংহাসনে বসানোর ঘটনাটি উচ্চ স্থানে আরোহনের শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে **[তার পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন]** অনুরূপভাবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে সিংহাসনটি অন্যান্য আসনগুলোর

(১) যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (৪/২১৬)।

(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫০৮)।

থেকে উঁচু ছিল। **[তারা সবাই তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।]** তা ছিল তার প্রতি সম্মান, অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধার সিজদা, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। সম্ভবত সেই সময়ে এটি বৈধ ও প্রচলিত ছিল। সিজদার অর্থকে স্পষ্ট করে তোলে, "লুটিয়ে পড়ল" বাক্যাংশটি যা দ্রুত পতনকে বোঝায়, যেখানে মাটিকে স্পর্শ করা হয়।

ইউসুফ আঃ তাদের সিজদা করার সময় তার সেই স্বপ্নটির উল্লেখ করেন, যা তার পিতা ইয়াকুব আঃ তাকে তার ভাইদের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে না পারে। **[তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন।]** এখানে তিনি তার পিতাকে সম্বোধন করেছেন **[হে আমার পিতা!]** যা প্রকাশভঙ্গি থেকে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ার আনন্দের প্রমাণ নির্দেশ করে। **[এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।]** তিনি তার পিতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাস্বরূপ এবং তিনি এর বেশি হকদার ছিলেন। আর তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। তিনি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তার বিষয়ে অন্যান্য সন্তানদের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন। এটি ইউসুফ আঃ-এর উচ্চ নৈতিকতা ও তার পিতার প্রতি তার কর্তব্যবোধের নিদর্শন। তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে এটি সত্যে পরিণত হয়েছে। **[আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন]** এবং তিনি এটিকে সত্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা মাঝে কোন মিথ্যা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা এটিকে সত্য করেছেন এবং এটিকে অনর্থক স্বপ্ন করেন নি। তিনি সবকিছু আল্লাহর প্রতি অর্পণ করেছেন, যা তার হৃদয়ের আল্লাহর সাথে গভীর সংযুক্তির প্রমাণ দেয়।

[এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন।] এই বাক্যাংশ স্পষ্ট করে যে তাদের তাকে সিজদা করার ঘটনা স্বপ্নের সত্যতা ও প্রতিফলন ছিল। **(হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত**

অবস্থায়।) তার ভাইয়েরা ছিল এগারোজন, সূর্য হল তার পিতা ইয়াকুব আঃ এবং চাঁদ হল তার মা রাহিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তার মা তখনও জীবিত ছিলেন। তারপর তিনি তার উপর ও তাদের আল্লাহর অনুগ্রহের আরও উদাহরণ উল্লেখ করেন, বিশাল কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অনুগ্রহ দিয়ে শুরু করেছন, [**এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন**।] আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে মেহেরবানি করেছেন, এবং আমাকে সেখানে আটকে রাখেননি। হযরত ইউসুফ আঃ কারাগার থেকে মুক্তির এই মহান অনুগ্রহকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কারাগারে কাটানো সময়ের দিকে লক্ষ্য করেননি। তিনি কারাগারে প্রবেশ করার সময়ের কঠিন পরীক্ষাকে ও সেখানে অবস্থানকে গুরুত্ব দেননি, বলা হয়েছে তিনি সাত বছর বা দশ বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে আল্লাহর অনুগ্রহে তাকে আজিজের স্ত্রীর প্রস্তাব থেকে রক্ষা করেছেন, তার পবিত্রতা নিশ্চিত করেছেন, এবং কারাগারকে রাজা'র সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম বানিয়েছেন, যার ফলে তিনি বাদশা হয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক বানিয়েছেন। এখানে তাদেরকে তারা দেখেননি তার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যখন তিনি কারাগারে ছিলেন। যাতে তারা তার কষ্টকে অনুভব করতে পারেন।

ইউসুফ আঃ এর চমৎকার ভাষার একটি দিক হল তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহের মধ্যে তার কূপ থেকে মুক্তির কথা উল্লেখ করেননি, তার ভাইদের সম্মান রক্ষার্থে, যারা তার রাজ্যে ছিল। যেহেতু তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এই ঘটনার কথা তাদের সামনে তুলবেন না। তিনি বলেছিলেন, [**আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভর্ৎসনা নেই**।] অর্থাৎ তোমাদের বিরূদ্ধে কোন তিরস্কার ও ভর্ৎসনা নেই। তিনি আজিজে মিশরের স্ত্রীর বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি, বরং কারাগারের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন, এর মাধ্যমে তিনি তার তার স্বামীর এবং সে গৃহে তিনি ছিলেন তার সম্মান রক্ষা করেছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করে ইয়াকুবের পরিবারকে মিসরে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের সাথে পুনরায় মিলিত করেছেন। [**আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।**] এই কারণে যে আল্লাহ তাদের যাযাবর জীবন থেকে তার আয়াত্বাধীন স্থানে নিয়ে এসেছেন। যা প্রমাণ করে যে, সেই সময় মিশর ছিল মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত এবং অন্যান্য দেশের চেয়ে অগ্রগামী। এটি স্পষ্ট করে যে একটি ভাল দেশে স্থানান্তরিত হওয়া আল্লাহ্র একটি অনুগ্রহ যা কৃতজ্ঞতা দাবী করে। এতে এই শিক্ষা আছে যে একজন মুমিন সকল নিয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করবে, কারণ আল্লাহ্ই হলেন নিয়ামতদাতা, তাওফীকদাতা এবং সকল কল্যাণ ও নিয়ামতের কারণকে সহজলভ্যকারী।

তারপর শয়তান বিভেদ সৃষ্টি করার পরও তার ভাইদের সাথে তার মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন। [**এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও**] হযরত ইউসুফ আঃ সুন্দরভাবে বলেছেন যে শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, তার ভাইদের সম্মান রক্ষার্থে ও মনের বিদ্যমান কুপ্রভাব দূর করতে। সুতরাং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শয়তানকে দায়ী করেছেন। আর নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে শয়তানের একটা ভুমিকা থাকে, তবে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী। তিনি তাকে একদিকে ও তার ভাইদেরকে অপর দিকে রেখেছেন আর শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তার এই মতামত প্রকাশ আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ তাওফীক। এবং শয়তান কেবল একটি কারণ ছিল। এইভাবে তিনি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন, যা এমন পরিস্থিতিতে সবার জন্য একটি শিক্ষণীয় পদ্ধতি। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে কখনও কখনও বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য কিছু বিষয়কে ভাগ করে নিতে হয় বা কিছু বিষয়কে এড়িয়ে যেতে হয়।

অতঃপর তারা যে কল্যাণের মধ্যে রয়েছেন তা এবং দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা অতিক্রম করে আসাকে আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে যুক্ত করেছেন, [**আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] আল্লাহ

অনুগ্রহের গুণে গুনান্বিত। আল্লাহ তাআলার নামের মধ্যে 'লতীফ' অন্যতম। সাদী রহঃ বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি নিজের দয়া ও অনুগ্রহকে এমনভাবে পৌঁছে দেন যা তারা বুঝতে পারে না। আর অপছন্দের জিনিসগুলোর মাধ্যমেও তাদেরকে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছে দেন। [**তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**] তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়গুলো জানেন এবং বান্দাদের অন্তর ও তাদের মনের গোপন কথা জানেন। [**প্রজ্ঞাময়।**] সকল বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখতে এবং বিষয়গুলোকে তার নির্ধারিত সময়ে নিয়ে যেতে।(1)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ দয়ায় হযরত ইউসুফ আঃ, তার পিতা ইয়াকুব আঃ এবং তাদের সকল পরিবারকে কষ্ট থেকে প্রশান্তিতে এবং অপ্রাচুর্য থেকে প্রাচুর্যতায় নিয়ে এসেছেন। তিনি হযরত ইউসুফ আঃ -এর জীবনের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে পরিচালনা করেছেন, যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। ইউসুফ আঃ-এর জীবনের নিদর্শগুলো ও অলৌকিক ঘটনাগুলোকে গবেষণার বিষয় বানিয়েছেন। আর তার বিষয়ের আয়াতও সূরা নবী মুহাম্মদ সাঃ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে তার স্মৃতি অমর হয়ে আছে।

হযরত ইউসুফ আঃ আল্লাহর আরো প্রশংসা করে এবং সকল কল্যাণকে তাঁর দিকে ন্যস্ত করে বলেন: [**হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।**] ইউসুফ আঃ আল্লাহর নিকট দোয়ায় মনোনিবেশ করেছেন তাঁর মহান অনুগ্রহ এবং পরিপূর্ণ দানের বিষয়টি স্বীকার করে। তিনি তার দোয়া শুরু করেছেন [**হে আমার রব!**] যা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রমাণবাহক। তিনিই সেই

(১) তাফসীরে সাদী (২-৪৩৭-৪৩৮)।

পালনকর্তা যিনি তাঁর বান্দাদের নেয়ামত, কল্যাণ এবং অনুগ্রহ দ্বারা লালন-পালন করেন, তাদের কল্যাণে পথনির্দেশ করেন এবং তাদেরকে অমঙ্গল থেকে সাবধান করেন। তিনি এককভাবে সৃষ্টিকর্তা এবং পরিচালক। তিনি অমুখাপেক্ষী আর তাঁর সৃষ্টিকুল সবাই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, আর অন্য সবাই সৃষ্ট।

রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যরেত স্বীকৃতি দিয়ে নিজ পালনকর্তার নিকট দোয়া এবং তাঁর সাথে একান্তে মুনাজাত করার পর হযরত ইউসুফ আঃ তাঁর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে বলেন: [**হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন**] আপনি আমাকে মিশরের রাজত্ব দান করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন 'কিছু রাজ্য' (من الملك) যা পুরো রাজ্যের দাবি না করে শুধুমাত্র মিশরের রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছে। এটি কুরআনের ভাষার অলৌকিকতা এবং বিশুদ্ধতার প্রমাণ, যা পরিপূর্ণতা, মহিমা এবং চমৎকার শৈলীতে প্রকাশিত। এরপর তিনি আরেকটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেন: [**স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।**] অর্থাৎ স্বপ্নের তাবির শিক্ষা দিয়েছেন। বর্ণনা এমনভাবে এসেছে যা আংশিকভাবে বুঝায়, নিজের জন্য পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের দাবী করেননি (مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ) যা আংশিকভাবে বুঝায়, এক্ষেত্রে তার বিনয় এবং জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর জ্ঞানকে কেউ বেষ্টন করতে পারে না। সকলের উপরে আরও জ্ঞানী আছেন, এবং সর্বশেষে আল্লাহ তয়ালার জ্ঞানই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এটি একজন জ্ঞানীর বিনয় প্রকাশ করে। যদি নবী ইউসুফ আঃ তাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যার যে ব্যাপক জ্ঞান দান করেছিলেন তারপরও বলেছেন (مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ), তাহলে যারা তার চেয়ে কম জ্ঞানের অধিকারী তাদের কিরূপ হওয়া উচিত। যা নিয়ামত অর্জনের সময় বিনয়ী হতে শিখায় এবং অনুধাবন করতে শিখায় যে, এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আর হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা অন্যকে আরো জ্ঞান দান করেছেন।

এরপর ইউসুফ আঃ তার রবকে ডেকে বলেন, [**হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক।**] হে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও আবিস্কারক [**আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক।**] আপনিই আমার দুনিয়া ও আখেরাতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন, আপনার নিকটই আমি সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি। আপনি আমাকে পূর্বে সাহায্য, সহযোগিতা, তাওফীক ও হেদায়াত দিয়েছেন, সতরাং ভবিষ্যতেও তা দান করুন। আমার সকল বিষয়ের পরিচালক একমাত্র আপনি। এটি তার প্রতি দুনিয়ায় আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকারোক্তি, অনুরূপভাবে পরকালেও তিনি যা ইচ্ছা তা করবেন। এই বাক্যের মাধ্যমে তিনি তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন। এই নিয়ামত উল্লেখের পর তিনি উত্তম পরিণতি প্রার্থনা করেছেন, [**আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন**] অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। [**এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।**] আমাকে সেসকল নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়নদের দলভুক্ত করুন যারা আপনার আনুগত্যের উপর অবিচল ছিল।

[**আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন**] এখানে মুসলিম শব্দটি প্রমাণ করে যে, ইসলামই হল আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম। এ অনুযায়ী সকল নবী রাসূলগণ ইবাদত করেছেন; যা আল্লাহর তাওহীদ এবং প্রত্যেক রাসূলদের জন্য যা শরীয়তসিদ্ধ করেছেন তা প্রতিপালন করা বুঝায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, দোয়া করার নিয়ম হল, আল্লাহর উপযুক্ত নাম উল্লেখ করা, তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা অতঃপর তাঁর নিকট প্রার্থনা করা।

এখানে দোয়ার একটি সুন্দর দিক হল, ইউসুফ আঃ তার চাহিদাকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, আর উভয়টিই আল্লাহর আনুগত্য ও পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। এক [**আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন**] এটি আল্লাহর আনুগত্য মৃত্যু অবধি অবিচল থাকার লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। দুই [**এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।**] অর্থাৎ

পরকালে আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে রাখুন। আর এই উভয়টিই হল সৎকর্মশীল মুমিনের জীবনের লক্ষ্যসমূহের সারমর্ম।

হে আল্লাহ আপনার নিকট আমি উত্তম পরিণতি প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

﴿ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۖ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ أَجۡمَعُوٓاْ أَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُونَ ١٠٢ وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣ وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٤ وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ ١٠٥ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦ أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأۡتِيَهُمۡ غَٰشِيَةٞ مِّنۡ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوۡ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ١٠٧﴾

[এটা গায়েবের সংবাদ যা আপনাকে আমি অহী দ্বারা জানাচ্ছি ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল, তখন আপনি তাদের সাথে ছিলেন না। আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।

আর আপনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এ (কুরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন। তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তবে তার সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।

তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে?] আয়াত নং: ১০২-১০৭।

ইউসুফ আঃ এর ঘটনা বর্ণনার পর নাবী সাঃ এর দিকে আলোচনা ঘুরে গেল। এ আলোচনায় বলা হয়েছে যে, কীভাবে নাবী সাঃ এমন ইলম দ্বারা বিশেষিত যা স্বয়ং তিনি, তার কওম ও অন্যান্যরা জানতো না এবং এই ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি বলেন: **[এটা গায়েবের সংবাদ যা আপনাকে আমি অহী দ্বারা জানাচ্ছি ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল, তখন আপনি তাদের সাথে ছিলেন না।]**

উক্ত আয়াতে আল্লাহ-কর্তৃক নাবী সাঃ কে সংবাদ প্রদানের বিষয়টি সরাসরি ইসমুল ইশারা বা ইঙ্গিতবোধক বিশেষ্য দ্বারা আলোকপাত করা

হয়েছে; [**এটা গায়েবের সংবাদ**] কারণ উল্লিখিত আলোচনায় ইসমুল ইশারার মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠককে ঘটনা থেকে উৎসারিত শিক্ষা এবং রাসূল সাঃ ও তার জাতির না জানা জ্ঞানের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে; যাতে বিষয়টি একটি নিদর্শন হতে পারে এবং যাতে করে এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে এই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। [**এটা গায়েবের সংবাদ**] অর্থাৎ, আমরা তোমাকে ইউসুফ আঃ সম্পর্কে যে অহী করেছি তা অদৃশ্যের বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এটা তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী হিসেবেই পৌঁছেছে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা ওয়াহী-কৃত বিষয়টি রাসূল সাঃ এর সাথে এভাবে সম্পর্ক যুক্ত করেছেন যে, 'এই ওয়াহী আমার পক্ষ থেকেই, আমিই আল্লাহ, জাল্লা জালালুহু', যাতে এর মাধ্যমে অন্যকে বুঝানো যায় যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী এবং নাবী সা এর জন্য পবিত্রতা সনদ। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে তোমাদেরকে যে বিষয়েই সংবাদ দেন না কেন, সেটা ওয়াহী এবং তোমাদেরকে সতর্ক করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গাইব বা অদৃশ্যের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন [**গায়েবের সংবাদ**] এটা বুঝানোর জন্য যে, বিষয়টি তোমার কিংবা তোমার জাতির জানা ছিল না। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এধরনের সংবাদ প্রদান মুজিযা বা আয়াত বা নিদর্শন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই সংবাদ প্রদানের বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করেন। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী। [**ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল, তখন আপনি তাদের সাথে ছিলেন না।**]

অর্থাৎ, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি ইউসুফের ভাইদের কাছে ছিলে না, যখন তারা ইউসুফের সাথে চক্রান্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছিল।' আল-মাকরু: মানুষকে তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা থেকে কৌশলের মাধ্যমে ভিন্নমুখী করা।[1]

উপরোক্ত আয়াতে আমরা একটি সুন্দর বর্ণনাশৈলী দেখতে পাই। লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এখানে চক্রান্তের বিষয়গুলোকে উহ্য রাখা হয়েছে, যাতে করে ইউসুফের ভাইদের সকল প্রকার চক্রান্ত আমভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ, বাবার সাথে চক্রান্ত ইত্যাদি)।

তারা বলেছিল:[**আপনি আগামীল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব।**]

অথচ তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তারা ইউসুফকে কূপে ফেলে দিয়ে তাদের বাবাকে এভাবে বুঝিয়েছিল যে নেকড়ে বাঘ ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। তারা বলেছিল: [**আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম।**]

রাসূল সাঃ তাদের এসব চক্রান্তের মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এজন্য সেখানে ঘটিত কোনকিছুই তার পক্ষে জানানো সম্ভব ছিল না। রাসূল সাঃ যে সেখানে ছিলেন না এবং সে বিষয়ে ইতিপূর্বে তার কোনো জ্ঞান ছিল না, এটাই প্রমাণিত হলো। আর কেউ এটা তখনই জানতে পারবে যদি সে তাদের সাথে থাকতো এবং ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখতে। এছাড়া একমাত্র ওয়াহী ব্যতীত এটা জানা কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। এই অহীর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

(১) আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃ: (৪৭১)।

উল্লিখিত আয়াতের আরো একটি সূক্ষ্ম বর্ণনাশৈলী এই যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন: [**ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল**]

অর্থাৎ, কোনো প্রকার মতানৈক্য ছাড়া গৃহীত দৃঢ় সংকল্প এবং তাদের মাঝে যে সকল মতামত আদানপ্রদান হয়েছিল। একপর্যায়ে তারা সকলে একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়। সুতরাং, হে মুহাম্মাদ! তুমি মানুষদেরকে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বর্ণনার সহিত জানিয়ে দাও। ইউসুফের ভাইদের চক্রান্তের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা ব্যতীত কারও পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয়। এই বর্ণনার মাঝে আল্লাহর দেওয়া সংবাদের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি এই বিষয়েও জোর প্রদান করা হচ্ছে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী।

এমন অসংখ্য সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ শত্রুতা পোষণ করে এবং ঈমান আনে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: [**আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।**]

অর্থাৎ, হে নাবী, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না, তুমি তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে যতই উৎসাহী হও না কেন, তুমি তাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে আসতে যতই চেষ্টা করো না কেন। তারা তোমার সাথে শত্রুতা করতেই থাকবে। তাদের কাছে সত্য অবর্তমান আছে বিষয়টি এমন নয়, বরং সত্যের সাথে শত্রুতা দেখানো এবং সত্য প্রত্যাখ্যান করা তাদের হিদায়াতের মূল প্রতিবন্ধকতা এবং কুফরীতে অটল থাকার কারণ। যদিও গাইবের সংবাদ দেওয়াটা পড়তে বা লিখতে না জানা এক নিরক্ষর নাবীর জন্য অলৌকিক নিদর্শন, তবুও বিরোধী শক্তি সত্যায়ন করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, অধিকাংশ মানুষ তাদের পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত বিভ্রান্তির উপর অটল থাকে।

আয়াতের বর্ণনাশৈলী ও অসামান্য প্রামানিকতার আরেকটি দিক হলো, (الناس) শব্দটি আম বা ব্যাপকার্থক শব্দে এসেছে, যা মানবজাতিকে বুঝাচ্ছে। কুরআনের এই শব্দটি সবধরনের মানুষকেই শামিল করে নিয়েছে। অর্থাৎ, সকল যুগেই অধিকাংশ মানুষ হিদায়াত থেকে দূরে থাকবে অথচ তাদের হিদায়াতের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হবে। (ولو حرصت) কোনো প্রকার হতাশা, কষ্ট ক্লেশ ব্যতীত অধিকাংশ মানুষের হিদায়াতের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের ব্যাপারে হতাশ হওয়া যাবে না, বরং প্রচুর চেষ্টা করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তবে এতকিছু সত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও অহংকার বশত হিদায়াত থেকে দূরে সরে যাবে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ হিংসার বশবর্তী হয়ে, কেউ আবার সত্য থেকে পলায়নপর হয়ে, আবার কেউ কেউ সত্যের প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহ নেই দেখিয়ে দূরে সরে যাবে।

এই আয়াতে প্রত্যেক কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীকে সতর্কতার সহিত শেখানো হয়েছে যে, মানুষকে সত্যের পথ দেখানো এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করা একজন দাঈ-র দায়িত্ব। আর তাওফীক এর পথ দেখানো মাখলুকের ক্ষমতার বাইরে। তাওফীক থেকে কেউ ইচ্ছা করলেই ভিন্ন পথে যেতে পারবে না, আবার সত্যের পথে আহ্বায়িতকে জোর করে সত্য গ্রহণ করানো সম্ভব নয়, যদি তাওফীক না থাকে। নাবী সা এর ক্ষেত্রে যেহেতু বিষয়টি এমন, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে?

হে নাবী, তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের কাছে তো কোনো প্রতিদান চাওনি যে তারা হিদায়াতের বিপরীতে তোমাকে অর্থকড়ি প্রদান করবে!? এতদসত্ত্বেও তারা পালিয়ে গিয়েছে। [**আর আপনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এ (কুরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।**] হে মুহাম্মাদ! হিদায়াত ও সত্যের পথ দেখিয়ে দেওয়া, তাদেরকে কুরআনের বাণী শোনানো, দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার

বিপরীতে তুমি তাদের থেকে কোনো মূল্য তালাশ কর না। এরপরও তারা দূরে সরে যায়, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং সত্যের পথে বাধা প্রদান করে। [**এ (কুরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।**]

সুতরাং, তুমি তাদের কাছে যা নিয়ে এসেছ তা তাদের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে রয়েছে কল্যাণ, নাজাত ও সৌভাগ্য। অর্থাৎ, এতে এমনকিছু নেই যা সত্যের পথে বাধা প্রদান কিংবা সত্য প্রত্যাখ্যান করার দিকে নিয়ে যায়। তাহলে তারা কিসের উপর ভিত্তি করে এমন করছে? এটা পরিষ্কার যে তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ শত্রুতা ও অহংকার বশত বিরুদ্ধাচরণ। এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা তাদের অবস্থা খুব সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে জানতে পারি।

অতঃপর, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতে বিস্তৃত নিদর্শনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, যে নিদর্শন থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভ্রুক্ষেপ করে না: [**আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।**]

অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে এমন কত নিদর্শন রয়েছে যা আল্লাহর তাওহীদের উপর প্রমাণ করে। তিনিই এগুলোর স্রষ্টা, যাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক মান্য করতে হবে। আসমান, গ্রহ, তারকারাজি, সূর্য, চাঁদ, জমিন, পাহাড়, বৃষ্টি, শস্য উৎপাদন, ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মৃত্যু, জীবন ইত্যাদি বিষয়গুলোর পাশ দিয়ে তারা প্রতিটা মুহূর্ত অতিক্রম করে, বরং এগুলো দৈনন্দিন জীবনের অংশ। তারা এসকল নিদর্শনের উপকার গ্রহণ করে। এরপরও তারা আল্লাহকে ইবাদতের ক্ষেত্রে একক মানতে এবং রাসূলের সা অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবনাকে জোরদার করে এবং এর মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়।

এরপরও তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে ফেলে। [**তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তবে তার সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।**]

অর্থাৎ, তারা ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে। কারণ, মুশরিকরা আল্লাহকে সত্য বলে মানে, তার প্রতি ঈমান আনে ঠিকই, কিন্তু মূর্তি বা প্রতিমাকে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে। এরই মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে দুই বিপরীতার্থক বিষয়ের মাঝে খুঁজে পায়, যা আল্লাহর তাওহীদের সাথে দ্বান্দ্বিক। তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এই আয়াতে তাদের তাদের শিরকের নিকৃষ্টতা এবং ঈমানের মূল বিষয়ের সাথে দ্বান্দিক বিশ্বাসের অসারতা সম্পরকে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শিরক বাতিল ও ফাসিদ।

অতঃপর আল্লাহ ﷻ উসলুবুল ইসতিনকারের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে বলেন: [**তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে?**] অর্থাৎ, এরা কি আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে, যে শাস্তি তাদেরকে আচ্ছাদন করে ফেলবে? [**বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে?**]

অথবা তাদের উপর কিয়ামত হঠাত কিয়ামত এসে যাবে যে তারা বুঝতেই পারবে না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে তারা কতটা ভয়াবহ পাপের মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। তারা যে শাস্তির উপযুক্ত, আল্লাহ যদি তাদেরকে এ শাস্তি দিতেন তবে মানুষ যেভাবে নদী বা সাগরে ডুবে যায় তারাও সেভাবে শাস্তির মধ্যে ডুবে যেত এবং এই কঠিন শাস্তি তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে বেষ্টিত করে ফেলতো। অথবা তাদের কাছে এমনভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত এসে পড়বে যে তারা তাওবাহ করতে পারবে না, এমনকি বাতিল থেকে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগও পাবে না। এর ফলে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ আয়াতে তাদের সাংঘাতিক পাপের কারণে উসলুবুত তাকরি ওয়াত তাওবিখ অনুসরণে বলা হয়েছে যে, 'তারা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করছে?। অতএব এটি একাধারে ইসতিনকার (ঘৃণা), তাওবিখ (ভর্ৎসনা) ও তাকরী (তিরস্কার) সূচক প্রশ্ন। পাশাপশি এ আলোচনায় খিতাব ওয়াল বায়ান পদ্ধতির উপস্থিতি রয়েছে যে, তারা তাদের বক্রতায় এমনভাবে ডুবে আছে যে তাদেরকে উদ্ধার করা আদৌ সম্ভব নয়। এই আয়াতে তাদের অবস্থা খুলে বলার মাধ্যমে উন্মতকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা যে কুফরীর উপর ছিল, তাদের নিজ গোঁড়ামির কারণে তাদের সহ তাদের শরিকের উপর প্রাপ্য শাস্তি (যদি আল্লাহ সেই শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন) বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓۗ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۗ وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَواْۗ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠٩ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُۖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ١١٠ لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١١١﴾

[বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আর আমি আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম যাদের কাছে অহী পাঠাতাম। তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? ফলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তবুও কি তোমরা বুঝ না? অবশেষে যখন রাসূলগণ (তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে) নিরাশ হলেন এবং লোকেরা মনে করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছে করি সে নাজাত পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।

তাদের বৃত্তান্তে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা কোন বানানো রচনা নয় বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ, আর যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।] আয়াত নং: **১০৮-১১১**।

এ আয়াতে নবী সাঃ কে তাঁর দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে বলে হয়েছে। [**বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।**]

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে যারা কুফরি করে তাদেরকে বলুন (هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ) অর্থাৎ, এটা আমার পথ, সুন্নাহ, মানহাজ, দাওয়াহ। (أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ) যে পথে আমি মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে ডেকে থাকি। অতঃপর আল্লাহ এ পথের মূল ভিত্তিকে এভাবে বিশেষায়িত করলেন যে, (عَلَىٰ بَصِيرَةٍ) অর্থাৎ, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হুজ্জাত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ইলমুল ইয়াকীনের উপর; কোন প্রকার অজ্ঞতার উপর নয় কিংবা কল্পনা বা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের উপরও নয়। আল্লাহ নবী সাঃ এর দাওয়াহ থেকে যাবতীয় ব্যক্তিগত বিষয়াদি নাকোচ করেছেন।

অতঃপর, এখানে তাদের বর্ণনাও নিয়ে আসা হয়েছে যারা দাওয়াহর এই সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে (أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى) অর্থাৎ, আমি আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকি, অনুরূপ যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্যায়ন করেছে, অতঃপর আমার অনুসরণ করে আমি যে বাসীরা-র উপর আছি সে অনুযায়ী নিজে চলেছে, নিশ্চয়ই তারাও মত একই দায়িত্ব পালন করবে। এর দ্বারা এটা প্রতীতমান হয় নবী সাঃ যে দাওয়াতী পালন করেছেন, মুমিনদেরকেও সাধ্যমতো সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তাদের দাওয়াতী মানহাজ একমাত্র নাবী এর মানহাজ অনুযায়ী হতে হবে।

[**আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও।**] ইত্তিবা: নবী সাঃ এর অনুসরণ করার নাম ইত্তিবা। দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়া একটি সম্মানজনক কাজ। কারণ, যারা দাওয়াত দেয় তারা মূলত নবী সাঃ এর পালনকৃত দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। একারণেই নবী

সাঃ দ্বীনের আলেমদেরকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা নাবীগণের ওয়ারিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ নবী সাঃ কে তাঁর রবের পবিত্রতা ঘোষণা করার আদেশ দেন: [**আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।**] অর্থাৎ, আল্লাহ শরিক থেকে মুক্ত, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ থেকেও তিনি মুক্ত। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। (وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ) আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই এবং তাদের থেকে ও তারা শিরক থেকে মুক্ত। এর দ্বারা তাসবীহ ও যিকরের মাহাত্ম্য বোঝা গেল এবং এটাও জানা গেল যে আল্লাহ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তার শরিক থেকে মুক্ত। সুতরাং, মুসলিমদের উচিত সর্বক্ষেত্রে তাওহীদ বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহ কে শিরক ও মুশরিক থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। এটা শিরক ও মুশরিকদের ক্ষতির দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে। এমনকি নবী সাঃ নিজেও বিশাল জনতার সামনে নিজেকে শিরক থেকে মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ নবী সাঃ এর সত্যতার উপর আরো কিছু হুজ্জাত নিয়ে এসেছেন: [**আর আমি আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম যাদের কাছে অহী পাঠাতাম।**] আল্লাহ তাঁর রিসালাত নিয়ে পূর্ববর্তী জাতির কাছে যাদেরকেই পাঠিয়েছেন তারা সকলেই ছিলেন পুরুষ লোক, কেউ ফিরিশতা ছিলেন না। তাছাড়া পুরুষ জাতিকে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে নারী জাতি রাসূল না হওয়ার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। পুর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে এমন স্বাভাবিক রীতির বিষয়ে তাহলে এমন আপত্তি কেন? এর দ্বারা কী বুঝায় যে তারা নিজেদের ইচ্ছেমত রাসূল নির্বাচন করবে? দাস কখনো মনিবের কোন বিষয়ে আপত্তি তোলার অধিকার রাখে না।

রিসালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে; তিনি রাসূলদের কাছে রিসালাত অহী করেন (نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم) আল্লাহ তোমার কাছে যেভাবে অহী করেন, ঠিক

তেমনিভাবে তাদের কাছেও অহী পাঠিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাদের দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যারা বলতো ﴿وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ مَلَكٞ﴾

কুরআনের এ জায়গায় এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলগণ শহরবাসী, তারা গ্রাম্য নন: (نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓ)। ইবনু কাসীর ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ রহঃ বলেন: কুরা দ্বারা উদ্দেশ্য শহর, রাসূলগণ গ্রাম্য ছিলেন না। গ্রামের মানুষজন সাধারণত বেশি রূঢ় আচরণের হয়ে থাকে। এটা সর্বজন বিদিত যে শহুরে লোকেরা গ্রাম্য ব্যক্তিদের তুলনায় নরম ও কোমল স্বভাবের হয়ে থাকে।[1]

শহরে বাস করার ফলে মানুষের মাঝে কোমলতা চলে আসে এবং গ্রামের কঠিন জীবন, জীবিকার সংকীর্ণতা ও ইলমের অভাবের কারণে তৈরি কর্কশ আচরণ চলে যায়। আর রাসূলগণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। শুধু তাই না, এর উপর আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন হিকমাহ, উত্তম চরিত্র, সঠিকতা ও সহায়তা।

অতঃপর আল্লাহ খুব শক্তভাবে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ইসতিনকার পদ্ধতিতে বলেন যে, তারা অন্যদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না [**তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? ফলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল?**] অর্থাৎ, এই অস্বীকারকারী মুশরিকরা কেন জমিনে বিচরণ করে না? কুফর, দাওয়াত কবুল না করা ও রাসূলগণের অনুসরণ না করার কারণে যারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল, তারা এদের ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে কেন অতিক্রম করে না? তারা এমনটা করলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো এবং তাদের মিথ্যারোপ ও হকের উপর ঔধ্বত্য দেখানো থেকে বিরত থাকতে পারতো। মক্কাবাসী পেশাগত দিক থেকে ব্যবসায়ী ছিল। তারা ইয়েমেন, শাম ও প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যিক সফর করতো। পথিমধ্যে তারা আদ ও সামুদ

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫১৪)।

জাতির বধ্যভূমি অতিক্রম করতো। এটাই তো তাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ। রাসূলদের সাথে মিথ্যারোপকারী সেসকল জাতির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে মস্তিষ্কে কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা না আসার ওজর এরই মাধ্যমে বিলীন হয়ে যায়। পথিকরা যদি এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিত তবে তাদের মাধ্যমে অন্যরাও জানতে পারতো।

অতঃপর, তাদেরকে এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে ভর্তসনা করার পর আল্লাহ রা তাঁর বান্দাদেরকে সম্বোধন করেন এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আবাসের মাঝের পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন [**আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তবুও কি তোমরা বুঝ না?**] অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে, শিরক থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং তাঁর রাসূলকে মেনে চলেছে আখিরাতের আবাস শুধুমাত্র তার জন্যই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (أَفَلَا تَعۡقِلُونَ) অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তোমাদেরকে যা বলছেন এবং যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বোধ তোমাদের আদৌ কী আসবে না?

তাদের বুদ্ধি-বিবেক না থাকার বিষয়ে এটা একটি অস্বীকৃতি সূচক প্রশ্ন। অনুরূপভাবে এখানে তাদের অবাধ্যতা, অস্থায়ী দুনিয়া ও চিরস্থায়ী আখিরাতের মাঝে তুলনা না করা এবং অহংকারে ডুবে থাকার কারণে তিরস্কার করা হয়েছে।

এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির একটি সুন্দরতম দিক হলো অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করা; এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'দুনিয়া' শব্দটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়নি; কারণ আখিরাতের সাথে দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর তুলনা দেওয়া যায় না। (وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَواْۚ) কারণ, আখিরাতের বিপরীতে শুধু দুনিয়াই রয়েছে। এটাই হলো কুরআনের বর্ণনাশৈলীর অলৌকিকতা বা ইজায।

তেমনিভাবে আমরা দেখি যে, (خَيْرٌ) শব্দটা সকল প্রকার কল্যাণকে শামিল করে নেয়; এই কল্যাণের রয়েছে একাধিক স্থান, প্রকার, আধিক্য। আর আখিরাত মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত লাভ, আল্লাহর দর্শন, মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী জীবন অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ, যেখানে নেই কোনো ক্লান্তি-ক্লেশ। এটি অবিনশ্বর নেয়ামত, যা কমবে না, নিঃশেষ হবে না। এছাড়াও এমন আরও নিয়ামত রয়েছে যা অন্তরে কল্পনা করা অসম্ভব, যা কোনো কর্ণ শোনেনি এবং চক্ষু দেখেনি।

অতঃপর আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে যারা কুফরি করে আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল তাদের আলোচনা উল্লেখ করে মুশরিকদেরকে তাঁর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন। [**অবশেষে যখন রাসূলগণ (তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে) নিরাশ হলেন এবং লোকেরা মনে করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছে করি সে নাজাত পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।**] অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা নিজ জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের মিথ্যারোপের উপর ধৈর্য ধরেছেন, সময়ের আবর্তে এক পর্যায়ে তারা তাদের জাতির ঈমান আনার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনার মতো ছিল না। রাসূলগণ একারণে হতাশ হয়ে পড়েন। তারা তাদের ঈমান না আনার বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে যান। কারণ তাদের জাতি খুব কঠিনভাবে অবাধ্যতায় ডুবে ছিল। তাদের মিথ্যারোপ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তাদের ঈমান না আনার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। (وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ) অর্থাৎ, তারা নিশ্চিতভাবে ধারণা করেছেন যে তাদের জাতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তাদের ঈমান আনার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে না। ইমাম শাওকানী রহঃ বলেন: রাসূলগণ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তাদের কওম তাদেরকে অস্বীকার করছে।

এটা শুধুমাত্র ধারনাই ছিল না। এধরনের প্রেক্ষাপটে যন (ظن) শব্দের তাফসীর 'ইয়াকীন' নিয়ে আসা উচিত। আর এছাড়া আগের ক্ষেত্রগুলোতে এর আসল অর্থ করা হবে।[1] এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে তিনি কোনো তাড়াহুড়া করেননি। কারণ তিনি হালীম (ধৈর্যশীল) এবং তিনি মানুষদের প্রতি দয়াপরবশ। যা হওয়ার তা হবার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান তো অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী কাজ করেন।

এ পর্যায়ে যখন তাদের ঈমান না আনার বিষয়টি একদম নিশ্চিত তখন (جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণের জন্য কাফিরদেরকে ধ্বংসের সাহায্য আসলো। (فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُۖ) অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন। আর তারা হলেন রাসূল্গণ এবং যারা তাদের সাথে ঈমান এনেছে। [**আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।**] আর অপরাধী জাতির উপর আযাব এসে গেলে সে মুহূর্তকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। কেউ সেখান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বা একে অপরকে বাঁচাতে বা নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না। এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে আল্লাহর আযাব অনেক কঠিন এবং তার ধৈর্য সুপ্রশস্ত। তিনি অবকাশ দেন কিন্তু তাঁর অবাধ্যদের ছেড়ে দেন না।

এটা মুমিনদেরকে এটাই শিক্ষা দিচ্ছে যে, দাওয়াতী ময়দান, রিযিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে জিহাদের ময়দানে কিংবা ব্যক্তিগত ও উম্মতের যেকোন পরিস্থিতিতে সবর ও সহনশীলতা বজায় রাখা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অনুসৃত নীতির অনুসরণ বটে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন এবং সবরকারীদের সাথেই আছেন। আল্লাহ তাআলা কঠিন সময় তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা, তাওফীক ও বিপদ মুক্তির আশা অবতীর্ণ করেন।

---

(১) ফাতহুল কাদীর (৩/৬১)।

এ আলোচনায় তিনি মুশরিকদেরকে পূর্ববর্তী রসূলগণ, তাদের জাতি এবং আল্লাহর তায়ালা তাদেরকে যে অবকাশ দিয়ে নিজ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, তাদের শাস্তির ব্যাপারে ত্বরান্বিত না করাটাই আল্লাহর মহিমান্বিত নীতি, যাতে মিথ্যারোপকারীদের উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর কোনো বান্দর উপর যুলুম করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ এর ঘটনা সহ অন্যান্য রাসুলগণ, তাদের জাতি, মিথ্যারোপকারীদের ধ্বংস ও মুমিনদের নজাত ও সফলতার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এই সূরাটির সমাপ্তি টেনে বলেন [**তাদের বৃত্তান্তে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা।**] আল্লাহ তাআলা তাগিদের সহিত সম্বোধিত সকল মানবজাতিকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলগণ, আলোচ্য জাতিসমূহ এবং ইউসুফ আঃ এর ঘটনা, এগুলো সবই (عِبۡرَةٌ) বা শিক্ষা, সত্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ, দূরদর্শিতা, জীবনের পাঠ, উপদেশমালা। এটি উপদেশ গ্রহীতাকে একটি বিষয়ে অজ্ঞতা থেকে ইলমের স্তরে পৌঁছে দেয়, তার বিবেককে সত্যের উপর শক্তিশালী করে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করে; কারণ এতে রয়েছে শিক্ষণীয় ঘটনা, সাবধানতার বাণী সম্বলিত সংবাদ এবং সত্য ও স্থিতিশীলতার অসামান্য প্রেক্ষাপট।

(عِبۡرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ) এর দ্বারা বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়, যারা সত্য শ্রবণ করে ও মেনে নেয়, অকল্যাণ সম্পর্কে জানে এবং তা থেকে বেঁচে থাকে। এই আয়াতে তায়ালা ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়েছেন এবং চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। কারণ, এ ঘটনাগুলো সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে বিবেকের সামনে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী বিষয়গুলো আলো হয়ে ফুটে ওঠে এবং সত্য ও কল্যাণের পথে বাধা প্রদানকারী বিষয়গুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখা যায়। বিবেকসম্পন্ন লোকেরা যদি চিন্তা

করে এবং নিজেদের দৃষ্টি ফেরায় তবে তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে যার কাছে এ ঘটনাগুলো এসেছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে প্রেরিত নাবী ও রাসূল। মুহাম্মাদ সাঃ ছিলেন একজন নিরক্ষর লোক, যিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না। এ ঘটনাগুলো তার পক্ষ থেকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। বরং সকল সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এর সূক্ষ্মতা, পারস্পরিক সংযুক্তি, দ্বন্দ্ব বিহীন আলোচনা, বালাগাত, বর্ণনাশৈলী, শব্দাবলীর সংযুক্তি, সুমিষ্ট বর্ণনাধারা, বিভিন্ন উপদেশমালা, শিক্ষা, বিধিবিধান ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা সম্বলিত এমনকিছু নিয়ে আসতে সক্ষম নয়।

অতঃপর আল্লাহ এই ঘটনার সত্যায়নে জোর প্রদান করেন যে, এটা কোনো বানোয়াট ঘটনা নয়। উল্লিখিত ঘটনায় যা কিছু রয়েছে সবই সত্য ও শিক্ষণীয়। [**এটা কোন বানানো রচনা নয়**] অর্থাৎ, এমন বর্ণনা, সূক্ষ্মতা, বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অসামান্য আলোচনা সম্বলিত ঘটনা বানোয়াট হতেই পারে না। এটি বাস্তবতা বিরোধী কোনো মিথ্যা-বানোয়াট কাহিনী নয়। মহিমান্বিত কুরআনে বর্ণিত এ ঘটনা মিথ্যা হওয়া সমিচীন নয়। এটি সত্য, যেমনটি ঘটেছে। এরই মাধ্যমে কুরআনের পরিপূর্ণ পবিত্রতা প্রমাণিত হলো।

অতঃপর আল্লাহ এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ নিয় আসেন কুরআনে যা আছে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে যা আছে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে। [**বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন**] অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবাদিতে যা আছে কুরআন তা সত্যায়ন করে, বরং তার মধ্যে যেগুলো বিশুদ্ধ সেগুলোর সত্যায়ন করে, শক্তিশালী করে, সুপ্রতিষ্ঠিত করে, ঘটনায় প্রবিষ্ট বিকৃতি ও মিথ্যাকে নাকোচ করে। কুরআন সত্যায়ন যা তার সামনে রয়েছে (ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ) অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যে সকল আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। [**ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ**] বরং বান্দার প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যাখাকারী হলো এই কুরআন। তন্মধ্যে রয়েছে হালাল, হারাম, ওয়াজিব, মাকরূহ, মুসতাহাব, মুবাহ, বান্দার জন্য উপকারী ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক

প্রেক্ষাপট, যা দ্বারা মানবজাতি শিক্ষা গ্রহণ করবে, এছাড়াও রয়েছে অদৃশ্যের বিষয়াবলী; যেমন: পুনরুত্থান, কিয়ামত দিবস, হিসাব নিকাশ, প্রতিদান, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর সিফাত ও নামসমূহের বর্ণনা, তাঁর বড়ত্ব, কুদরত, রহমত ও আযাবের বর্ণনা, তাঁর ইবাদতের মানহাজ, আনুগত্যের প্রক্রিয়া, আসমান ও জমিন সৃষ্টির হাকীকত, এ দুটির শুরু ও শেষের বর্ণনা। কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত ও নূর এবং মুমিনদের জন্য রহমত। [**আর যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।**] এটি হিদায়াতের গ্রন্থ, যার দ্বারা মানুষের অন্তরসমূহ বক্রতা, ফাসাদ ও ভ্রষ্টতা থেকে সত্য, হিদায়াত ও সঠিকতার দিকে পরিচালিত হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনরা এর দ্বারা আল্লাহর রহমত অর্জন করতে পারে। কারণ কুরআনেই রয়েছে এমন সকল বিষয় যা ঈমান প্রোথিত ও বৃদ্ধি করে, অন্তর প্রশান্ত করে এবং বক্ষ প্রশস্ত করে।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বর্ণনা এই যে, আল্লাহ শুধুমাত্র মুমিনদেরকে রহমত ও হিদায়াতের (আদেশ বাস্তবায়ন অর্থে) সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। এই কুরআনের মাধ্যমে তারা এমন নূর লাভ করবে যা তাদেরকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে, অতঃপর এই কল্যাণের মাধ্যমে তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে। অনুরূপভাবে, এই কুরআন তাদের জন্য রহমত। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের জন্য অগণিত রহমর প্রবাহিত করেন, যা মুমিনদের জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রতিদান।

আমি আল্লাহর প্রশংসা ও কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তিনি আমাকে এই মহৎ কাজটি করার নিয়ামত দিয়েছেন এবং সূরা ইউসুফ শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন (তারিখ: রাত ১২:০০, বৃহস্পতিবার, ৫ যুল হিজ্জাহ [৫-১২-১৪৪২ হিজরী মোতাবেক ১৫-৭-২০২১ খৃস্টাব্দ]। হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ

থেকে ভালো কাজগুলো কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আমাদের তাওবা গ্রহণ করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। এই কাজটি কবুলযোগ্য সৎ আমল হিসেবে কবুল করে নিন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং নবী ও তার পরিবার-পরিজনের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	২
আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	৫
অবশ্যই ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায়	১৯
অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের	৩৪
আর এক যাত্রীদল আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে	৩৯
আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল	৫০
আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল	৭০
তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল	৮২
হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম	৮৯
আর রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম	৯৫
রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস	১০৩
আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল	১১৯
আর তিনি বললেন, হে আমার পুত্রগণ!	১৩৩
অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল	১৪০
অতঃপর যখন তারা তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হল	১৫১
হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও	১৬৪
তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও	১৭৫
অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল	১৮২
এটা গায়েবের সংবাদ যা আপনাকে আমি অহী	১৯৩
বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি	২০১
সূচিপত্র	২১২

पैगम्बर (ﷺ) को संक्षिप्त जीवनी

الموجز في السيرة النبوية

النسخة النيبالية